রংদার রোববার
অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানা, আর চেনা সত্যের ভিতরেও অন্য এক সম্ভাবনার খোঁজ— এই তিন ভিন্ন পথেই খুলে যায় দেখার আরও বিস্তৃত দরজা।
ত্রিনয়ন
১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Ph : 9830303398
Since 90 Years

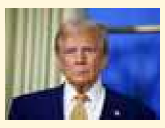
১০০ শতাংশ শুল্ক! বিলে সই ট্রাম্পের ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ৩৪° / সর্বনিম্ন ২৫°	সর্বোচ্চ ৩৪° / সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩৪° / সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৫° / সর্বনিম্ন ২৫°

উমা আসছে ২৬ দিন পর

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েও এবার গেরুয়া ঝড় ১০

শিলিগুড়ি ২ আশ্বিন ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 20 September 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 124

নন্দীগ্রামে দোস্তি
রেজিনগরে কুস্তি

নিউজ ব্যুরো

১৯ সেপ্টেম্বর : সামান্য উপনির্বাচন। মাত্র দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে। তা নিয়ে এভাবে রাজনীতির পারদ চড়তে কে কবে দেখেছে? নাটকের পর নাটক হয়েই চলেছে। নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে ঘোষণা করেছিল তৃণমূল। অথচ সেই কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান চলে গেলেন পুলিশ হেপাজতে। ভোটের তিনদিন আগ পর্যন্ত তিনি পুলিশ হেপাজতেই থাকলেও কংগ্রেস লড়াই ছাড়বে না জানিয়েছে।

নন্দীগ্রামে কংগ্রেস-তৃণমূলের মুখে দোস্তি হলেও রেজিনগরে কিন্তু প্রকাশ্যেই কুস্তি। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে রওনা হয়েও সিদ্ধান্ত বদলালেন তৃণমূল প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধেই নাকি তাঁর এই সিদ্ধান্ত। ফলে জোড়াফুল প্রতীক খোয়ানোর পর 'সিস্টার পার্টি' বলে কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে মমতার শুক্রবারের জোটবার্তা ২৪ ঘণ্টাতেই উধাও।

নন্দীগ্রামের বরং কংগ্রেস প্রার্থীকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতে রাখতে আদালতের নির্দেশের পর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে হাত শিবির। কংগ্রেস নন্দীগ্রামের লড়াইকে 'প্রেস্টিজ ফাইট' হিসেবে দেখছে। রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের গ্রেপ্তারি কাকতালীয় ঘটনা নয়, এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, গণতন্ত্রের হত্যা।'

তাঁর অভিযোগ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে আস্থা নেই বিজেপির। তাই কখনও ভোট চুরি, কখনও সরকার দখল, আবার কখনও দল দখলের মাধ্যমে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়। নির্বাচনে লড়াই করতে চায় না। বরং নির্বাচনি লড়াইটাকে শেষ করে দিতে চায়। শুক্রবার রাতে চণ্ডীপুরে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকাশ যোশিকেও পাঠিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড।

শনিবার মিলন প্রধানকে হলদিয়া আদালত ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত দেয়। এতে ৩ অক্টোবর অর্থাৎ ভোটের তিনদিন আগ পর্যন্ত তাঁকে হেপাজতে থাকতে হবে। সোমবার অপর একটি মামলায় তাঁকে কাঁথি আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশের দাবি, ১৯ বছর ধরে ফেরার ছিলেন মিলন। তাঁর বিরুদ্ধে চারটি জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। তার মধ্যে অস্ত্র আইনে তিনটি মামলা। এছাড়া খুন, খুনের চেষ্টা, খুনের উদ্দেশে অপহরণ, প্রমাণ লোপাট, অনধিকার প্রবেশ, অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় মামলা হয়েছিল।

নন্দীগ্রামে জোটবার্তার পরদিন রেজিনগরে দলীয় প্রার্থীকে ভোটের ময়দানে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পরস্পরকে দই মাখিয়ে রাধাষ্টমী উদযাপন। বৃন্দাবনে শনিবার।

বন্যা পরিস্থিতিতে বিধ্বস্ত ভূতনির হাল দেখতে শনিবার লঞ্চে চেপে এলেন একাধিক মন্ত্রী। ত্রাণশিবিরে গেলেন, প্রশাসনিক বৈঠকও হল। কিন্তু জলবন্দি মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা হল না।

ভালো নেই ভূতনি

ডোঙায় চেপে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। ভূতনিতে শনিবার। অরিন্দম বাগের তোলা ছবি।

দুর্গতদের কাছে না গিয়েই সফর মন্ত্রীদের

আজাদ ও শেখ পান্না

মানিকচক ও রতুয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : গত দশদিন ধরে মানিকচক মডেল স্কুলের ত্রাণশিবিরই ভূতনির বানভাসি হেলানুর খাতুন, তাজাম্মুল হোসেন, অনীতাদের ঠিকানা। প্রাণ বাঁচিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে সরকারি এই ত্রাণশিবিরে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন। প্রতিদিনের মেনুতে থাকে ভাত, ডাল এবং এক তরকারি। কখনো-কখনো ডিমও। তবে শনিবার দুপুরের মেনু ছিল অন্যরকম। ভাত, ডাল, পটল ভাজা আর মুরগির মাংস। কারণ, রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, সাংসদ এবং প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের এদিন ত্রাণশিবিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু যাঁদের জন্য এই আয়োজন, তাঁদের প্রত্যাশার পাত শেষপর্যন্ত প্রায় খালিই রয়ে গেল।

পর্যটন ও পরিষদীয় বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী শংকর ঘোষ, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার, সেচ ও জলপথ এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মু, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দার, দমকল ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী এদিন জলপথে লঞ্চে করে রতুয়া-১ ব্লকের বিভিন্ন দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখেন। মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মুর পাশাপাশি

এরপর চোদ্দোর পাতায়

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
ব্যয়বহুল নয় স্বল্প খরচে...
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
ISAR আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112

এক নার্সিংহোমে ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের সদস্যরা।

ডাহা ফেল নার্সিংহোম, ক্ষুব্ধ কমিশন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করল রাজ্যের ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থেকে মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা, সব ক্ষেত্রেই কার্যত অকৃতকার্য হয়েছে শহরের বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলি। একাধিক নার্সিংহোম ও বেসরকারি হাসপাতালকে শোকজ করার পাশাপাশি প্রত্যেকটির নতুন করে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার, অর্থাৎ ফায়ার অডিটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত নির্দেশ ও নিয়ম না মানলে নার্সিংহোম বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তিনি বলেছেন, 'শনিবার আমরা শিলিগুড়ির যে ক'টি বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম পরিদর্শন করেছি, সেগুলির পরিকাঠামোয় আমরা সন্তুষ্ট নই। মানুষ প্রচুর টাকা খরচ করে চিকিৎসা করাতে আসেন। তাঁদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং অগ্নিকাণ্ড সহ যে কোনও বিপদে যাতে দ্রুত রোগীদের বের করে নিয়ে আসা যায় সেই ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সেসব কিছুই এখানে নেই। চিকিৎসকদের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বরও নেই। যেখানে যে খামতি রয়েছে, প্রত্যেকটি বিষয় দ্রুত শুধরে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'এমনটা নয় যে কমিশন একদিন পরিদর্শন করে চলে গেল, আবার সবকিছু আগের মতো চলবে। কিছুদিনের মধ্যেই আবার আসব। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
কোয়ালিটি স্পেশাল
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

শনিবার শিলিগুড়িতে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে রাজ্যের ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন বা রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন। চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কমিশনের সদস্যরা

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দেবীপক্ষেই রাইটার্সে ফিরবেন শুভেন্দু
পাঁচের পাতায়

অতি দ্রুত আস্থা হারাচ্ছে বিজেপি : মানিক সরকার
চোদ্দোর পাতায়

প্রকল্পের কাজে গতি আনতে ধমক দিলীপের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে 'ব্যাকবেঞ্চার' দার্জিলিং আর কালিম্পং। সারা রাজ্যের নিরিখে জেলা দুটির স্থান ২৩ এবং ২৪তম। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এই প্রকল্পের কাজে অষ্টম স্থানে রয়েছে। কিন্তু মাত্র ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত পরিষদের সামগ্রিক পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নন দিলীপ ঘোষ। কাজের গতি যে অনেকটাই কমেছে, তা স্পষ্ট পরিসংখ্যানে। সেজন্য দুই জেলার জেলা শাসকদের ভিবি-জি রাম জি সংক্রান্ত গাইডবুক 'উপহার' দিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। শনিবার উত্তরকন্যায় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। ডিএম-দের বই দেওয়ার পর দিলীপের স্পষ্ট নির্দেশ, 'আগে নিজেরা নিয়ম-নির্দেশিকা ভালো করে পড়ুন, তারপর মাঠে নেমে কাজ ত্বরান্বিত করুন।' মন্ত্রী বই তুলে দিয়েছেন জিটিএ-র প্রশাসক শ্রুতিরঞ্জন মহন্তির হাতেও। এই ঘটনা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে আমলা মহলে। পরে অবশ্য দিলীপ বলেছেন, 'উন্নয়নে গতি আনতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতি বাড়াতে এদিন কঠোর সুর শোনা গিয়েছে মন্ত্রীর গলায়। উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সামনে পাহাড়-সমতলের প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। কাজের খতিয়ান সন্তোষজনক নয় বলেই উপস্থিত জেলা শাসক ও বিডিওদের কড়া বার্তা দেন। সূত্রের খবর, জিটিএ-র মিরিক, গরুবাথান এবং শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়ার প্রশাসনিক আধিকারিকদের ধমক দিয়েছেন মন্ত্রী। রাজ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলা কালিম্পংয়ের বেহাল পরিস্থিতি নিয়েও সংশ্লিষ্ট জেলা শাসককে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে বলে খবর। যদিও জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের দাবি, 'কর্মীসংকট বড় আকার নিয়েছে। সেই সমস্যা অবিলম্বে না মিটলে কাজে বিঘ্ন ঘটবেই।' কর্মী যে পর্যাপ্ত সংখ্যক নেই, তা স্বীকার করে নিয়েছেন মন্ত্রী। বলেছেন, 'দপ্তরের কাজ আশানুরূপ হয়নি। ধীরে চলছে। পাহাড়েও কিছুটা সমস্যা রয়েছে। কর্মচারী কম। বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য ব্যাঘাত ঘটছে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

বন্ধ স্কুলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পশু চিকিৎসালয়

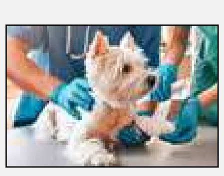

পড়ুয়াশূন্য স্কুল অন্য কাজে ব্যবহারে সমীক্ষা। জেলা শাসকদের নির্দেশ শিক্ষা দপ্তরের।

৪ হাজার সম্পত্তি নিয়ে নতুন ভাবনা

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়ালের অবস্থা হয়ে যেতে পারে বাংলার চার হাজারের বেশি সরকারি স্কুলের। যদিও নামে সেগুলি স্কুল, বাস্তবে পড়াশোনার বালাই নেই সেখানে। স্কুলের বাড়ি আছে, ক্লাসরুম আছে, ব্ল্যাকবোর্ড আছে, মাস গেলে নিয়ম করে বেতনও পান শিক্ষকরা। নেই শুধু পড়ুয়া! সেই স্কুলবাড়িগুলিতে ভবিষ্যতে হয়ে যেতে পারে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাণী চিকিৎসালয়, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকেন্দ্র কিংবা কমিউনিটি হল। অন্তত সরকারের পরিকল্পনা সেরকমই।

সেজন্য সমীক্ষা শুরু করছে রাজ্য সরকার। প্রত্যেক জেলা শাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটি ইতিমধ্যে চিহ্নিত ওইসব স্কুল সরেজমিনে খতিয়ে দেখবে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সচিব বিনোদ কুমারের ওই নির্দেশ ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে সব জেলা প্রশাসনের কাছে। কমিটিগুলিকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে, ওই স্কুলগুলোকে আদৌ বাঁচানো সম্ভব কি না।

যদি সম্ভব না হয়, তবে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে বিকল্প কোনও কাজে লাগানোর ভাবনা আছে

রাজ্য সরকারের। শুনতে বা ভাবতে অবাক লাগলেও এটা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার রূঢ় বাস্তব। কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইউডাইস প্লাস'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে এরকম 'জিরো-এনরোলমেন্ট' অর্থাৎ ছাত্রশূন্য স্কুল আছে ৪,১৩৩টি।

গোটা দেশে ওই সংখ্যা ৫,৬৬৩। যেখানে একজন পড়ুয়াও ভর্তি নেই। অথচ ওইসব স্কুলে নিযুক্ত প্রায় ১৯ হাজার শিক্ষক মাইনে পাচ্ছেন মাস গেলে। পড়ুয়াহীন এই স্কুলভবনগুলোকে আর ফেলে রাখতে রাজি নয় রাজ্য সরকার। অন্য কোনও সরকারি কাজে লাগানোর ভাবনাচিন্তার লক্ষ্যে তাই সমীক্ষার জন্য জেলা শাসকদের কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি আধিকারিকদের মতে, দিনের পর দিন এই বিপুল পরিকাঠামো এবং জমি অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। প্রায় ৬,০০০ স্কুলে একজন করে শিক্ষক! পড়ুয়া না থাকায় তাঁদের কার্যত কোনও কাজ নেই। স্কুলবাড়িগুলি অন্য কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হলে এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে অন্য স্কুলে বদলি বা 'র‍্যাশনালাইজেশন' করা হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

সে যাই হোক না কেন, বাঁচানোর চেষ্টা না করে সরকারি

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আলস্যের কারণে হয়ে যাওয়া কোনও কাজ পণ্ড হতে পারে। ব্যবসার কারণে ঋণ হাতে আসায় স্বস্তি পাবেন। দাম্পত্যের অশান্তির অবসান। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। প্রেমে সুখ শান্তি বজায় থাকবে।

বৃষ : সপ্তাহটি ওঠানামার মধ্য দিয়ে যাবে। সপ্তাহের শেষে ব্যবসায় মন্দাভাব আসতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় ভুল বুঝে অহেতুক কষ্ট দিয়ে পরে অনুশোচনা। হৃদরোগীরা চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলুন। দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতি নিজের বুদ্ধিতে সামলে নিতে পারবেন।

মিথুন : বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অহেতুক কোনও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে সমস্যায়। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে বিরোধ বাড়বে। স্বাভাবিক অর্থাগমেই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। সৃজনশীল কোনও কাজে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন।

কর্কট : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। সন্তানের জন্যে অহেতুক দুশ্চিন্তা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। বন্ধুদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় মানসিক অশান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন। আর্থিক সমস্যার সমাধান হওয়ায় স্বস্তি পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

সিংহ : খেলোয়াড়রা উল্লেখযোগ্য কোনও সুযোগ পেতে পারেন। সংসারের কোনও সদস্যের জন্যে অর্থব্যয় হবে। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অহেতুক মানসিক দুশ্চিন্তা। পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা লাভবান হবেন। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে স্বস্তি পাবেন।

কন্যা : কোনও অসাধু ব্যক্তি আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে প্রতারিত করতে পারে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে ফললাভ করবেন। নতুন জমি কেনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কোনও অভিজ্ঞ প্রিয়জনের পরামর্শ গ্রহণ করুন। ব্যবসার প্রসার ঘটবে। সমাজসেবা থেকে মানসিক তৃপ্তি। অংশীদারি ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় নাজেহাল হতে পারেন। এ সপ্তাহে রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন।

তুলা : বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। দরিদ্র কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। রাজনীতির ব্যক্তি হলে সহকর্মীদের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েই কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। অতিরিক্ত ভোজনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে।

বৃশ্চিক : সামান্য বিষয় নিয়ে এ সপ্তাহে বারবার উত্তেজিত হয়ে গুছিয়ে আনা কাজ পণ্ড হতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। রাজনীতি থেকে সমস্যা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভাবুন। ব্যবসায়িক কারণে ঋণ করতে হতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের অনৈতিক কাজকর্মে মর্যাদাহানি হওয়ার সম্ভাবনা।

ধনু : দাম্পত্যের সমস্যা বাইরের কারও সামনে আনলেই ভুল করবেন। পিঠ ও কোমরের ব্যথা ভোগাতে পারে। কোনও সম্পর্ক নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। সামাজিক জীবনে কোনও কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন।

মকর : ব্যবসার প্রয়োজনে নতুন বিনিয়োগ করা যেতে পারে। বিদেশে কর্মরত সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। মায়ের জন্যে অযথা দুশ্চিন্তা। অংশীদারি ব্যবসায় অর্থাগম চলবে। প্রিয়জনের সঙ্গে খুব ভালো সময় কাটবে। তৃতীয় কোনও ব্যক্তির কারণে সাংসারিক সমস্যা বাড়বে। পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে পরিবারে মনোমালিন্য।

কুম্ভ : সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় ভুল বুঝবেন। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বাড়বে। সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সম্মানিত হবেন। আগুন থেকে সাবধান। শ্বশুরকুল থেকে সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা।

মীন : সন্তানের সৃজনশীল কাজের সাফল্যে তৃপ্তিলাভ। সপ্তাহের প্রথমভাগে সামান্য আর্থিক সমস্যা হলেও শেষভাগে তা দূর হবে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সপ্তাহটি বেশ জটিল। শারীরিক সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হতে পারে। প্রতিবেশীর অন্যায় আচরণে মানসিক অশান্তি। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ২৯ ভাদ্র, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২ আহিন, সংবৎ ৯ ভাদ্রপদ সুদি, ৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩৫। রবিবার, নবমী অপরাহ্ন ৪।২৮। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।২৭। সৌভাগ্যযোগ অপরাহ্ন ৪।৩২। কৌলবকরণ অপরাহ্ন ৪।২৮ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৫।২৫ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ শেষরাত্রি ৪।২৭ গতে ত্রিপাদদোষ। যাত্রা নাই, অপরাহ্ন ৪।২৮ গতে যাত্রা মধ্যম, পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।২৭ গতে যাত্রা শুভ পুনঃ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- অপরাহ্ন ৪।২৮ গতে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভাবির্ভাব তিথি, পুজো ও মহোৎসব (১৩৯তম)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৩ গতে ৮।৪১ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ২।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৮ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ১।২৭ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৫।২৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৪।২২ মধ্যে।

চার রোহিঙ্গা ধৃত এনজেপিতে

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : এনজেপি স্টেশন থেকে আটক করা হল চার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীকে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে ডাউন ত্রিপুরা সুন্দরী ট্রেনে অভিযান চালায় রেল পুলিশ। জেনারেল কামড়ায় তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই তাদের কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। ভারতে থাকার কোনও বৈধ কাগজ তারা দেখাতে পারেনি। এই চারজনের মধ্যে দুজন নাবালক রয়েছে। ধৃতদের নাম মহম্মদ সালাম (২৬), মহম্মদ সুফায়েদ (১৮), মজিফুর রহমান(১৭) এবং জয়নুব বিবি (১৭)।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে রেল পুলিশ জানতে পেরেছে তারা মায়ানমারের বাসিন্দা। বেশ কিছুদিন বাংলাদেশে বসবাস করেছিল। আগরতলা সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল তারা। অসম থেকে ডাউন ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসে উঠে পঞ্জাবের মোহালির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। দলটির সঙ্গে পাচারচক্র বা ভারতীয় দালালচক্র জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ধৃতদের আপাতত ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ দিয়ে কোনও অনুপ্রবেশকারী যাতে ট্রেনে করে ভারতের অন্য জায়গায় চলে যেতে না পারে, সেজন্য কড়া নজরদারি রাখছে রেল পুলিশ। পাশাপাশি মাদক পাচারের বিরুদ্ধেও লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে এনজেপি জিআরপি ও আরপিএফ। সাদা পোশাকে রেল পুলিশের নজর থাকছে যাত্রীদের ওপর।

কেন্দ্রীয় সরকার সহ দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বেশ কয়েকবছর আগেই রোহিঙ্গাদের গতিবিধি নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে। মায়ানমার থেকে দলে দলে পালিয়ে তাদের একটি অংশ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তবে প্রায়ই সেখান থেকে তারা পালিয়ে ভারতে প্রবেশ করে বলে অভিযোগ। এর আগেও দেশের নানা প্রান্ত থেকে রোহিঙ্গা গ্রেপ্তার হয়েছে।

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা, এরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9382435745. (C/123855)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩৫, B.A., ঘরোয়া, এইরূপ পাত্রীর জন্য ডিভোর্সি, উইডো পাত্র চাই। 9242547789. (C/123855)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/123855)

■ কায়স্থ, 33/5'-1", M.A., B.Ed., কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9800166795. (C/122687)

■ কায়স্থ, 29+/5'-4", মাস্টার ডিগ্রি, MBA, Pharma, সুশ্রী, দেবারিগণ, ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ব্যাঙ্গালোরের পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 9242098783, ঘটক, ম্যাট্রিমনিয়াল করবেন না। (C/123859)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, সুশ্রী, ফর্সা, 30/5'-3", এমএসডব্লিউ, ডিএলএড, (একমাত্র কন্যা, কোচবিহার নিবাসী), চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। মোঃ নং-7407922541 (সরাসরি)। (C/123864)

■ পাত্রী M.A., B.Ed., সমাজসেবী, ৩৯, দেবনাথ। আলিপুরদুয়ারে পাত্র কাম্য। স্ববর্ণ/অসবর্ণ। 9046624261. (C/123865)

■ ST, 34/5', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুমুখশ্রী, M.A. পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই, কাস্টবার নেই। M & W : 9635315970. (C/123866)

■ কুলীন কায়স্থ, 35/4'-9", ফর্সা, স্লিম, B.A. (Hons.), জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির মধ্যে সুশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9563111528. (C/123161)

■ EB কয়স্থ, 31/5'-2", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, দেবারি, মাঙ্গলিক, একমাত্র কন্যা, জলপাইগুড়ি, এমবিএ, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা পাত্রীর জন্য MNC/Govt./Pvt. সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত পাত্র কাম্য। 9434492056, 7029894105. (C/123160)

■ ময়নাগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, B.A., 26/5'-4", সরকারি চাকুরে পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7363861943. (C/123150)

■ ব্রাহ্মণ, 42+/5', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, B.A., পাত্রীর জন্য নেশাহীন, দাবিহীন, চাকরিজীবী, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 9883968128. (C/123142)

■ কায়স্থ, 36/5'-1", M.A., সুশ্রী, ঘরোয়া, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত Rly. কর্মচারী, ভ্রাতা প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, বিবাহিত। ভদ্র, মধ্যবিত্ত পরিবার-এর পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব 42 পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। Ph : 9434954503 (10.30 A.M. - 1 P.M., 6 P.M. - 9 P.M. মধ্যে)। (C/123162)

■ জালপাইগুড়ি নিবাসী, গুরুগাঁওয়ে ইউএস বেসড কনসাল্টিং ফার্ম-জেডএস (ZS) অ্যাসোসিয়েটে ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট পদে কর্মরতা, ১৫ লাখ/বাৎসরিক বেতন, ৩০ বৎসর, ৫'-২", ফর্সা, সুশ্রী, কর্মকার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্ববর্ণ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসক, মাতা জেলা জনস্বাস্থ্য আধিকারিক। যোগাযোগ- 9474720284. (C/123149)

■ কায়স্থ, ঘোষ, নরগণ, বৃষ রাশি, ভদ্র, সুশ্রী, M.Com., শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি চাকরি অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 7365099366. (C/123555)

■ রাজবংশী, দিনহাটা নিবাসী, 30/5', ফর্সা, M.A. Eng. Hon./D.El.Ed., বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি/উচ্চ বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9832457967. (S/M)

■ EB, Slg., M.A., MBA, ব্যাঙ্গালোর MNC, কায়স্থ, কাশ্যপ, বৃষ, 5'/30, সুশ্রী পাত্রীর জন্য MNC-তে কর্মরত, দেবারি এবং মাঙ্গলিক ব্যতীত 30-34 পাত্র চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। ফোন : 8637560068. (C/123854)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, M.A., ৩০/৫'-২", ব্রাহ্মণ, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০-৩৪, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8370831561. (C/123869)

■ কায়স্থ, 29+/5'-3", B.A. (Hons., Journalism), প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, একমাত্র সন্তান, পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/উচ্চপদস্থ সঃ কর্মী, শিলিগুড়ি নিবাসী (20-32 মধ্যে) সুপাত্র কাম্য। (M) 9775125875.

■ Gen. 27/5', M.A. (BHU), NET, CBSE স্কুলে কর্মরত, একমাত্র সন্তান, পিতা হাইস্কুল শিক্ষক, মাতা সঃ চাকরিজীবী। যোগ্য পাত্র চাই (No caste bar). 9002267428. (C/123870)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ (শর্মা), জলপাইগুড়ি, 33 বছর, স্লিম, ইং-মিডিয়াম স্কুল শিক্ষিকা, B.A.(H), D.El.Ed., WB TET, CTET qualified, WBBPE interview completed, জলপাইগুড়িতে সরকারি চাকরিরত, মার্জিত, 38 বছরের মধ্যে ব্রাহ্মণ/Gen. Caste পাত্র চাই। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন, Matrimony না। 6 P.M. to 10 P.M. 8250112689. (C/123871)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 28+/উচ্চতা 5'-6", উজ্জ্বল ফর্সা, Interior ডিজাইনার পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8509080168. (C/123561)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বাঙালি বারুজীবী পরিবারের ২৫ বছর বয়সি, ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, গ্র্যাজুয়েট পাত্রীর জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত বারুজীবী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ী, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রদের অগ্রাধিকার। যোগাযোগ- 8918864241. (C/121561)

■ ২৩+, রাজবংশী পাত্রী, শিক্ষিতা ও সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছে। পিতা ও মাতা সরকারি চাকরিজীবী। পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/123560)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.Sc., সুশ্রী, ফর্সা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7319346146. (C/123560)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 31/5'-1", নিঃসন্তান Divorce, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 7047525883. (C/123560)

■ বয়স 24, ঘরোয়া, প্রকৃত সুন্দরী, পিতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9230648116. (K)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, MBBS MD ও বর্তমানে গভঃ হাসপাতালে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/123560)

■ ২৮+, নামমাত্র ডিভোর্সি (মাত্র ৭০ দিনের সংসার), উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও গৃহকর্মে নিপুণা, হাতের কাজ জানা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/123560)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩+, বেসরকারি কোম্পানীতে উচ্চপদে চাকরিরতা, নিঃসন্তান ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/123560)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, সুশ্রী, M.A. ইন ইংলিশ। পিতা রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/123560)

■ পাত্রী কায়স্থ, ৫ ফুট, বয়স ৩০, সরকারি হাসপাতালের স্টাফ নার্স, (B.Sc. Nursing Pass), পিতা রিটায়ার্ড সরকারি কিচিৎসক, সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9800600609, ম্যাট্রিমনি নয়। (C/123867)

পাত্র চাই

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/123546)

■ অবসরপ্রাপ্ত পিতা-মাতা (Govt.), একমাত্র সন্তান, কন্যা 31/5'-2", B.A., Computer (Diploma), পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত চাকরিজীবী পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। 9434352445. (C/123835)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 37, MD ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, এরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/123855)

■ কায়স্থ, 29/5'-8", B.Tech., সুদর্শন, নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, নির্মাণ ব্যবসা, কোচবিহার নিবাসী, নির্ঝঞ্ঝাট পরিবারের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9474879139. (C/123561)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, এরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9242547789. (C/123855)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর, Ph.D., সরকারি কলেজের অধ্যাপিকা। এরূপ পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 6297176324. (C/123874)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, M.A., ভালো গান জানে, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9091607897. (C/123874)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর, M.Sc., বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা, পিতা ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6297245926. (C/123874)

■ ফর্সা, 32/5'-3", সুন্দরী, কায়স্থ, M.Sc., B.Ed., সেঃ গভঃ চাকরিরতা, শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের দীক্ষিতা পরিবার ও উত্তরবঙ্গের পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 9434191455. (D/S)

■ কায়স্থ, 30/5', M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/MNC-তে চাকুরে পাত্র চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7866028488. (C/123561)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, 24/5'-3", M.Sc. পাশ, সুন্দরী, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9734485015. (C/123560)

■ ব্রাহ্মণ, ডিভোর্সি, 27/5'-4", B.A., D.El.Ed., Private School-এ কর্মরত পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। Caste no bar. 9734488572. (C/123560)

■ ২৭, M.Sc. পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা, শিক্ষিত, সুন্দরী ও প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/123560)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী IT কোম্পানীতে কর্মরত। শিক্ষিত, ভদ্র ও যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/123560)

■ বয়স 50, হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6297679754. (K)

■ কায়স্থ, 33/4'-11", ফর্সা, সুন্দরী, B.A. পাশ পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিঃ অগ্রগণ্য। 8768456780. (C/123051)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ,৩৯+, সরকারি চাকরিরতা, উপযুক্ত সঃ চাকরিরত, শিলিগুড়ি নিবাসী (অগ্রগণ্য) ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 9126797027. (C/123684)

■ পূঃ বঃ বৈশ্য সাহা, 35/5'-3", স্কুল শিক্ষিকা (H.S.) পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ পাত্র চাই (মালদা)। (M) 9851146026. (C/123832)

■ ব্রাহ্মণ, ২৯ বছর, কাশ্যপ গোত্র, এমএ, বিএড, উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9474080962. (C/123692)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 30+/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরতা, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। Ph : 9475247544 (W), 9382084797. (C/123529)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 34, B.Tech., MBA, সরকারি ব্যাংক-এ ম্যানেজার। এরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 8637896519. (C/123855)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্র, ২৯+/৫'-৫", স্নাতক ও Diploma Architect, MNC-তে উচ্চপদে চাকরিরত সহ নিজস্ব Interior Firm, শিক্ষিত, সুন্দরী ও ঘরোয়া, ২৭-এর মধ্যে ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 9242285661. (C/123858)

■ সাহা, 35+, B.A. পাশ, 5'-5", ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য আলোম্বান গোত্রের সৎ, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832538825. (U/D)

■ শিক্ষক (SACT), 36+, মা পেনশনার, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029258952, 7501400218. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-8", B.Tech., Govt. Bank-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 9836935367. (C/123560)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, দাস, দেবারি, 30/5'-4", M.Sc., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, শিলচরে অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট/মাস্টার্স, অনূর্ধ্ব 28 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9531630217. (C/123330)

■ ব্রাহ্মণ, 40/5'-7", স্বাস্থ্য দপ্তর-এ কর্মরত, Cont. (31,000 P.M.), পাত্রী কাম্য। (M) 9614539553. (C/123152)

■ জেঃ, ৩৬, B.A.(H), 5'-10", একমাত্র পুত্র, নিজস্ব ব্যবসা, পাত্রী চাই। অভিভাবকই যোগাযোগ করুন। মোঃ 8145837035. (C/123154)

■ নামী কোম্পানী Civil Eng., Senior Officer পদে শিলিগুড়িতে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত 34 বৎঃ/5'-8", পাত্রের জন্য ভদ্র পরিবারের কায়স্থ, শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9734934279. (C/123153)

■ কায়স্থ, 35/5'-7", MBA, পৌরসভায় চাকরি, পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, সুশ্রী, ৩০-এর মধ্যে পাত্রী চাই। M.No. 7797415926. (C/123155)

■ দাস, কায়স্থ, B.Tech., 27/5'-8", কোচবিহার নিবাসী, MNC-তে শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, ভদ্র, শিক্ষিত পরিবারের পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। Ph.No. 9932214389. (C/123862)

■ জলপাইগুড়ি, ক্ষত্রিয়, 33/5'-7", B.Tech., সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত পরিবার, একমাত্র পুত্র। পুলিশ অফিসার। মাতুল বংশ ব্রাহ্মণ, ২৫-২৮'এর মধ্যে সুশ্রী, শিক্ষিতা, ভদ্র, রুচিশীলা পাত্রী কাম্য। চাকরিরতায় আপত্তি নাই। Caste no bar, শুধু অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন. (M) 9641572084. (C/123153)

■ তিলি পাল, 32/5'-6", B.Tech., সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9434019580. 9C/123561)

■ পাত্র কায়স্থ, ঘোষ, 27/5'-8", B.Tech., কলকাতায় MNC-তে কর্মরত, কোচবিহারে বাড়ি ও কলকাতায় নিজস্ব ফ্ল্যাট। এরূপ পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, 25 মধ্যে ভদ্র পাত্রী কাম্য। চাকরিরতা চলবে। (M) 9733277050. (C/122688)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৫, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7365993445. (C/123874)

■ ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে কর্মরত, ৩১+/৫'-২", কায়স্থ, দাবিহীন পাত্রের জন্য উচ্চশিক্ষিত, সাংস্কৃতিকমনোভাবাপন্ন, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ : 8670487556. (K)

■ কোচবিহার, সাহা, 31/5'-8", BE (IT), D.El.Ed., সঃ প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক পাত্রের সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 9933991270. (D/S)

■ EB, SC, 30/5'-6", B.A., LLB (CU). Now Adv. at Jalpaiguri Court. Res. at Jalpaiguri and Kolkata. Wanted bride. (M) 7980367719, 9432165536. (C/123872)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, PWD-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/123874)

■ Govt. of W.B., UDA (গ্রুপ-B) পদে কর্মরত, 38/5'-7", (ডিভোর্সি) পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9641139653. (C/123873)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/123874)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7478203371. (C/123874)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি পাত্র, নিজস্ব বড় ব্যবসা, সঙ্গে রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য আলোচনাসাপেক্ষ। (M) 9749393655. (C/123560)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৪, MBBS, MD, সরকারি ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/123874)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০ বছর, MDS, নিজস্ব চেম্বার। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7047934466. (C/123874)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরের নামী MNC-তে কর্মরত, পিতা ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9239329826. (C/123874)

■ WB, কায়স্থ, ৩৫+/৫'-৬", কর্কট রাশি। কলকাতায় নিজ ফ্ল্যাট। MBA, প্রাইভেট সেক্টর-এ কর্মরত, ৩২-এর মধ্যে পাত্রী চাই। ফোন-6290713212. (K)

■ B.Tech., MBA, Masters IIT Kanpur, H.S.B.C-তে কর্মরত, দমদমে নিজস্ব ফ্ল্যাট, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, মাঙ্গলিক কাটানো, দেবারি, ধনু, 33/5'-8", পাত্রের উপযুক্ত সুশ্রী, শিক্ষিতা, ব্যাঙ্গালোরে যাইতে ইচ্ছুক পাত্রী চাই। (M) 9434424039. (C/123875)

■ শিলিগুড়ি, 39, সুদর্শন, 50000 মাসিক, 18 থেকে 36, সুন্দরী পাত্রী চাই, বিধবা/গরিব/অবাঙালি চলবে। W/A : 9475342240. (C/123876)

■ পাত্র স্নাতক, নমশূদ্র, 36, উচ্চতা 5'-4", সুদর্শন, প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9832013196, 7908794543. (C/123860)

■ ৩৩, কায়স্থ, ৫'-৫", ফার্মা কোং ম্যানেজার, মা স্কুলের ক্লার্ক, বাবা পেনশনার। সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7384386399. (C/123164)

■ পাল, 30/5'-7", B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে উচ্চ বেতনে কর্মরত। ফর্সা, সুশ্রী, 26-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। মোঃ 9474610837. (D/S)

■ ব্রাহ্মণ, 32, সুদর্শন, 5'-8", D.El.Ed., ট্রিপল এমএ, সিটেট পাশ, বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। সুন্দরী, নম্র ব্যবহার পাত্রী কাম্য। মোঃ 9093670692. (D/S)

■ কায়স্থ, স্নাতক, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, 29+/5'-6", সুদর্শন (শিলিগুড়ি নিবাসী) পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9832050431. (C/123561)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, একমাত্র পুত্র। নিজস্ব Auction ও অন্যান্য ব্যবসা, মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), 35 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/123881)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 38/5'-6", Govt. Bank-এ কর্মরত পুত্রের জন্য ঘরোয়া, চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। 8172097658. (C/123560)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 37, Divorce, 5'-9", রাজ্য সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। Widow/Divorce গ্রহণযোগ্য। 8653532785. (C/123560)

■ কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা নিবাসী, সাহা, ২৬+/৫'-৩", B.A. পাশ, (BBA, D.El.Ed.), পারিবারিক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী (নিজস্ব Guest House, ২টি Foot Wear Showroom) পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৪+, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। সাহা, পাল, কুণ্ডু, বণিক অগ্রগণ্য। (M) ৯৯৩২৪১৯৮২১. (C/123560)

■ ময়নাগুড়ি নিবাসী, 33, M.Tech., Govt. জল দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। নেশাহীন ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য ভালো, শান্ত স্বভাবের পাত্রী চাই। 9733066658. (C/123560)

■ ৩১, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Tech. পাশ করে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 7596994108. (C/123560)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, তিলি, 36/5'-10", বিকম পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7001489783. (C/123560)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, বেঙ্গালুরুতে MNC-তে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, 32 বছর, 5 ফুট 10 ইঞ্চি, ফর্সা, সুন্দরী, বেসরকারি কর্মরতা পাত্রী কাম্য। মোঃ 8337836673. (C/123840)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, রাজবংশী, ফুড সাপ্লাই অফিসার। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিদাওয়া নেই। (M) 7596994108. (C/123560)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪২+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি পাত্র, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করে। যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/123560)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪, MBA ও বর্তমানে FCI কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পুত্রের জন্য শীঘ্রই বিবাহে আগ্রহী যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9330394371. (C/123560)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮+, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে সেন্ট্রাল গভঃ-এর CPWD-তে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9242295120. (C/123560)

■ ৩১+, MCA পাশ পাত্র, উত্তরবঙ্গ নিবাসী ও বর্তমানে নামী MNC IT কোম্পানীতে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/123560)

■ কোচবিহার, ব্রাহ্মণ, 35/5'-5", স্নাতক, বেসরকারি কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া ও স্নাতক, উঃ বঙ্গ নিবাসী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, মা গৃহবধূ। সরাসরি যোগাযোগ-(M) 8348280696. (C/A)

■ পাত্র উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 31/6'-6", B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত পাত্রী কাম্য। 9733415240. (C/123861)

■ পাত্র সাহা, 37+/5'-6", বিকম, ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 32-এর মধ্যে। (M) 9475046694. (C/123817)

■ 38/5'-5", রায়, ময়নাগুড়ি IT ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের স্বঃ/অসবর্ণ সুপাত্রী চাই। (M) 7478969017. (S/C)

■ B.Tech., 32, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মী, 5'-4", জলপাইগুড়ি নিবাসী, দাবিহীন পাত্রের সুশ্রী, M.A. (Eng.), M.Sc., (25-27) মধ্যে পাত্রী চাই। কর্মরতা অগ্রগণ্য, সত্বর বিবাহ। (S/C)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৬ বছর, ৫'-৯", কেঃ সরকারি কর্মচারী। ২৭-৩০ বয়সের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট (শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন) ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। মোঃ 7318738778. (C/123836)

■ পূঃ বঃ কাঃ, 58+/5'-3", চাকরিজীবী, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা, 50-55 মধ্যে নম্র, ভদ্র পাত্রী চাই। Divorcee ও চাকরিজীবী Call করবেন না। (M) 9477124597. (M/114108)

■ সঃ চাকরিজীবী পাত্রের (36/5'-11") জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই (কর্মরতা অগ্রগণ্য)। সত্বর বিবাহ। কোচবিহার। 8016327466. (C/123843)

■ বাগচী, 35/6', B.Tech., ব্যাঙ্গালোর MNC-তে কর্মরত, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়িতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম, বৃশ্চিক, দেব-গণ, শাণ্ডিল্য গোত্র পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। W/A : 9083232188. (C/123844)

■ কায়স্থ, দাস, 36+/5'-6", BBA, Private Tutor (Science), স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9609415000. (B/B)

■ কাঃ, অবিবাহিত, মাধ্যমিক, ৪৮/৫'-৮", বড় ব্যবসায়ীর কায়স্থ, সংসারী ৪০-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। (M) 7557859365. (B/B)

■ বাঙালি, কায়স্থ পাত্র, বয়স 34, শিক্ষাগত যোগ্যতা M.A., 26 বছরের মধ্যে বাঙালি কায়স্থ পাত্রী চাই। Mobile : 9593641648. (C/123847)

■ নমশূদ্র, কাশ্যপ গোত্র, বয়স 34+, অসমে প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরিরত ছেলের জন্য স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী চাই। বাড়ি আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলা সংলগ্ন হলে ভালো হয়। মোঃ 8167400388. (C/123851)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ রেজিস্ট্রেশন=বিয়ে পাকা মাত্র 1999/-এ সঠিক জীবনসঙ্গী, ISO Certified. (M) 9038408885. (C/123545)

অন্য ঠিকানায় মৌসুমিরা

কাল উচ্চমাধ্যমিক, নিরাপদ জায়গায় আনা হচ্ছে ভূতনির পরীক্ষার্থীদের

কল্লোল মজুমদার ও আজাদ

মালদা ও মানিকচক, ১৯ সেপ্টেম্বর : পিঠে ব্যাগ। চোখেমুখে দুশ্চিন্তা। ভূতনি সেতুর কাছে দাঁড়িয়ে নৌকার অপেক্ষা করছিল মৌসুমি মণ্ডল। বাড়ি বাগদিপাড়ায়। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টার। এদিকে গঙ্গার জল ঢুকে পড়েছে তাদের বাড়িতে। ঘরের নীচের তলা জলের তলায়। তাই আপাতত পরিবারের সঙ্গে বাড়ির দোতলায় আশ্রয় নিয়েছে সে। সেখানেই বইখাতা নিয়ে চলছে শেষমুহূর্তের পড়াশোনা। কিন্তু শুধু পরীক্ষার পড়া নয়, মাথায় ঘুরছে আরও বড় প্রশ্ন- বন্যার জল পেরিয়ে পরীক্ষা দিতে যাবে কীভাবে?

মৌসুমির মতো এমন দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে ভূতনির আরও ৭৩৮ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। বন্যার জেরে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, বহু এলাকা এখনও জলমগ্ন। কোথাও বিদ্যুৎ নেই, কোথাও স্বাভাবিক যাতায়াতের উপায় নেই। এমন পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবার তাদের পাশে দাঁড়াল প্রশাসন। শনিবার থেকে শুরু হয়েছে বানভাসি এলাকা থেকে পরীক্ষার্থীদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনার কাজ। ছাত্রদের রাখা হচ্ছে লালবাথানি হাইস্কুলে। ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে মানিকচক মডেল স্কুলে। সেখানে তাদের থাকা-খাওয়ার পাশাপাশি পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করবে প্রশাসন। তবে প্রশাসনের এই উদ্যোগে সবাই যে খুশি, তা নয়। অনেক পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের বক্তব্য, বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র থেকে পরীক্ষা দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের ছিল না। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিবছর ভূতনিতেই পরীক্ষাকেন্দ্র থাকলেও এবার আচমকাই কেন্দ্র পরিবর্তন করা হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিক্ষা) সপ্তর্ষি নাগ বলেন, 'যারা ভূতনি থেকে পরীক্ষা দিতে চায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নৌকা এবং ভূতনি ব্রিজ থেকে বাসে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। গাড়ি বা নৌকার কোনও অভাব হবে না।'

ভূতনি ঘাটে নৌকার অপেক্ষায় এক ছাত্রী।

প্রশাসনের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা। পরীক্ষার সেন্টার সেক্রেটারি বরুণকুমার ঝা বলেন, 'ভূতনির এই প্রতিকূল পরিবেশে পরীক্ষা নেওয়া বড় ঝুঁকির বিষয়। তাই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে মানিকচক কলেজে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়া এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার সমস্তটাই সরকারি উদ্যোগে করা হবে।'

কিন্তু অভিভাবকদের একাংশের প্রশ্ন, পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন আগে এই পরিবর্তনে পড়ুয়াদের মানসিক চাপ আরও বাড়ছে না তো? এক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক উমাচরণ মণ্ডলের কথায়, 'ভূতনি থেকে সেন্টার সরিয়ে মথুরাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রতিবছর ভূতনিতেই সেন্টার হয়। আমরা প্রশাসনের এই উদ্যোগে একেবারেই সন্তুষ্ট নই। গত চারদিন ধরে জল কমছে। আশা করছি, আরও দু'দিনে জল কমবে। গত দুই সপ্তাহ ধরে ভূতনিজুড়ে লোডশেডিং। বন্যার জলে বাড়িঘর ডুবে গিয়েছিল। পরীক্ষার জন্য কোনও প্রস্তুতিই নিতে পারেনি আমার মেয়ে। এই অবস্থায় বাড়ির বাইরে থেকে পরীক্ষা কেমন দেবে, তা নিয়ে সংশয়ে আছি।'

পরীক্ষার্থী জবা মণ্ডলেরও একই সুর। তার কথায়, 'আমার পরীক্ষার সিট পড়েছিল আমাদের ভূতনির আমতলা নন্দিটোলা হাইস্কুলে। কিন্তু হঠাৎ করে পরিবর্তন করে মানিকচক কলেজে পরীক্ষার ব্যবস্থা করল প্রশাসন। মানিকচক কলেজে পরীক্ষা দিতে আমরা একেবারেই অনিচ্ছুক। একপ্রকার বাধ্য হয়েই আমাদের পরীক্ষায় বসতে হবে।'

> **যারা ভূতনি থেকে পরীক্ষা দিতে চায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নৌকা এবং ভূতনি ব্রিজ থেকে বাসে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। গাড়ি বা নৌকার কোনও অভাব হবে না।**
>
> **সপ্তর্ষি নাগ**
> *অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিক্ষা)*

ঝুলন্ত দেহ

বালুরঘাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : এক প্রৌঢ়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বালুরঘাট শহরের খাদিমপুর এলাকা থেকে। বালুরঘাট থানার পুলিশ মৃতদেহটিকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ওই ব্যক্তির নাম শঙ্খ ঘোষ। শনিবার মৃতদেহটির ময়নাতদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শঙ্খ দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। শুক্রবার দুপুরে ঘরের মধ্যে তাঁকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা।

দমকলকেন্দ্রে অনাথ শিশুরা

গঙ্গারামপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক উদ্যোগ নিলেন গঙ্গারামপুর দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা। শনিবার কুশমণ্ডি ব্লকের নীলকণ্ঠ আশ্রমের শিশুদের দমকলকেন্দ্রে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তাদের হাতে বিভিন্ন উপহারসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এরপর তাদের নিয়ে আয়োজন করা হয় আগুন ও দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির। হঠাৎ আগুন লাগার কারণ, আগুন নেভানোর প্রাথমিক পদ্ধতি এবং বিপদের সময় কীভাবে নিরাপদে থাকা যায়, সে বিষয়ে শিশুদের বোঝানো হয়।

সচেতনতার বার্তা এসআইটি'র

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিয়ে শনিবার শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এসআইটি)-র প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রতিষ্ঠানের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে এসআইটি ক্যাম্পাস পর্যন্ত 'রান ফর গ্রিন শিলিগুড়ি' নামে ১০ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ওই প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করেন। অ্যাথলিটদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন ফুটবল তারকা জোসে ব্যারেটো। এছাড়া ক্রিকেট কোচ জয়ন্ত ভৌমিক, বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এসআইটি অধ্যক্ষ ডঃ জয়দীপ দত্ত সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

এসআইটি'র প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা। শনিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

দৌড় প্রতিযোগিতা ছাড়াও প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এসআইটি-র ক্যাম্পাসে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সহ-সভাপতি প্রয়াত মৌ রায়চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশে 'মৌ রায়চৌধুরী অ্যাকাডেমিক এক্সিলেন্স অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৬' দেওয়া হয় সেরা শিক্ষার্থীদের। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ বুদ্ধদেব সাউ। পড়ুয়াদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন তিনি।

শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য কম্পিউটার সায়েন্সের সহকারী অধ্যাপক মিঠুন রায় 'বেস্ট ফ্যাকাল্টি' পুরস্কার পান। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ডঃ দেবজ্যোতি মিশ্র এবং ডঃ জয়ন্তভূষণ বসুকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এমনকি এই বিশেষ দিনে প্রশাসনিক কর্মী, সহায়িকা কর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষীদের তাঁদের কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

শুধু অনুষ্ঠান নয়, কলেজের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রোজেক্ট এবং আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট এদিন ক্যাম্পাসে প্রদর্শিত হয়।

চুরি

খড়িবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মঞ্জয়জোতে ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার বাড়ির মালিক রবীন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল খড়িবাড়ি থানায় চুরির অভিযোগ দায়ের করেন। রবীন্দ্র বলেন, 'দুষ্কৃতীরা আলমারি ভেঙে লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রুপোর গয়না, কাঁসার বাসন ও নগদ ৮ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

ট্রেনে নয়, ডাকে পৌঁছে যাবে ওএমআর

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৯ সেপ্টেম্বর : ট্রেনে নয়, এবার থেকে উত্তরপত্র পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে রিজিওনাল অফিসে। শনিবার উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের জয়েন্ট কনভেনারদের ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। সেখানে এমনটাই জানানো হয়েছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। কোচবিহার জেলায় মোট ২৪টি সেন্টারের ৯৪টি ভেনু। সকাল ১১টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অর্থাৎ দেড় ঘণ্টার পরীক্ষা। তবে ভিজুয়াল আর্টস, মিউজিক ও ভোকেশনাল পরীক্ষাগুলি হবে সকাল ১১টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত, অর্থাৎ এক ঘণ্টা করে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কোচবিহার জেলার জয়েন্ট কনভেনার উৎপল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শনিবার আমাদের জয়েন্ট কনভেনারদের নিয়ে সংসদের সভাপতি মসিদুর রহমান সর্দার বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে তিনি আমাদের জানান, এবার ট্রেনে নয়। পরীক্ষার পর উচ্চমাধ্যমিকের উত্তরপত্র প্রতিদিন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সেন্টারগুলিকে রিজিওনাল অফিসে পাঠাতে হবে। এই নিয়ে পোস্ট অফিসের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃপক্ষের কথাও হয়েছে।' কোচবিহার জেলায় এবার উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা দেবে মোট ২৫,২৬১ জন। এরমধ্যে ১৪,১১৯ জন ছাত্রী এবং ১১,১৪২ জন ছাত্র। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ২৪ জন সেন্ট্রাল ইনচার্জ, ২৪ জন সেন্ট্রাল সেক্রেটারি ও ৯৪ জন ভেনু সুপারভাইজার থাকবেন। জেলার পাঁচটি ট্রেজারি অফিস ও হলদিবাড়ি, শীতলকুচি, সিতাই এবং ঘোকসাডাঙ্গা এই চারটি থানা মিলিয়ে মোট নয়টি কাস্টডি করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র এই কাস্টডিগুলিতে রাখা থাকবে।

পরীক্ষার দিনগুলিতে কাস্টডিগুলিতে সকাল ৮টায় প্রশ্নপত্র নিয়ে যাবেন সেন্টার ইনচার্জ ও সেক্রেটারিরা। সওয়া ৯টার মধ্যে সেই প্রশ্নপত্র তাঁরা ভেনু সুপারভাইজারদের হাতে তুলে দেবেন। সকাল সাড়ে ১০টায় ইনভিজিলেটররা সেই প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার হলে যাবেন। ১০টা ৫৫ মিনিটে হলের ভেতর পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে মুখবন্ধ থাকা প্রশ্নপত্রের খাম ইনভিজিলেটর খুলে ছাত্রছাত্রীদের তা বিতরণ করবেন।

কালিম্পংয়ে ধৃত আফগান নাগরিক

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : অবৈধভাবে বসবাস করার অভিযোগে এক আফগান নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে কালিম্পং থানার পুলিশ। সৈয়দ বিলাল খান নামের ২৮ বছরের ওই আফগান নাগরিক কালিম্পং শহরের হাটবাজারের চেস্ট ক্লিনিক সংলগ্ন এলাকায় ভাড়া থাকতেন। ২০২৪ সালে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও ওই আফগান নাগরিক ভারত ছাড়েননি। নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে তাঁকে শুক্রবার রাতে ওই ভাড়াবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত এখানে কী কাজ করতেন, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ওই আফগান তরুণ বেশ কিছু লোককে ঋণ দিয়েছেন। ওই তরুণকে শনিবার জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় কালিম্পংয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঠিক কী উদ্দেশ্য নিয়ে ওই আফগান নাগরিক কালিম্পংয়ে বসবাস করছিলেন, তা দ্রুত তদন্ত করে বের করার দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। কাউকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে তার সমস্ত তথ্য ভালোভাবে জানা এবং নথি নিয়ে স্থানীয় থানার পুলিশকে জানানোর আবেদন জানিয়েছেন পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই।

ফেলো নির্বাচিত কনক

দিনহাটা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস, ইন্ডিয়ার ফেলো নির্বাচিত হলেন দিনহাটার সারদাপল্লির বাসিন্দা অধ্যাপক কনক সাহা। কনকের এই নির্বাচনে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে ইন্টার-ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। এই প্রতিষ্ঠানেরই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং গবেষক তিনি। এই ফেলোশিপ পেলে অর্থাৎ এই সংস্থার সদস্য মনোনীত হলে, সভায় নিজস্ব গবেষণা উপস্থাপনের সুযোগের পাশাপাশি নতুন ফেলো মনোনীত করার প্রস্তাব করতে পারবেন তিনি। জেনারেল বডি মিটিং-এ ভোট দেওয়ার অধিকারও পাবেন কনক। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে ৯৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা ছায়াপথ চিনিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তাঁকে 'শান্তি স্বরূপ ভাটনগর' পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

হল্ট ঠিকাদারের নিযুক্তি

বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ C/191/KIR/AHC/03/2026 তারিখঃ 15-09-2026

নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা কাটিহার ডিভিশনের **গুঞ্জরিয়া হল্ট স্টেশনে** হল্ট ঠিকাদার নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র সম্বলিত কভারটি বন্ধ খামে থাকতে হবে এবং লাল কালি দিয়ে কভারের উপরে (ডানদিকের কোণায়) "________ **হল্ট স্টেশনের জন্য আবেদন**" হিসেবে উদ্ধৃত করতে হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, ডিআরএম বিল্ডিং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কাটিহার (বিহার), পিন-৮৫৪১০৫ চেম্বারে ২৮-০৯-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ১১-১১-২০২৬ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত সকল কর্মদিবসে **আবেদন ড্রপ করার জন্য আবেদনপত্রের বাক্স রাখা থাকবে** এবং **১২-১১-২০২৬ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়** অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, বিহার, পিন-৮৫৪১০৫ চেম্বারে **আবেদনপত্রের বাক্স খোলা হবে**। আবেদনপত্রের যোগ্যতার মানদণ্ড, মূল শর্তাবলী, আবেদনের ফরম্যাট ইত্যাদি সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, ডিআরএম বিল্ডিং, কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, (বিহার) পিন-৮৫৪১০৫ এর অফিস থেকে পাওয়া যেতে পারে অথবা ওয়েবসাইট নং. www.nfr.indianrailways.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ KIR-N-2026-K-29, তারিখঃ 16-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের আলুয়াবাড়ী রোড থেকে সুরজা কমল-এর মধ্যে অটো-সেকশনের জন্য সিগমা (অল্টপ্রো)-এ মাল্টি-সেকশন ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টারের ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৯৫,৩৮,৫৭২/- টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৫,৯০,৮০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৭-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ০৭-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ CAPNFRNDGTL-26, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ২৬-০৯-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬-০৯-২০২৬ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-এপিডিজে-ওএসএন-৫২৮-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে স্টেশনের ভেতরে নির্দিষ্ট স্থানে ৫৮টি স্টেশনের স্থানে নন-ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, সংযুক্ত এলাকার বিবরণ অনুসারে।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০৮-০৯-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

পুরানো পিআরএস বিল্ডিং-এ ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য ই-নিলাম

ই-নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ CAPNFRPRSCANKOJ তারিখঃ 08-09-2026

ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য ই-নিলাম নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনের পুরনো পিআরএস বিল্ডিং-এ ক্যান্টিন পরিচালনার লাইসেন্স। **বায়নার ধনঃ** কেবলমাত্র বিডিং চলাকালীন ই-নিলাম পোর্টালে প্রতিটি দরদাতার অফারের ১০% জমা দিতে হবে। ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংযুক্ত থাকা অবস্থায় দরদাতার এসবিআই কারেন্ট অ্যাকাউন্টের লিয়েন ব্যালেন্স থেকে আর্নেস্ট মানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে নেওয়া হবে।

লট নিলামের শুরুর তারিখঃ ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা। **লট নিলামের সমাপ্তির তারিখঃ** ২৪-০৯-২০২৬ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত পুরনো পিআরএস বিল্ডিং-এ ক্যান্টিন পরিচালনার লাইসেন্সের জন্য ই-অকশন সংক্রান্ত তালিকা ইতিমধ্যেই ০৮-০৯-২০২৬ তারিখে http://www.ireps.gov.in ই-অকশন পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CONTRACTUAL TEACHERS REQUIRED

Banimandir Rly. H.S. School, Siliguri Jn, invites applications from qualified, dedicated and experienced teachers for the post of Music Teacher, Assistant Librarian and Counsellor (Spl. Educator) as Spl. Category Staff for not more than 200 working days. Eligible Candidates possessing requisite qualifications as per C.B.S.E. norms may send their applications with relevant documents and recent photograph in the e-mail within 25.09.2026 :
banimandir.siliguri@gmail.com
Date of Interview :28.09.2026
Consolidated Amount: 18000/- P.M.
Reporting Time:10.00 am
Venue : NJP RLY GIRLS' HIGH SCHOOL, NJP

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-৫৮

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত অধিক বাহনের জন্য পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন।
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স- ৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের মালবাজারে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিশ্রিত)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন পরিসরের প্রবেশপথের ডানদিকে দুই-চাকা, তিন-চাকা এবং চার-চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট।
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-৩৯-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত অধিক বাহনের জন্য মিশ্রিত পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন।
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-এনঅকিউ-এমএক্স-৭-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের (ডিমার্কেশন) এলাকায় তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট।
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিশ্রিত)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের দুবড়ি স্টেশনে মিশ্রিত পার্কিং।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-১০-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায় **এবং বন্ধ হবেঃ** ১১.২০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্য প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিভিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জল যোগান পরিশোধন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/০৩ অফ ২০২৬ (সার্ভিস) তারিখঃ ১৫-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/ডব্লিউ/ কিশনগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধীনে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নিজবাড়ি, চট্টেরহাট, দুমদাঙ্গি, খায়াট হাসিপা, মাগুরজান, গুঞ্জারিয়া, গাইসাল, পাঞ্জিপাড়া, কিশনগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ি রোডে জলযোগান পরিশোধন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন। **টেন্ডার রাশিঃ** ৭৪,৮৮,৫৭৭.১৮/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ১,৪৯,৮০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/জিএসইউ/০৪ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ১৬-০৯-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** মালদা টাউন - ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ হোমিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধার বৃদ্ধি/উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৮,৭৩,৮০২.৭০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৫৭,৫০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ১২-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হয় ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১২-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।

ডেপুটি সিপিএম/জিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
১। ই-টেন্ডার নং.ঃ NB265166A, তারিখঃ 15-09-2026। **আইটেমের বিবরণঃ** কোচে ভিনাইল ফিল্ম লেটারিং-এর যোগান এবং প্রয়োগ। ড্রয়িং নং. আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০২৪, ইএক্সটি সিজিসি-১৭২৮ অল্ট-৫ অনুসারে। এমডিটিএইচ ১৫৬ আরইভি ৬ সংশোধন এমডিও৫১৩১ তারিখ ১৮-১০-২০২১ সহ এই অনুযায়ী এবং আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০১০/সিজি-০৮ অথবা সর্বশেষ, সাথে প্রি-স্পেসার টেপ, মেকঃ ৩ এম লুমিনাস ফিল্ম ৬৯০০ অথবা এভারি ডেনিসনস এভারি এসএফ- ১০০-১২০-এস বেস ফিল্ম। কালার শেড বেং পের্টান অব স্টীকার যোগানের পূর্বে কনসাইনির অনুমোদন থাকতে হবে। কাজের পরিধির বিস্তারিত সংলগ্ন। **পিএল নং.** ৫৬১৬২০২৯৪২১১। **প্রেরক-** এসইই/ সিপিএস/ডিবিডব্লিউএস, এনএফআর (আসাম), **পরিমাণঃ** ২৭৫.০০ সেট। এসএসই/সিপিএস/এনবিকিউ, এনএফআর (আসাম)। **পরিমাণঃ** ২৭৫.০০ সেট। **বায়নার ধনঃ** ৫৫,০০০/- টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবেঃ ১৪-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়।
উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য https://ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. সিএমএম /নিউ বঙাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রিটায়ারিং রুমের উন্নয়ন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-নিলাম

"আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুমের উন্নয়ন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ" সংক্রান্ত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সিএপিএনএফআরআরআরওএমএমএপিডিজে। নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ৩০-০৯-২০২৬ তারিখ ১২:০০ টায়; **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন :** ৩৬৫৩।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এপিডিজে-ডব্লিউআরএল-৫৯-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউস-লাউঞ্জ/ওয়েটিং/ রিটায়ারিং/ ক্লোক রুম)	আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী উপযুক্ত স্থানে নির্ধারিত জায়গায় হালকা জলখাবার বা ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা সহ স্কেচ প্ল্যানে প্রদর্শিত অনুযায়ী 'উন্নয়ন/নবায়ন, পরিচালনা ও হস্তান্তর' ভিত্তিতে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনে পুরানো ভবনে এবং জানাহার (নতুন ভবন) -এর ওপরের একটি কক্ষে থাকার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে এসি ও নন-এসি ডরমিটরি এবং রিটায়ারিং রুমের উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জানাহারের উপরের ঘরটি কনফারেন্স রুম, মিটিং হল কিংবা থাকার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশন পিএফ-০১-এ উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পুরোনো স্টেশন বিল্ডিংয়ের ০২ টি নন এসি ও ০১ টি এসি রিটায়ারিং রুমের সাথে ০১ টি ০৭ শয্যা বিশিষ্ট ডরমিটরি এবং নতুন বিল্ডিংয়ের জনাহারের ওপরের একটি রুম প্রদান করা হবে।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ৩০-০৯-২০২৬ তারিখে ১২:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এসএণ্ডটি সরঞ্জাম ভবনের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭ তারিখঃ ১৬-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** (১) রঙ্গিয়া মণ্ডলে ১০০০০ থেকেও অধিক টিভিইউ সহিত ছটি এলসি গেটের ইন্টারলকিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএণ্ডটি সরঞ্জাম ভবনের নির্মাণ। (২) রঙ্গিয়া মণ্ডলের এনএন-১৪৭ এ ইএলবি সহিত এমএলবির প্রতিস্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত এনএন-১৪৭ এ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারলকড গেটের নির্মাণ। (ডাবল-নিউ বঙ্গাইগাঁও খণ্ড)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৮৩,০১,৫৫৩.৪০/-টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৬৬,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১২-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ টেণ্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেণ্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সরবরাহের জন্য ইওআই

ইওআই বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিএমএস এলপি ২০২৬ অফ ২০২৬, **তারিখ ঃ**১৬-০৯-২০২৬, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, টেন্ডার নং সিএমএসএলপি২০২৬ -এর জন্যে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিডাররা কেবল বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্যে ম্যানুয়াল অফার গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রাপ্ত এমন যেকোনো ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। **টেন্ডারের শিরোনাম:** ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে- ৭৩৬১২৩-এর জন্য ওষুধ, সার্জিক্যাল সামগ্রী, কনজিউমেবল (ল্যাবরেটরি আইটেম, এক্স-রে, ফিল্ম/রিএজেন্ট, ডেন্টাল আইটেম সূচনা, লিগেচর, আইভি সেট ইত্যাদি) সরবরাহ। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১৬,০০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ০৫-১০-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন

সিএমএস, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ধুবড়ী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পিআরএস বিল্ডিংয়ের ১ম তলায় ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য লাইসেন্স

"আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ধুবড়ী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পিআরএস বিল্ডিংয়ের ১ম তলায় ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য লাইসেন্স" সংক্রান্ত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নং:** সি-এপিপিআরএসসিএএনডিবিবি২৬। **নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ২৯-০৯-২০২৬ তারিখ ১২:০০ টায়; **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন :** ১৮২৬;

ক্র.নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-ডিবিবি-এসটিজিইএন-২৮-২৬-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্ট্যাটিক জেনারেল)	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ধুবড়ী রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থিত পুরোনো প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সার্ভিস বিল্ডিংয়ের ১ম তলায় বাজার-ভিত্তিক মূল্যে স্থানীয় খাবার সহ ভেজ ও নন-ভেজ খাবার, হালকা জলখাবার, গরম ও ঠান্ডা পানীয় সরবরাহের জন্য ক্যাফেটেরিয়া এবং ক্যাটারিং পরিষেবা পরিচালনার লাইসেন্স।

নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়: ২৯-০৯-২০২৬ তারিখ ১২:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলির বন্ধের ব্যবধান ঃ ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ঃ ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/ বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৮৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৮৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
Hanuman Ansh
(H)
(Biopic of Baba Neem Karoli)
Show Time : 3:30, 6:30 pm
AC theatre with Dolby Sound

আজ টিভিতে

চাঁদ মেরা দিল (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড, স্টার গোল্ড এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.০০ লভ এক্সপ্রেস, ১০.০০ হিরো, দুপুর ১.১৫ সংগ্রাম, বিকেল ৪.৩০ দেবী, রাত ৯.৩০ কিশমিশ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ মন মানে না, দুপুর ১.৩০ ফাইটার-মারব নয় মরব, বিকেল ৫.০০ ছোট বৌ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অসুর, বেলা ১১.৩০ মায়ের অধিকার, দুপুর ২.২৫ আক্রোশ, বিকেল ৫.০০ জীবন যুদ্ধ, সন্ধে ৭.১০ মঙ্গলদীপ, রাত ১০.২৫ বচ্চন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আক্রোশ, সন্ধে ৭.৩০ বিদ্রোহিণী নারী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ এক টুকরো তারা

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৯ দবং টু, দুপুর ২.০০ সূরয়া দ্য সোলজার, বিকেল ৫.৩০ ডিআর ফিফটি সিক্স, সন্ধে ৭.৩০ থানল, রাত ১০.০২ শিবা দ্য সুপার হিরো টু

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.০২ হাউসফুল ফাইভ, দুপুর ১.১৫ জলি এলএলবি ফাইভ, বিকেল ৪.৫২ কিস কিসকো পেয়ার করুঁ টু, রাত ৮.০০ চাঁদ মেরা দিল, ১০.৪২ ড্রিম গার্ল টু

জি বলিউড : বেলা ১১.০০ নসীব অপনা অপনা, দুপুর ১.৫৯ নসীব, বিকেল ৫.১৮ খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি, রাত ৮.০০ করণ অর্জুন, ১১.৩৩ পুকার

দাদাগিরির মঞ্চে বাংলার সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সাররা।
রাত ৯.৩০ জি বাংলা

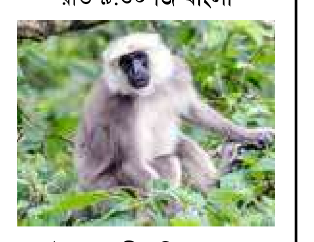

ওয়াইল্ড কাশ্মীর বিকেল ৫.২৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

প্রজাপতি টু (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) বিকেল ৫.০০ জি বাংলা

JOB সত্বর নিয়োগ

সাব-এডিটর
যোগ্যতা- স্নাতক। পরিবর্তনশীল পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন। বাংলায় সাবলীলভাবে লিখতে পারা এবং ইতিবাচক মানসিকতা। অভিজ্ঞদের পাশাপাশি অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন।

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ
যোগ্যতা- স্নাতক। ঝকঝকে, স্মার্ট, মিশুকে। কাজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ।

অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক
যোগ্যতা- বিকম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০।

ubs.torchbearer@gmail.com

আবেদনপত্র পাঠানোর শেষ দিন : ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে বলতে শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। ক্লাসে বা অনলাইনে। বিস্তারিত জানতে ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/123560)

চিকিৎসা
UNICLINIC

■ ড: আশুতোষ কুমার MD. DM (কার্ডিওলজিস্ট ও ইলেকট্রোফিজিওলজিস্ট) আগামী ২৩ শে সেপ্টেম্বর রোগী দেখিবেন। যোগাযোগ - 9054009651. (C/123559)

ভাড়া

■ Need for space long term rent for Banking purpose. Contact :- 9002815555. (C/123561)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' খান। কোয়ালিটি ও গুণমানে সেরা। খেয়ে ভালো না লাগলে ১০০% মূল্য ফেরত! যোগাযোগ : আলিপুরদুয়ার- (9749827856) শিলিগুড়ি (7364855525). (A/K)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/123556)

কিডনি চাই

■ B Negative কিডনী দাতা চাই, সহৃদয় ব্যক্তি সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবকসহ যোগাযোগ করুন, বয়স 30/45 এর মধ্যে। (এম)- 8597584843. (K)

বিক্রয়

■ ফ্ল্যাট বিক্রয় খেলাঘর মোড় হাকিমপাড়া শিলিগুড়ি, 985 sq.ft. 2 BHK, মূল্য 38 লাখ। 8240723402 ব্রোকার যোগাযোগ করবেন না। (C/123857)

■ লাটাগুড়ি বাজার সংলগ্ন একটি পুরোনো বাড়ি ১৮ কাঠা জমি সমেত বিক্রি হবে। ইচ্ছুক ক্রেতা যোগাযোগ করুন। M : 9832358376/7584965949/9830173599. (B/B)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি মেইন রোডের উপর গোমোস্তপাড়ার ৮ কাঠা জমির উপর তিনতলা বাড়ি (চারতলা ফাউন্ডেশন প্লট হিসেবে বিক্রয় হইবে)। M : 9800893510. (C/123159)

■ বামন পাড়ায় পাকা রাস্তার পাশে তিনকাঠা জমির ওপর তিনতলা বাড়ি সত্বর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ - 9647716997. (C/123165)

■ শিলিগুড়ি সুকান্ত নগরে জনকল্যাণ আশ্রমের পিছনে ২০ ফুট রাস্তার পাশে সুন্দর পরিবেশে বাউন্ডারি দেওয়া মিউটেশন করা 3 কাঠা জমি অতি শীঘ্রই বিক্রয় হবে। যোগাযোগ করুন- 9832064349. (C/123560)

■ Ready for sale 2/3 BHK flat, 25L, 28L, 45L, Gokhale Rd By lane (6ft), Slg, 9830506995. (C/123845)

■ 2.5 কাঠা জমি বিক্রয়, দক্ষিণ শান্তিনগর হাউজিং মাঠ, দুর্গা মন্দির নিকটে। দালাল নহে। শিলিগুড়ি (9832256562). (C/123849)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে ১টি ফার্ম হাউজের রেস্টুরেন্ট-এর জন্য ১ জন কুক ও হেলপার চাই। M : 9733066255. (C/123558)

কর্মখালি

■ একজন Tally ERP 9.5/Tally Prime জানা অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। থেকে কাজ করতে হবে। Salary-15 K-20K. M.No - 8907280000. (C/123559)

■ শিলিগুড়িতে রেডিমেড ও থান কাপড়ের দোকানে সেলসম্যান চাই। প্রিন্স টেক্সটাইল, শিলিগুড়ি। M : 9883082047. (C/123848)

■ LPG গ্যাস অফিসের সেফটি সার্ভে কাজের জন্যে ছেলে প্রয়োজন। জেলা : উত্তরবঙ্গ 8337054616/ 6290047510. (K)

■ হোটেলে ম্যানেজার চাই, থাকা ও খাবার সুব্যবস্থা আছে, যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট, বয়স - 25-35, বেতন - 9000/- M : 98325-07779. (C/123868)

■ শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারের জন্য (সকাল ৮টা থেকে ৬:30) পর্যন্ত রান্নার মহিলা চাই। বেতন 10,000/- M : 93391-06037. (C/123556)

■ মুম্বাইতে বাঙালি রিটেল দোকানে সেলসম্যান ও হেল্পার চাই। বেতন 10-16 K, থাকা খাওয়া ফ্রী। 8169557054. (K)

কর্মখালি

■ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে গার্ড প্রয়োজন। বেতন 10,000 টাকা, M : 9046427575, উত্তর দিনাজপুর জেলাতে গার্ড প্রয়োজন। বেতন 10,000 টাকা, M : 9064417137, PF & ESI সুবিধা রয়েছে। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। (C/123560)

■ শিলিগুড়িতে মার্কেটিং এর কাজের জন্য একজন অভিজ্ঞ সেলসম্যান ও একজন অফিস স্টাফ চাই। 9832494825. (C/123560)

■ Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। S : 30,000/-, পর্যন্ত :- 7602846779. (C/123560)

■ শিলিগুড়িতে কৃষিকর্মের কাজ জানা লোক চাই। পরিবার সহ থাকার ব্যবস্থা আছে। মাহিনা আলোচনার মাধ্যমে। মো : 8617817594. (C/122689)

Assay Indian Model School (AIMS)

■ Required Vice- Principal, 3 English A.T (Spoken preferable), Tungidighi, U. Dinajpur, 7363007227, 9733055032. (C/123878)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

৫ দিনের সিআইডি হেপাজতে সুমিত

মেদিনীপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : শালবনি জমি জালিয়াতি মামলায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে শনিবার ফের পাঁচদিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দিল মেদিনীপুর আদালত। ওই মামলায় এদিন বাজেয়াপ্ত পাঁচটি মোবাইল ফোন সহ ধৃত আরও তিনজনকে আদালতে পেশ করে সিআইডি।

আটদিনের সিআইডি হেফাজত শেষে শনিবার কড়া নিরাপত্তায় সুমিতকে আদালতে পেশ করা হয়। সেইসঙ্গে ওই মামলায় ধৃত অমিত ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত ভুঁইয়া এবং নিত্যানন্দ রায়কেও এদিন আদালতে তোলা হয়। চারজনকেই আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর ফের আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে সুমিতকে আরও সাতদিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়েছিল সিআইডি। সরকারি আইনজীবী সৈয়দ নাজিম হাবিব আদালতে জানান, আগের আটদিনের হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুমিতের থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁকে ফের হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে আদালতে দাবি করে তদন্তকারী সংস্থা। একইসঙ্গে অমিত ঘোষ-সহ অন্য ধৃতদের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে আদালতকে জানানো হয়। তবে সিআইডির সাতদিনের আবেদনের পরিবর্তে বিচারক সুমিত সহ চারজনকেই পাঁচদিনের হেফাজতের নির্দেশ দেন।

তদন্তকারীদের দাবি, মামলার তদন্তে ইতিমধ্যেই বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে। ধৃতদের থেকে মোট পাঁচটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও সরকারি আইনজীবীর তরফে আদালতে জানানো হয়। ওই মোবাইল ফোনগুলিতে থাকা তথ্য তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে বলে মনে করছে সিআইডি। সুমিতের আইনজীবী গৌরব বসু এদিন আদালতে জামিনের আবেদন করেন। কিন্তু বিচারক সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এদিন আদালত চত্বরে সুমিতের স্ত্রীকেও দেখা যায়। তবে তাঁর তরফে কোনও আবেদন করা হয়নি।

পুজোর কেনাকাটা। শনিবার গড়িয়াহাটে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

জোরকদমে সংস্কার পূর্ত দপ্তরের

দেবীপক্ষেই রাইটার্সে শুভেন্দু

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : দেবীপক্ষেই ফের মহাকরণে ফিরতে চলেছে রাজ্য প্রশাসন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১০ অক্টোবর মহালয়ার পুণ্য তিথিতে মহাকরণে বসে প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য মন্ত্রীসভার অন্তত ছয়জন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও লালদিঘির পাড়ের এই ঐতিহাসিক ভবনে নিজেদের দপ্তরের দায়িত্ব সামলাতে পারেন।

মহাকরণকে নতুন রূপে ফিরিয়ে দিতে এই মুহূর্তে তৎপরতার সঙ্গে সংস্কারের কাজ চালাচ্ছে পূর্ত দপ্তর। মহালয়ার ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ ৯ অক্টোবরের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষ, রাজ্য প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির নির্মাণ শেষ করে ভবনটি সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

কাজের অগ্রগতি নিয়ে পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার বলেন, 'আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি ৯ অক্টোবরের মধ্যে সংস্কার পর্বের প্রথম ধাপ শেষ করে রাইটার্স আবার সরকারের হাতে তুলে দিতে। আশা করছি এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী, ছ'জন মন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি দপ্তর সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা ঠিক কবে থেকে এখান থেকে প্রশাসনিক কাজ শুরু করবেন, সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সরকার

ও মুখ্যমন্ত্রীর।' ক্ষমতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্য প্রশাসনকে আবার তার ঐতিহ্যবাহী ঠিকানা মহাকরণে ফিরিয়ে আনা হবে। সেই ঘোষণার পর থেকেই বিবাদী বাগ চত্বরে প্রশাসনিক গতিবিধি পুনরুজ্জীবিত করার প্রস্তুতি শুরু হয়। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া রাইটার্সে যাঁদের দপ্তর প্রস্তুত হচ্ছে, সেই তালিকায় রয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, শংকর ঘোষ এবং পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার। এছাড়া ভবনের সংস্কারকাজ চলাকালীনই বর্তমানে সেখানে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই এবং আইন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাসের জন্য নির্ধারিত ঘরের কাজ চলছে। শীর্ষ নেতৃত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে মহাকরণে ফিরলে এই প্রতিমন্ত্রীরাও স্বদপ্তরে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালাতে পারবেন।

২০১৩ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাইটার্স সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশাসনিক কাজ 'নবান্ন'-এ স্থানান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী একাধিক বছর ধরে মহাকরণের সংস্কার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছিল। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে নবান্নের বদলে মহাকরণে ফেরার সিদ্ধান্ত করতেই সংস্কারকাজে অভূতপূর্ব গতি আসে।

দেবীপক্ষের সূচনালগ্নে মুখ্যমন্ত্রী সদলবলে মহাকরণে পা রাখেন কি না, সেদিকেই এখন নজর গোটা রাজ্যের।

শিক্ষকদের ব্রিজ কোর্স

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের ৭ হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে করতে হবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের ব্রিজ কোর্স। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে শিক্ষকদের দাবি মেনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি বুধবার ছয়মাসের এই কোর্সের ঘোষণা করেছেন। ২০১৮ সালে ন্যাশানাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন (এনসিটিই)-র একটি নির্দেশ দিয়ে জানায়, বিএড ট্রেনিংপ্রাপ্ত চাকরিপ্রার্থীদের প্রাথমিকের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে, তবে তাঁদের চাকরি পাওয়ার ২ বছরের মধ্যে একটি ব্রিজ কোর্স শেষ করতে হবে। কিন্তু সমস্যা বাঁধে যখন নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও এনসিটিই সেই কোর্স করাতে ব্যর্থ হয়। যার জেরে দেশজুড়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েন প্রায় ৮০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক। যার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ৩৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষক যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিকে চাকরি পাওয়া সাত হাজার শিক্ষকও। চাকরি হারানোর আশঙ্কায়, দেশব্যাপী সকল বিএড ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।

২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে শীর্ষ আদালত রায় ঘোষণা করে জানায়, এক বছরের মধ্যে এনসিটিই-কে ব্রিজ কোর্সটি করাতে হবে। তবে, তারপরেও কোর্স চালু না হলে ফের আদালতের দ্বারস্থ হন প্রাথমিক শিক্ষকরা। অবশেষে বুধবার এই কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৬৯৪৮ জন শিক্ষক ব্রিজ কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করেছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা প্রদীপ সাহা - কে 03.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66A 34941 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আর্থিক দায়বদ্ধতা সহজ করে দেয় যা আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল। এটি আমার জীবনে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং পরিবারের সকলে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটিকে চিরকাল মনে রাখবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কালিম্পংয়ের কমান্ডোর দেহ উদ্ধার কলকাতায়

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : কলকাতার পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার বা পিটিএস থেকে শনিবার সকালে উদ্ধার হয় দীপক তামাং নামে এক কমান্ডোর ঝুলন্ত দেহ। কালিম্পংয়ের বাসিন্দা দীপক কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীতে সহকারী সাব ইনস্পেকটর (এসআই) পদে কর্মরত ছিলেন। সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে আলিপুরের কমান্ডো ব্যারাকের তিনতলায় শৌচালয় থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করেন বাকি পুলিশ কর্মীরা। এদিন অনেক বেশি সময় ধরে শৌচাগার থেকে বের হননি তিনি। তাই ডাকাডাকি শুরু করেন বাকিরা। এরপর সেখানে গিয়ে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখেন পুলিশ কর্মীরা। দরজা ভেঙে ঢুকে দেখা যায়, শৌচালয়ের পাইপ লাইনের সঙ্গে গামছায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় রয়েছে দীপকের দেহ। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

জানা গিয়েছে, ৪৯ বছরের ওই কমান্ডোর বাড়ি কালিম্পংয়ের সাতমাইলের ২৫ধারি এলাকায়। কর্মসূত্রে আলিপুরের পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের ব্যারাকে থাকতেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় কোনওরকম অস্বাভাবিকতা বা অন্য কেউ জড়িত থাকার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপের জন্যই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সূত্রের খবর, প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর রুজু করবে পুলিশ। ইতিমধ্যেই মৃত পুলিশ আধিকারিকের জামা-কাপড় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি হাবড়া থানার ব্যারাকেও এক পুলিশ আধিকারিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল।

পুজোয় শহরে তসলিমা

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর কলকাতায় আবার ফিরছেন 'মেয়েবেলা'র স্রষ্টা তসলিমা নাসরিন। মহালয়ায় মহাজাতি সদনে এক সংস্থার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ফের তিনি শহরে পা রাখতে চলেছেন। ১২ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতাতেই থাকছেন লেখিকা।

সংশোধনী

শনিবার সাতের পাতায় প্রকাশিত 'পাহাড়ে পার্কিং জোন তৈরির নির্দেশ' শীর্ষক খবরে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ভুল লেখা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

চিকিৎসক-ভোটে নয়া সমীকরণ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) চিকিৎসকদের সংগঠন। কিন্তু রাজনীতির ছোঁয়াচ থেকে কি আর তারা বাদ পড়তে পারে? বিশেষ করে রাজ্যে যখন পালাবদলের হাওয়া, তখন আইএমএ-র বেঙ্গল চ্যাপ্টারের ডিসেম্বরের নির্বাচন ঘিরে রীতিমতো রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গিয়েছে। রবিবার আইএমএ-র রাজ্য কাউন্সিলের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে। আর এই রবিবারের বৈঠকেই ঠিক হয়ে যাবে আগামী নির্বাচনের ঘুঁটি কে কীভাবে সাজাচ্ছেন।

লড়াইটা মূলত 'আদি বিজেপি' বনাম 'নব্য বিজেপি'-র। সবচেয়ে চমকপ্রদ সমীকরণ তৈরি হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ এবং আইএমএ-র বর্তমান রাজ্য সম্পাদক শান্তনু সেনকে ঘিরে। একসময় যিনি তৃণমূলের কট্টর মুখ ছিলেন, সম্প্রতি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পেজ ভরে উঠেছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি-ঘনিষ্ঠ কার্তিক মহারাজের স্তুতিতে। সূত্রের খবর, রবিবারের বৈঠকে শান্তনু সেন তাঁর নিজের অনুগামীদের নিয়েই একটি প্যানেল প্রস্তাব করতে চলেছেন।

কিন্তু বিজেপির পুরোনো দিনের নেতারা কি এত সহজে জমি ছাড়বেন? বিজেপির সিঙ্গুরের বিধায়ক অরূপ কুমার দাস, যিনি একসময় সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠনের নেতা ছিলেন, তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, দলের নির্দেশ পেলে তাঁরা শান্তনু সেনের প্যানেলের বিরুদ্ধেও লড়তে প্রস্তুত। অন্যদিকে, এই রাজনৈতিক অঙ্কে বড় ফ্যাক্টর হতে পারেন সদ্য বিজেপির জাতীয় স্তরে সহসভাপতির দায়িত্ব পাওয়া বিশিষ্ট অঙ্কোলজিস্ট মধুছন্দা কর। শান্তনুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ ভালো। যদিও মধুছন্দার সাফ কথা, 'আগে দেখি রবিবার কাদের নাম প্রস্তাব করা হয়। আইএমএ রাজনীতির ঊর্ধ্বে।' রবিবাসরীয় আড্ডায় যে রাজনীতির পারদ চড়তে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

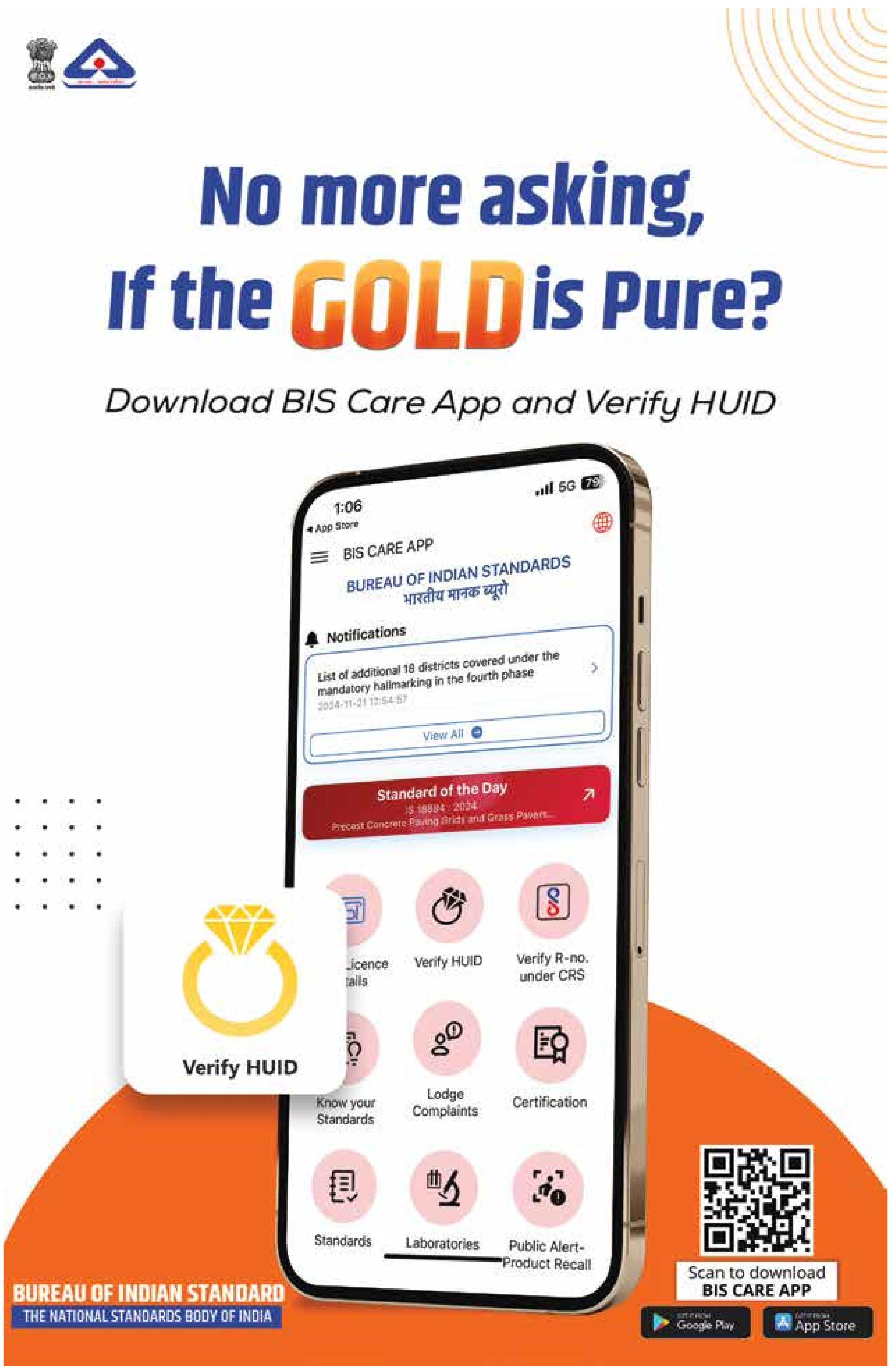

দেশকে মাপব কোন আয়নায়? একটি আয়না দেখায় জিডিপির অঙ্ক, যেখানে ৭.৮ শতাংশের সরকারি হিসাবের পাশে উঠে আসে ২.৬ শতাংশের বিতর্ক। অন্য আয়না দেখায় বাস্তব ভারতকে তার সম্ভাব্য গতিপথের পাশে, 'সিন্থেটিক ভারত'-এর ছায়ায়। একটিতে প্রশ্ন সংখ্যার মাপকাঠি নিয়ে, অন্যটিতে প্রশ্ন অগ্রগতির মানদণ্ড নিয়ে। তাই দেশের উন্নতির হিসাব শুধু কতটা বেড়েছে, সেই অঙ্কে শেষ হয় না। দেখতে হয় কীভাবে সেই অঙ্ক তৈরি হয়েছে, কোথা থেকে সেই যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং যে ভারতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার কতটা কাছে সত্যিই পৌঁছানো গেল।

ছবি : প্রতীকী

কোন অঙ্কে মাপব ভারতকে?

জিডিপি বিতর্কের নেপথ্যে আসল হিসাব

সুজনকুমার দাস

খবরের কাগজের অর্থনীতির পাতাটা সাধারণ মানুষের কাছে বরাবরই একটু খটমটে। সেখানে যখন জিডিপি বা মোট দেশজ উৎপাদনের মতো ভারী ভারী শব্দবন্ধ ঘুরে বেড়ায়, তখন অনেকেই পৃষ্ঠা উলটে অন্য খবরে চোখ বুলিয়ে নেন। কিন্তু মুশকিল হল, এই জিডিপি জিনিসটা কোনও বিমূর্ত ধারণা নয়। এটি আসলে আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতির স্বাস্থ্য মাপার সবচেয়ে বড় থার্মোমিটার। থার্মোমিটারে জ্বর দেখলে যেমন আমরা উদ্বিগ্ন হই, তেমনি জিডিপির পারদ নামলে দেশের মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। সম্প্রতি ২০২৬-'২৭ অর্থ বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের, অর্থাৎ এপ্রিল-জুনের, জিডিপির হিসাব সামনে আসার পর ঠিক তেমনই এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বলা হচ্ছে দেশের অর্থনীতি বেশ ভালো গতিতে এগোচ্ছে, অন্যদিকে একদল দাবি করছেন অর্থনীতি নাকি ধুঁকছে। সাধারণ মানুষ হিসেবে এই সাংঘর্ষিক তথ্যের ভিড়ে আসল সত্যটা বুঝে ওঠাটা সত্যিই খুব মুশকিল।

চলুন, বিতর্কের একেবারে গোড়ার কথায় আসা যাক। সরকারি হিসাব এবং অর্থনীতির মূল ধারা বলছে, চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে দেশের অর্থনীতির আকার, অর্থাৎ চলতি মূল্যে বা নমিনাল জিডিপি বেড়েছে ১০.৩ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতির প্রভাবটুকু বাদ দিলে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির, অর্থাৎ রিয়েল জিডিপির হার দাঁড়াচ্ছে ৭.৮ শতাংশ। সরকারি নতুন সিরিজ অনুযায়ী, ২০২৬–'২৭ অর্থ বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রকৃত জিডিপির পরিমাণ হয়েছে ৮১.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৭৫.৪৬ লক্ষ কোটি টাকা। অন্যদিকে, চলতি মূল্যে জিডিপি হয়েছে ৮৮.২৭ লক্ষ কোটি টাকা, যা আগের বছরের সংশোধিত ৮০ লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় ১০.৩ শতাংশ বেশি।

কিন্তু চমকটা লুকিয়ে আছে অন্য জায়গায়। হঠাৎ করেই কিছু মহলে দাবি উঠতে শুরু করেছে যে, হিসাব নাকি একেবারেই মিলছে না! তাঁদের হিসেবে অনুযায়ী, অর্থনীতির বৃদ্ধির হার নাকি মাত্র ২.৬ শতাংশ। ৭.৮ শতাংশ আর ২.৬ শতাংশ, দুটি সংখ্যার মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এত বড় গরমিল হচ্ছে কোথায়? কেউ কি ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন করছেন, নাকি পুরো বিষয়টাই অঙ্কের কোনও গভীর মারপ্যাঁচ?

বিষয়টা বুঝতে হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা খুব সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরুন, গত বছর আপনি আপনার সন্তানের উচ্চতা মেপেছিলেন 'ইঞ্চি' ফিতে দিয়ে। আর এই বছর তার উচ্চতা মাপলেন 'সেন্টিমিটার'-এর স্কেলে। এখন আপনি যদি সেন্টিমিটারের সংখ্যা থেকে ইঞ্চির সংখ্যাটা সরাসরি বিয়োগ করে বলেন যে আপনার সন্তানের উচ্চতা মাত্র এতটুকু বেড়েছে, তাহলে সেটা যেমন ভুল হবে, জিডিপির এই ২.৬ শতাংশের হিসাবের গল্পও ঠিক তেমনই।

যে কোনও কিছুর বৃদ্ধি মাপার প্রথম শর্তই হল, গতবারের সঙ্গে এবারের তুলনাটা হতে হবে একই মাপকাঠিতে। গত বছরের অর্থনীতির আকার যে পদ্ধতিতে বা যে 'ডেটা সিরিজ' ধরে মাপা হয়েছিল, চলতি বছরের হিসাবটাও ঠিক একই সিরিজে মাপতে হবে। কিন্তু যাঁরা ২.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলছেন, তাঁদের হিসাবের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটাই সামনে এসেছে।

জিডিপি নিয়ে তৈরি হওয়া এই বিভ্রান্তি দূর করতে হলে সবার আগে 'ভিত্তিবর্ষ' বা বেস ইয়ারের বিষয়টা আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খাদ্যাভ্যাস, প্রযুক্তির ব্যবহার ও অর্থনীতির কাঠামো বদলে যায় বলে অর্থনীতিকে নিখুঁতভাবে মাপার জন্য কিছুদিন পরপর জিডিপির এই ভিত্তিবর্ষ হালনাগাদ করতে হয়। এতদিন আমাদের জিডিপি মাপা হত

> জিডিপির ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধির সরকারি হিসাবের পাশে ২.৬ শতাংশের দাবি ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। একই সময়ের অর্থনীতির জন্য এত ভিন্ন দুটি সংখ্যা কী করে সম্ভব? উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে, দুই হিসাবের ক্ষেত্রে মাপকাঠি কি একই। পুরোনো ও নতুন জিডিপি সিরিজের সংখ্যা পাশাপাশি বসালে কীভাবে বিভ্রান্তিকর ফল তৈরি হতে পারে, সেই প্রশ্নই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরি, কিন্তু সেই প্রশ্নও হওয়া দরকার একই মাপকাঠি, নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং সঠিক তুলনার ভিত্তিতে।

২০১১–'১২ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে, যা 'পুরোনো সিরিজ' নামে পরিচিত। এখন বর্তমান অর্থনীতির আরও ভালো চিত্র পেতে সরকার ২০২২–'২৩ সালকে 'নতুন সিরিজ' বা নতুন ভিত্তিবর্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছে। নতুন সিরিজে তথ্যের উৎস, পদ্ধতি এবং বিভিন্ন সূচকেরও পরিবর্তন হয়েছে।

কিন্তু সমালোচকদের ২.৬ শতাংশের হিসাবটি তৈরি হয়েছে পুরোনো ও নতুন সিরিজের সংখ্যা পাশাপাশি বসিয়ে। তাঁরা চলতি বছরের জন্য নতুন সিরিজের ৮৮.২৭ লক্ষ কোটি টাকা নিয়েছেন। কিন্তু গত বছরের হিসাবের ক্ষেত্রে নতুন সিরিজের সংশোধিত ৮০ লক্ষ কোটি টাকার বদলে পুরোনো সিরিজের ৮৬.০৫ লক্ষ কোটি টাকা বসিয়েছেন। পুরোনো মাপকাঠির সঙ্গে নতুন মাপকাঠি জুড়ে দিয়ে তুলনা করার ফলেই চলতি মূল্যে প্রবৃদ্ধির হার অস্বাভাবিকভাবে কমে প্রায় ২.৬ শতাংশ দেখিয়েছে। সোজা কথায়, এই ২.৬ শতাংশের হিসাবটি একই সিরিজের তুলনা নয়। সরকারি ব্যাখ্যাতেও বলা হয়েছে, পুরোনো ২০১১–'১২ সিরিজের ৮৬.০৫ লক্ষ কোটি টাকা এবং নতুন ২০২২-'২৩ সিরিজের ৮৮.২৭ লক্ষ কোটি টাকার সরাসরি তুলনা করা যায় না।

যখন আমরা পরিসংখ্যানের এই সাধারণ নিয়মটা মেনে চলি, অর্থাৎ দুই বছরের জন্যই একই সিরিজের সংখ্যা ব্যবহার করি, তখন আর কোনও বিভ্রান্তি থাকে না। তখন স্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে, প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশ। এটি কোনও মনগড়া সংখ্যা নয়, বরং একই নতুন সিরিজের ভিত্তিতে করা সরকারি হিসাব।

এখন তর্কের খাতিরে যদি আমরা এক মুহূর্তের জন্য ধরেও নিই যে সমালোচকদের কথাই ঠিক এবং অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি মাত্র ২.৬ শতাংশ, তাহলে আমাদের চারপাশের ছবিটা কেমন হত? একটু চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়, এমন কম প্রবৃদ্ধির হার অর্থনীতির গতি মন্থর হওয়ার একটি ছবি তুলে ধরত। শিল্পে উৎপাদন, ব্যবসায় বিনিয়োগ, বাজারে কেনাকাটা এবং কর্মসংস্থানের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়তে পারত। কিন্তু শুধু এই একটি সংখ্যার ভিত্তিতে অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থার চূড়ান্ত বিচার করাও সম্ভব নয়।

বাস্তব চিত্র বুঝতে হলে আমরা যদি জিডিপির এই জটিল সংখ্যার বাইরে বেরিয়ে প্রতিদিনের অর্থনীতির অন্যান্য মাপকাঠিগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে ছবিটা আরও পরিষ্কার হয়। দেশে কর আদায়ের পরিমাণ, পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি সংগ্রহ, শিল্পখাতের উৎপাদন, ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার পরিমাণ বা বিদ্যুৎ ব্যবহারের মতো বিষয়গুলি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি সম্পর্কে বিভিন্ন ইঙ্গিত দেয়। অতি সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংস্থা মুডিজ জানিয়েছে, জি২০ দেশগুলোর মধ্যে সবথেকে বেশি আর্থিক বৃদ্ধি হতে চলেছে ভারতের। আর আয়কর দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে আয়কর সংগ্রহ পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে। সরকারি হিসাবে, চলতি অর্থ বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে বাস্তব জিভিএ (গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড) বৃদ্ধির হারও ৮.২ শতাংশ হয়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের যে কোনও তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ বা গঠনমূলক সমালোচনা হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। অর্থনীতিবিদরা প্রশ্ন করবেন, বিকল্প পথ দেখাবেন, এটাই কাম্য। কিন্তু ভুল পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে একটা সংখ্যাকে সত্যি বলে চালিয়ে দেওয়াটাও সুস্থ সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে না। আবার সরকারি হিসাবকেও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে রাখা যায় না। পরিসংখ্যান কোনও জাদুর কাঠি নয় যে চাইলেই তাকে নিজের মতো করে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। এর নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়ম মেনে চললে দেখা যায়, ২০২৬–'২৭ অর্থ বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে দেশের অর্থনীতি ৭.৮ শতাংশের প্রকৃত বৃদ্ধির হার নথিভুক্ত করেছে।

(লেখক অর্থনীতির অধ্যাপক)

'সিন্থেটিক ভারত' প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবতা

শেখর সাহা

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি ক্ষমতায় আসার সময় ভারতবাসীর সামনে যে স্বপ্নের ছবি তুলে ধরা হয়েছিল, দশ বছর পরে সেই ছবির সঙ্গে বাস্তব ভারতের মিল কতটা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন টেক্সাস টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক কেভিন গ্রিয়ার ও রবিন গ্রিয়ার। তাঁদের গবেষণাপত্র 'প্রমিসেস, প্রমিসেস : গভর্ন্যান্স অ্যান্ড গ্রোথ ইন ইন্ডিয়া আন্ডার মোদি অ্যান্ড দ্য বিজেপি' গত ১২ অগাস্ট সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ নেটওয়ার্ক (এসএসআরএন)-এ প্রকাশিত হয়। গবেষণায় 'সিন্থেটিক ভারত' অর্থাৎ পরিসংখ্যানের সাহায্যে তৈরি সম্ভাব্য ভারতের সঙ্গে ২০১৪ সালের পরের বাস্তব ভারতের অর্থনীতি ও শাসন ব্যবস্থার তুলনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বাস্তবে তার কতটা পূরণ হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

ধরা যাক, পাশাপাশি দুটি গ্রাম, 'ক' এবং 'খ'। দুটি গ্রামই প্রায় একই ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। ভোটের আগে 'ক' গ্রামের মানুষের কাছে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এসে বললেন, আগামী পাঁচ বছরে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যালয় সহ গ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করবেন। 'খ' গ্রামের মানুষকে অন্য দলের প্রতিনিধিরা বললেন, গ্রামের উন্নয়নের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। পাঁচ বছর পর দেখা গেল, প্রথম দলটি বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজের ফল ততটা ভালো হয়নি, অথচ অন্য দলটি তেমন বড় ঘোষণা না দিয়েও গ্রামের উন্নয়নে বেশি কাজ করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'সিন্থেটিক ভারত'-এর ভাবনা বোঝা যায়। শুধুই ভোটের প্রতিশ্রুতির দিকে না তাকিয়ে, বাস্তবে একটি সরকার কতটা কাজ করেছে, তা তুলনা করে দেখার চেষ্টা।

একই রকম জমি নিয়ে চাষ করছেন দুই কৃষক। প্রথম কৃষক ঘোষণা করলেন, এবার তিনি আগের চেয়ে দ্বিগুণ ফসল ফলাবেন। দ্বিতীয় কৃষক কোনও বড় ঘোষণা করলেন না। বছর শেষে দেখা গেল, প্রথম কৃষকের ফলন ২০ শতাংশ বেড়েছে, দ্বিতীয় কৃষকের ৩০ শতাংশ। প্রথম কৃষক বলতেই পারেন, তাঁর ফলন তো বেড়েছে। কথাটি সত্যি। কিন্তু প্রশ্ন উঠবেই, দ্বিগুণ ফলনের প্রতিশ্রুতির তুলনায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধিকে কীভাবে সাফল্য বলা হবে? এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য, উন্নতি হওয়া এক কথা, আর নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতির তুলনায় উন্নতি হওয়া আরেক কথা।

২০১৪ সালের পর ভারতের অর্থনীতি ও গণতন্ত্রে যে পরিবর্তন এসেছে, তার কতটা মোদি সরকারের নীতির কারণে আর কতটা সময়ের স্বাভাবিক প্রভাব, তা আলাদা করে বোঝা কঠিন। তাই গ্রিয়ার ও গ্রিয়ার ১৯৮৪ থেকে ২০১৩ সালের তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে মিল থাকা কয়েকটি দেশের তথ্য নিয়ে একটি 'সিন্থেটিক ভারত' তৈরি করেন। ২০১৪ সালের পর বাস্তব ভারতের সঙ্গে এই সম্ভাব্য ভারতের পার্থক্য দেখেই তাঁরা পরিবর্তনের মাত্রা বোঝার চেষ্টা করেছেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইথিওপিয়া, চিন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ফিলিপিন্সের তথ্য নেওয়া হয়েছে। তুলনায় ইথিওপিয়ার অংশ ৩৮ শতাংশ, চিনের ২৮ শতাংশ, বাংলাদেশের ২৫ শতাংশ, পাকিস্তানের ৭ শতাংশ এবং ফিলিপিন্সের ২ শতাংশ। গবেষকদের যুক্তি, ১৯৮৪ থেকে ২০১৩ সময়ে দেশগুলির এই মিশ্রণ ভারতের মাথাপিছু আয়ের গতিপথকে খুব কাছাকাছি অনুসরণ করেছিল।

> 'সিন্থেটিক ভারত' নামে পরিসংখ্যানগতভাবে তৈরি একটি সম্ভাব্য ভারতের সঙ্গে ২০১৪ সালের পরের বাস্তব ভারতের অর্থনীতি ও শাসন ব্যবস্থার তুলনা করেছেন দুই গবেষক। মাথাপিছু আয় এবং গণতন্ত্র ও শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন সূচক নিয়ে তাঁদের বিশ্লেষণ। গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে সরকারি মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, গবেষকরাও তার জবাব দিয়েছেন। বিতর্কের মধ্যেও গবেষণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আনে, বাস্তব অগ্রগতির পাশাপাশি পূর্ববর্তী গতিপথ, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং সম্ভাব্য ফলের তুলনাও কি দেশের উন্নতি বোঝার ক্ষেত্রে জরুরি নয়? এই প্রশ্নই গবেষণাটিকে রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরে পরিসংখ্যানগত আলোচনায় আনে।

তবে গণতন্ত্র ও শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একই দেশ ব্যবহার করা হয়নি। চিনের মতো একদলীয় রাষ্ট্রকে ভারতের গণতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা অর্থহীন। তাই এই অংশে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, কলম্বিয়া, পেরু, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স ও শ্রীলঙ্কার মতো গণতান্ত্রিক দেশকে তুলনার ভিত্তি করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ভোটে নরেন্দ্র মোদির প্রচারের অন্যতম প্রধান স্লোগান ছিল 'অচ্ছে দিন আনেওয়ালে হ্যায়'। এর সঙ্গে ছিল উন্নয়ন ও 'ন্যূনতম সরকার, সর্বোচ্চ শাসন'-এর প্রতিশ্রুতি।

তাই গবেষকদের মূল প্রশ্ন ছিল, মোদি সরকার কি শুধু ভারতকে এগিয়ে দিয়েছে, নাকি ২০১৪ সালের আগের সম্ভাব্য গতিপথের তুলনায় আরও বেশি এগিয়ে দিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তাঁরা তৈরি করেছেন 'সিন্থেটিক ভারত'। গবেষণায় গণতন্ত্র ও শাসন ব্যবস্থার ১০টি সূচক দেখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নির্বাচনি ও উদার গণতন্ত্র, আইনসভা ও বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, আইনের সমতা, দুর্নীতি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। গবেষকদের হিসাবে ১০টি সূচকেই বাস্তব ভারতের অবস্থান সিন্থেটিক ভারতের তুলনায় খারাপ হয়েছে। নির্বাচনি গণতন্ত্রে ব্যবধান প্রায় ৬০ শতাংশ, উদার গণতন্ত্রে ৬৯ শতাংশ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় ৫৬ শতাংশ এবং সংগঠনের স্বাধীনতায় প্রায় ৩০ শতাংশ। ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও অবনতির কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক দুর্নীতির ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রবণতার কথা গবেষণায় উঠে এসেছে। তবে এগুলি সরাসরি মানুষের সংখ্যা বা ভোটের হিসাব নয়। আন্তর্জাতিক গবেষণা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে তৈরি সূচক দিয়ে এই পরিবর্তনগুলি মাপা হয়েছে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গবেষণাটি বিশেষভাবে ভি-ডেমের তথ্য ব্যবহার করেছে।

গবেষণার দ্বিতীয় বড় প্রশ্ন ছিল অর্থনীতি। ২০১৪ সালের পর ভারতের অর্থনীতি বেড়েছে, এ কথা গবেষকেরা অস্বীকার করেননি। তাঁদের প্রশ্ন ছিল, এই বৃদ্ধি কি মোদি-পূর্ব ভারতের সম্ভাব্য গতিপথের চেয়েও বেশি? তাঁদের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাস্তব ভারত ও 'সিন্থেটিক ভারত'-এর মাথাপিছু আয় প্রায় একই পথে এগিয়েছে। কিন্তু ২০১৪ সালের পর দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হয়। ২০২৩ সালের দিকে এসে বাস্তব ভারতের মাথাপিছু আয় সম্ভাব্য ভারতের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কম, অর্থাৎ প্রায় ১,০০০ ডলার কম বলে গবেষণায় দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য, মোদি আমলে ভারত এগোয়নি, এমন নয়। বরং প্রশ্ন হল, আগের গতিপথ বজায় থাকলে ভারত কি আরও বেশি এগোতে পারত?

গবেষণাটি প্রকাশের পর সরকারি মহল থেকে এর পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সিনিয়ার উপদেষ্টা কাঞ্চন গুপ্তের আপত্তি, মাত্র পাঁচটি দেশের তথ্য দিয়ে তৈরি 'সিন্থেটিক ভারত' বাস্তব ভারতের যথাযথ প্রতিচ্ছবি নয়। দেশ বাছাই ও ব্যবহৃত তথ্য নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, অন্য তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করলে ফল ভিন্ন হতে পারে। গ্রিয়ার ও গ্রিয়ার অবশ্য এই সমালোচনা মানেননি। তাঁদের বক্তব্য, দেশগুলি ইচ্ছেমতো বেছে নেওয়া হয়নি; গবেষণার নিয়ম মেনেই তুলনাযোগ্য দেশ নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁদের মতে, বেশি দেশ নিলেই ফল ভালো হয় না, ভুল দেশ বেছে নিলে বরং গবেষণার পক্ষপাত বাড়তে পারে।

'প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতি' গবেষণায় 'সিন্থেটিক ভারত' আসলে একটি পরিসংখ্যানগত আয়না। সেই আয়নায় দেখা ছবিটি নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। আয়নাটি কতটা নিখুঁত, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এই আয়না সামনে এনে গবেষকরা অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন, ২০১৪ সালের আগের ভারতের তুলনায় আমরা কতটা এগিয়েছি, আর যে উন্নত ভারতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে?

সিন্থেটিক ভারত আসল ভারত নয়, কিন্তু একে নিছক কাল্পনিক বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ সরকারকে বিচার করার দুটি পথ আছে, আগের চেয়ে দেশ কতটা এগিয়েছে এবং দেওয়া প্রতিশ্রুতির তুলনায় কতটা এগিয়েছে। উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান, আয়বৈষম্য, গণতন্ত্র, প্রতিষ্ঠান, নাগরিক স্বাধীনতা এবং অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির হিসাবও তাই জরুরি। শেষপর্যন্ত এই হিসাবের উত্তর দেবে সময়, তথ্য ও ইতিহাস। আর 'সিন্থেটিক ভারত' সেই হিসাবের খাতায় থাকা একটি বিকল্প আয়না, যা নীরবে শুধু প্রশ্ন করে, ভারত এগিয়েছে, ঠিকই; কিন্তু যে ভারতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আমরা কি সত্যিই সেখানে পৌঁছেছি?

(লেখক অক্ষর ও সমাজ কর্মী।)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুরোনো লোগোর কার্ড নিয়ে ধোঁয়াশা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : লোগো বিভ্রাটে বিভ্রান্তি। স্কুলের পড়ুয়াদের হলিস্টিক প্রগ্রেস রিপোর্ট কার্ডের সফট কপি (অনলাইন) ও হার্ড কপির (অফলাইন) লোগো আর এক নেই। আর তার জেরেই পুরোনো লোগো লাগানো রিপোর্টগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। তৃণমূল সরকারের আমলে স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের তথ্য এই রিপোর্ট কার্ডে লিখে রাখা হত। যা দেখে সহজেই পড়ুয়া সম্পর্কে জানা যায়। এমনকি এটি থাকলে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ভর্তি হলেও পড়ুয়াটি কেমন, তা বুঝতে শিক্ষকদের অসুবিধা হবে না। কিন্তু রাজ্য সরকারের পালাবদলের পর বিশ্ব বাংলা লোগো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্কুলের বাংলার শিক্ষা পোর্টালের পরিবর্তে এখন হলিস্টিকের রিপোর্টের তথ্য ইউডাইস প্লাস পোর্টালে তোলা হচ্ছে। সেখানে পুরোনো লোগো নেই। সেক্ষেত্রে রিপোর্টের হার্ড কপিগুলির কী হবে, তা নিয়ে এখনও শিক্ষা দপ্তরের তরফে স্পষ্ট কোনও নির্দেশিকা আসেনি। যার ফলে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। জানা গিয়েছে, এর জেরে অনেক স্কুল এখন হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে লেখা বন্ধ রেখেছে।

হলিস্টিক প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে নেই নির্দেশিকা

এ নিয়ে দোলাচল তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের মধ্যেও। শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্র দেব বললেন, 'হলিস্টিক প্রগ্রেস রিপোর্ট কার্ড নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও নির্দেশিকা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের তরফে দেওয়া হয়নি। এমনকি স্কুলে প্রয়োজনের থেকে কম হলিস্টিক প্রগ্রেস রিপোর্ট কার্ড রয়েছে।' এই কার্ড আগামীতে থাকবে কি না, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা পেলে সুবিধা হবে বলে জানান নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরাও। তিনি বলেন, 'শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে এখন আমাদের অনলাইনে অনেক শিক্ষামূলক ক্লাস করতে হচ্ছে। তবে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড নিয়ে কিছু জানানো হয়নি।'

প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের এই হলিস্টিক প্রগ্রেস রিপোর্ট কার্ড থাকার নিয়ম রয়েছে। পুজোর ছুটির পর বার্ষিক পরীক্ষা। এক পড়ুয়া কোনও এক স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় পড়ুয়াদের অভিভাবকের হাতে স্কুলের তরফে ওই কার্ড তুলে দেওয়া হয়, যাতে অন্য স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় তা জমা দিতে পারেন তাঁরা। কিন্তু এখনও কোনও নির্দেশিকা না আসায় এবার এই কার্ড আদৌ পড়ুয়াদের দিতে হবে কি না, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। যদিও সরকার বদলের পর বেশিরভাগ স্কুলেই প্রয়োজন অনুযায়ী কার্ড দেওয়া হয়নি। অরবিন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় পাল বলেন, 'এখনও কোনও নির্দেশিকা না পাওয়ায় আমরা দ্বিতীয় সামেটিভ পর্যন্ত পড়ুয়াদের তথ্য হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে এন্ট্রি করেছি। তবে কার্ড পর্যাপ্ত না থাকায় অনেক পড়ুয়া কার্ড পায়নি।' জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তরুণকুমার সরকার জানান, আগামীতে এই কার্ড কার্যকর থাকবে কি না, তা শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা এলে বোঝা যাবে।

গালের মাংস খুবলে নিল কুকুর

ওদলাবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ওদলাবাড়ি শান্তি কলোনিতে বাড়ির উঠানে খেলা করছিল বছর আটের নাবালক সুজিত ওরাওঁ। হঠাৎ একটি কুকুর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। কামড় দিয়ে গালের একদিকের মাংস খুবলে নেয়। সুজিতের চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্য সহ প্রতিবেশীরা এসে দেখেন কিশোরের মুখের ওই অংশ থেকে অনর্গল রক্ত বের হচ্ছে। শনিবার হাসপাতালের বেডে শুয়েও তার চোখেমুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট।

তৃণমূল কাউন্সিলারদের কাঠগড়ায় বিজেপি সমর্থকরা

বাড়িতে হামলা-গুলি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মাঝরাতে বাড়িতে হামলা। তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলারদের বাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল মারা হল। রাস্তায় আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে শূন্যে গুলি চালানোর অভিযোগও উঠেছে। সঙ্গে ছিল পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে গেলে প্রাণনাশের হুঁশিয়ারি। শুক্রবার মাঝরাত থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত এই ঘটনায় ভয়, আতঙ্ক এবং নিরাপত্তাহীনতায় বোর্ড গঠনের জন্য পুরসভায় গেলেন না মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলাররা। হামলাকারীদের কয়েকজন বিজেপির কর্মী-সমর্থক বলে অভিযোগ তৃণমূলের। এই ঘটনায় চার তৃণমূল কাউন্সিলার কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁদের অভিযোগে বিজেপি কর্মী-সমর্থক অলিখ দত্ত, রাজকমল সাহা এবং কৃষ্ণ দাসের নাম রয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

ঘটনার বিষয়ে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম শ্রীনিবাসন বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি প্রাথমিক তদন্ত করেছে। তদন্তে কিছু উঠে এলে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।' হাইকোর্ট জলপাইগুড়ি পুরসভায় প্রশাসক বসানোর সরকারি নির্দেশ বাতিল করে নির্বাচিত বোর্ডকে ফের কাজের সুযোগ দেওয়ার পর তৃণমূল কাউন্সিলাররা বোর্ড গঠনের প্রস্তুতি শুরু করেন। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শনিবার দুপুর ১২টায় পুরসভার মিটিং হলে বোর্ড গঠনের

- বোর্ড গঠনের আগে তৃণমূল কাউন্সিলারদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে
- গুলি চালানো ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের
- নিরাপত্তাহীনতার কারণে পুরসভায় গিয়ে বোর্ড গঠনের বৈঠক করেননি কাউন্সিলাররা

জন্য তৃণমূল কাউন্সিলারদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার দু'দিন আগে প্রশাসনের তরফে মিটিং বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ উপেক্ষা করেই কাউন্সিলাররা মিটিং করার সিদ্ধান্ত নেন। তার আগেই রাতভর একাধিক কাউন্সিলারের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, গভীর রাতে মুখে কাপড় বাঁধা কয়েকজন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার উত্তম বসুর বাড়ির গ্রিলের গেট ধাক্কাধাক্কি করছে। উত্তম বলেন, 'রাত দেড়টা নাগাদ প্রথমে বাড়ির সামনে এসে আমার নাম ধরে ডাকা হয়। এরপর আমাকে এবং আমার পরিবারকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং শনিবার বোর্ড মিটিংয়ে উপস্থিত থাকলে প্রাণনাশের পর্যন্ত হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। আমি বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখতে পেয়েছি যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন অলিখ দত্ত, রাজকমল সাহা এবং কৃষ্ণ দাস যাঁদের আমি চিনতে পেরেছি। বিজেপি কর্মী হিসেবে তাঁরা পরিচিত।'

অপর একটি ফুটেজে দেখা যায়, রাত সাড়ে ৩টে নাগাদ ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে কয়েকটি বাইক নিয়ে সাত-আটজনের একটি দল জড়ো হয়। তাদের মুখ কাপড়ে ঢাকা ছিল। বাড়ির জানলা লক্ষ্য করে ঢিল মারতেই ঘুম থেকে জেগে ওঠেন তপনের স্ত্রী সংগীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমি দোতলার বারান্দায় বের হতেই আমার স্বামীর নাম করে জানতে চাওয়া হয় উনি কোথায়। উনি বাড়ি নেই বলে আমি জানাই। তখন প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। আমার স্বামী যেন পুর বোর্ড গঠনের মিটিংয়ে কোনও অবস্থাতেই না যান বলেও হুকুম দেওয়া হয়। এরপরেই আমার চোখের সামনে একজন কোমর থেকে পিস্তল বের করে শূন্যে দুইবার গুলি ছোড়ে।' শূন্যে গুলি ছুড়ে ভয় দেখানোর ঘটনার অভিযোগ করেছেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লোপামুদ্রা অধিকারী। ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নীলম শর্মার বাড়িতে গিয়েও ভয় দেখানো এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাতভর আমার বাড়ি সহ বিভিন্ন কাউন্সিলারের বাড়িতে হামলা এবং গুলি চালানোর ঘটনার জেরে স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তার অভাব বোধ করি। পুলিশকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। তবে যেভাবে আমাদের বোর্ড গঠনে বাধা দেওয়া হল সেটা এক প্রকার গণতন্ত্রকে হত্যা করা।' বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বললেন, 'তৃণমূলের যে কাউন্সিলাররা আজ সারাদিন নাটক করলেন, তাঁরা আমাদের ভদ্রতাকে যেন দুর্বলতা ভেবে না বসেন। আমাদের কেউ গুলি কাণ্ডে যুক্ত নয়। এই কাউন্সিলাররাও দুর্নীতিগ্রস্ত।'

অনুশীলনে ব্যস্ত... কোচবিহার খারিজা কাকড়িবাড়ি মাঠে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

দগ্ধ তরুণীর চিকিৎসায় সাহায্যপ্রার্থী বাবা

গ্রেপ্তার ৪, বন্ধ সিটিংয়ের হোমস্টে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : তরুণীর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনায় সিটিংয়ের হোমস্টের মালিক সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার কার্সিয়াং থানার পুলিশ ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আপাতত হোমস্টেটিকে অস্থায়ীভাবে বন্ধ করা হলেও সেটি সিল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের এই পদক্ষেপের পর নিকিতা সাহা নামে ওই তরুণীর বাবা নির্মল সাহা বলেছেন, 'দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই।' মেয়েকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতে তিনি সরকারি সহযোগিতাও চেয়েছেন। শনিবার নার্সিংহোমে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'শরীরের ৬০ শতাংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। চিকিৎসকরা শরীরে সংক্রমণের ভয় পাচ্ছেন।' তাঁর কথায়, 'আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। রাজ্য সরকার যদি মেয়েকে কলকাতার এসএসকেএমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, তাহলে মেয়ে হয়তো দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।'

গত ১৩ সেপ্টেম্বর কার্সিয়াং মহকুমার সিটিং ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসমহলের একটি হোমস্টেতে চিকেন বারবিকিউ তৈরির সময় অগ্নিদগ্ধ হন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা নিকিতা। বর্তমানে কাওয়াখালির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ওই তরুণী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

- ১৩ সেপ্টেম্বর সিটিংয়ের একটি হোমস্টেতে চিকেন বারবিকিউ তৈরির সময় অগ্নিদগ্ধ হন নিকিতা
- বর্তমানে কাওয়াখালির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ওই তরুণী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন
- সেই ঘটনায় শনিবার পুলিশ হোমস্টের মালিক সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে

অভিযোগ, ওই হোমস্টেতে কোনও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। বারবিকিউতে প্রতিদিন চিকেন রোস্ট করা হলেও এটি ব্যবহারের কোনও নিয়মও মানা হয়নি। অগ্নিদগ্ধ তরুণীর স্বামী সৌভিক দাস বলছেন, 'ঘটনার পরে হোমস্টে কর্তৃপক্ষের তরফে আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য কোনও সহযোগিতা করা হয়নি। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা হলেও সেই গাড়ি আসতে অনেকটাই সময় নষ্ট হয়েছে।' সৌভিক ওই হোমস্টের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন।

এই ঘটনার অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই কার্সিয়াং থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের কাছে ঘটনার খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরপরেই শনিবার সকালে পুলিশ হোমস্টের মালিক নেহাল আইরান, ম্যানেজার দীপেন লামা, সেখানকার কর্মী পবন আগরওয়াল এবং নাসিরুদ্দিন নামে এক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, চোপড়ার বাসিন্দা এই নাসিরুদ্দিনই ঘটনার সময় বারবিকিউতে তরল জ্বালানি ঢালছিলেন। সেই সময় দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলে তরুণী গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হন।

কার্সিয়াং থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত চারজনকে শনিবার কার্সিয়াং মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ আটকে দিলেন গ্রামবাসী

ইসলামপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ। ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলঞ্চা এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ আটকে দিলেন স্থানীয়রা। শনিবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বলঞ্চায় প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় এক বছর আগে ওই কাজের ওয়ার্কঅর্ডার হয়। তবে কাজ শুরু হয়েছে প্রায় দেড় মাস আগে। কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় এলাকার বাসিন্দারা নির্মাণকাজ নিয়ে অভিযোগ তোলেন। আর এদিন প্রায় ৫০ জন বাসিন্দা পুরোপুরি কাজ বন্ধ করে দেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি অনেক নীচু করে তৈরি করা হচ্ছে। ফলে বর্ষার সময় ওই কেন্দ্রে জল ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে। দোতলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু নিয়ম মেনে ঢালাইয়ের কাজ হয়নি বলেও অভিযোগ। যদিও এ বিষয়ে বেসরকারি ঠিকাদার সংস্থা কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

ইসলামপুরের বিএমওএইচ মাশরুর আলি নাইয়া বলেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ নিয়ে এমন হলে সমস্যা হবে। আমি বিডিও এবং আইসিকে চিঠি দেব।' ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ আটকে দিয়েছেন স্থানীয়রা। বিষয়টি জানতে পেরেছি। দেখছি কীভাবে কাজ শুরু করা যায়।'

বলঞ্চার বাসিন্দা নুরউদ্দিন বলেন, 'আমাদের এলাকায় কাজ হচ্ছে। কাজ বুঝে নেওয়ার অধিকার আমাদেরও আছে। কিন্তু খারাপ কাজ আমরা হতে দেব না।' একই বক্তব্য হাবুল আলমের।

গোরু উধাও

চোপড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দনিডাঙ্গা গ্রামে শুক্রবার গভীর রাতে চারটি গোরু চুরির অভিযোগ উঠল। শনিবার সকালে গোয়াল থেকে গোরু উধাও দেখে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এর মধ্যে ভীমকুমার পালের একটি গোরু পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর দাবি, 'আমার একটি এবং দাদার তিনটি গোরু নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা।' এ ব্যাপারে এদিন চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গাছের ডালে একটু জিরিয়ে নেওয়া।। শিলিগুড়িতে দীপেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

ভগ্ন আবাসন নিয়ে শঙ্কা রেল কলোনিতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : চারপাশ ঢেকেছে বিষাক্ত আগাছায়। বিপজ্জনকভাবে ভেঙে পড়েছে কার্নিশ। যত্রতত্র ফাটল নিয়ে যেন কোনওমতে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একের পর এক রেল আবাসন। শহরের বুক চিরে থাকা বিভিন্ন রেল কলোনির সার্বিক ছবিটা এখন এমনই চরম উদ্বেগের। যে কোনও মুহূর্তে মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা আর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন আবাসিকরা। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের ছিটেফোঁটাও নেই। অভিযোগ জানালেও নির্বিকার রেল কর্তৃপক্ষ।

শহরের ওল্ড মাটিগাড়া রোড সংলগ্ন নিউ কলোনিতে ঢুকতেই নজরে পড়ে জরাজীর্ণ আবাসন। বাসিন্দা অজয় দাসের ক্ষোভ, 'মাঝেমধ্যেই ওপর থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে। আমাদের সঙ্গে আবাসনে আরেকটি পরিবার কোনওমতে টিকে রয়েছে। বাকিরা বিপদের ভয়ে ঘর ছেড়েছেন। এভাবে প্রাণ হাতে নিয়ে থাকা অসম্ভব, আমরাও অন্যত্র ভাড়াবাড়ি খুঁজছি।' একটু এগোতেই দেখা মেলে স্যাঁতসেঁতে একটি কোয়ার্টারের। জানলা দিয়ে আলো জ্বলতে দেখে ডাকাডাকি করতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মণীশ মাহাতো। ঘরের জল চুইয়ে পড়া দেওয়াল দেখিয়ে তিনি বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার এমন চরম পরিস্থিতি নিয়ে জানিয়েছি। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।' আরেক আবাসিক মানস রায়ের ক্ষোভ, 'আলোর বালাই নেই। মশার উপদ্রবে টেকা দায়। বাচ্চাদের বাইরে খেলতে বারণ করি, চোট পেলে কে দেখবে?' ভয়, অন্যদিকে চোর ও নেশাড়ুদের তাণ্ডব। আতঙ্কে দিন কাটছে।' সম্প্রতি ডিজেল কলোনির একটি আবাসন থেকে চাঙড় খসে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন বিজন রায়। তাঁর কথায়, 'কয়েক মুহূর্ত এদিক-ওদিক হলেই চাঙড় গায়ে পড়ত। ভাড়াবাড়ি না নিলে বাঁচব না।' আবাসিক বিনোদ

ঝোপঝাড়ে ঢাকা রেলের আবাসন। -সংবাদচিত্র

মহানন্দা কলোনির অবস্থাও তথৈবচ। নিয়মিত মেরামতির অভাবে বহু পরিত্যক্ত কোয়ার্টার এখন সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য। স্থানীয় আবাসিক বিশাল দাসের বক্তব্য, 'কোয়ার্টারগুলো এখন নেশাড়ুদের প্রকাশ্য আড্ডা। এলাকায় চুরির দৌরাত্ম্য লাফিয়ে বেড়েছে। একদিকে মাথার ওপর সিমেন্টের চাঙড় পড়ার রায়ের দাবি, 'কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত প্রতিটি কোয়ার্টার খতিয়ে দেখে সংস্কার করা। নইলে বড় ধরনের প্রাণহানি অনিবার্য।'

রেল কলোনির এই বেহাল দশা নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মাকে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি।

হাতির হানা ঠেকাতে দড়িতে প্লাস্টিক-জুজু

বানারহাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্সের জঙ্গল লাগোয়া বানারহাটের গ্রামগুলিতে সূর্য ডুবতে না ডুবতেই জঙ্গল থেকে লোকালয়ের দিকে নামতে শুরু করে হাতির পাল। কখনও ধানখেতে নষ্ট করে, কখনও বসতবাড়িতে হানা দেয়। বানারহাট ব্লকের তোতাপাড়া, মঙ্গলকাটা, চানাডিপা, দুরামারি ও মোরাঘাট জঙ্গল সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় হাতির আনাগোনা এখন নিত্যদিনের দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্য শালবাড়ির বাসিন্দা খাইরুল হক বলেন, 'কোনও কোনও দিন ১০-১২টি হাতির পাল লোকালয়ে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হলেও অনেক সময় দ্রুত কর্মীদের দেখা পাওয়া যায় না।'

এই পরিস্থিতিতেই হাতি ঠেকাতে স্থানীয়দের নতুন উদ্যোগ। দড়ির মধ্যে একাধিক প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ঝুলিয়ে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা। রাস্তা বা লোকালয়ে ঢোকার প্রবেশপথের পাশে দড়ি টাঙিয়ে তাতে প্লাস্টিক ঝোলানো হচ্ছে। বাতাসে ক্যারিব্যাগগুলি নড়লে শব্দ ও দৃশ্যমান নড়াচড়া তৈরি হচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবি, সেই শব্দ ও নড়াচড়া দেখে অনেক সময় হাতির পাল সতর্ক হয়ে যায়। তারপর লোকালয়ের দিকে না এগিয়ে সেগুলি অন্যদিকে চলে যায়।

রাজ্যপালের প্রতিশ্রুতি অধরা

শিক্ষাকেন্দ্রেই ভর্তি ছেলেকে

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্যপালের প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করে ছেলেকে ভর্তি করেছিলেন ভালো স্কুলে। প্রায় দু'বছর পর সেই ছেলেকেই ফের মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করাতে হয়েছে দিনমজুর সমিরুল ইসলামকে। মাসে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পড়াশোনার খরচ চালানো সম্ভব নয়। তাই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন জানাবেন সমিরুল।

২০২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগছে মাটিচাপা পড়ে চার শিশুর মৃত্যু হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি এলাকায় গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। চারটি পরিবারকে এক লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণার পাশাপাশি সমিরুলের দাবি, তাঁর এক ছেলের পড়াশোনার জন্য মাসে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন রাজ্যপাল।

সমিরুলের কথায়, 'তৎকালীন রাজ্যপাল আমার বাড়িতে এসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে পড়াশোনার খরচের ব্যাপারে বলেছিলেন। সেই আশাতেই রামগঞ্জের একটি বেসরকারি স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করেছিলাম।' তাঁর দাবি, মার্চে ক্ষতিপূরণের টাকা মিললেও পড়াশোনার খরচের প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। প্রায় দেড় মাস আগে ছেলেকে ওই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করিয়েছেন। স্কুলের খরচের রসিদ দেওয়ার পরেও লোকভবনে বারবার যোগাযোগ করে কোনও সাড়া মেলেনি বলে অভিযোগ তাঁর। সমিরুলের কথায়, 'আমাদের মতো দিনমজুর পরিবার থেকে ছেলেকে বাইরে রেখে মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত ছেলেকে ফিরিয়ে এনে পাশের গ্রামের শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করেছি।'

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলেন, 'ওই সময় রাজ্যপাল চারটি পরিবারের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানিয়েছিলেন। ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি একজনের মেয়ে এবং আর একজনের ছেলের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার কথাও বলেছিলেন।'

চার শিশুর পরিবারের আর এক অভিভাবক ভোলা মহম্মদ জানান, তাঁর মেয়ে লায়লা বানু লুকোচুরি খেলতে গিয়ে দাদা তালেবকে মাটিচাপা পড়তে দেখে ভয় না পেয়ে বাড়িতে খবর দিয়েছিল। তার সাহসিকতা ও উপস্থিত

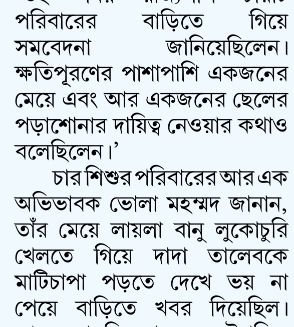

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সমিরুল ইসলাম। -সংবাদচিত্র

বুদ্ধির স্বীকৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে তাকে বীরাঙ্গনা পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ভোলার দাবি, রাজ্যপালের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেলে মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে তাঁরাও কোনও সহায়তা পাননি।

এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, 'তৎকালীন রাজ্যপাল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ক্ষতিপূরণের টাকা পরিবার পেয়েছে। তবে পড়াশোনার খরচ বহনের বিষয়ে পরে কোনও অর্থ দেওয়া হয়েছিল কি না, তা আমার জানা নেই।'

বাড়ল উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী, বেশি ছাত্রীরা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : সংখ্যার নিরিখে দুই জেলায় উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্রদের টেক্কা দিল ছাত্রীরা। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে চলতি বছরের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা। এ বছর শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ হাজার ২১২। যার মধ্যে ছাত্র রয়েছে ৪৩৭৬ জন এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ৫৮৩৬। ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। এছাড়া গতবছরের থেকেও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। গতবছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯১৭৮। এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০৩৪ বেশি। শুধু শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা নয়, কালিম্পং জেলাতেও ছাত্রী সংখ্যা বেশি। কালিম্পং জেলায় চলতি বছরের মোট পরীক্ষার্থী রয়েছে ৩১৪৬। যেখানে ছাত্রী সংখ্যা ১৫৯১ এবং ছাত্র সংখ্যা ১৫৫৫। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার পাশাপাশি পাহাড়েও উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সিমেস্টারের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে কড়া নজরদারি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রথম বোর্ড পরীক্ষা আয়োজিত হতে চলেছে সোমবার। বিগত সরকারের সময় শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে অব্যবস্থার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এবার সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করা এই সরকারের কাছে চ্যালেঞ্জের। শনিবার স্কুল ছুটির পর পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে সিট নম্বর লাগানোর কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। পরীক্ষার দিন সকাল থেকে যানজট নিয়ন্ত্রণে রাস্তায় থাকবে পুলিশ। পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে

শিলিগুড়ির একটি স্কুলে বসানো হয়েছে সিট নম্বর। শনিবার।

নজরদারি থাকবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। চলতি বছর শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় চারটি ব্লক ও শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকাজুড়ে মোট ৯টি সেন্টার ও ৩৫টি ভেনু রয়েছে। সুষ্ঠুভাবে যাতে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়, সেজন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের মূল প্রবেশ দরজায় মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে সার্চ করে তারপর পরীক্ষার্থীদের ঢুকতে দেওয়া হবে। এছাড়াও পরীক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিস, জল ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবে না। এছাড়া প্রতিটি স্ট্রংরুমে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা সেন্টার সেক্রেটারি রাজীব ঘোষ বলেছেন, 'দশটা থেকে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবে। সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে।' কাউন্সিলের নির্দেশ মেনেই পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কানাইলাল দে জানান। শিক্ষা জেলার মোট ১১০টি স্কুলের পরীক্ষার্থীরা তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা দেবে।

শিলিগুড়ির মতো কালিম্পং জেলার স্কুলগুলোতেও এদিন সিট নম্বর লাগানো হয়। সেখানে মোট ৫টা সেন্টার ও ১৬টি ভেনু রয়েছে। মোট ৩২টি স্কুলের পরীক্ষার্থীরা সোমবার তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা দেবে বলে কালিম্পং জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দুলাল সরকার জানিয়েছেন।

জরাজীর্ণ দশায় ওয়াচটাওয়ার। নকশালবাড়িতে।

‘ফান্ড নেই’, ভগ্নদশায় নজরমিনার

হাতির হানার চিন্তায় গ্রামবাসী

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বাগডোগরা, কলাবাড়ি, টুকরিয়াঝাড় জঙ্গলে এখন ১৫০টির বেশি হাতি রয়েছে। সামনেই ধান পাকার মরশুম। সে সময় ধানের লোভে এলাকায় হাতির উপদ্রব আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসী। কিন্তু হাতির দলের ওপর নজরদারি চালাতে যে ওয়াচটাওয়ারগুলি রয়েছে, তার বেশিরভাগেরই জরাজীর্ণ দশা। নকশালবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ২০টির বেশি ওয়াচটাওয়ার রয়েছে। মিরজাঙলা বস্তিতে ওয়াচটাওয়ারগুলির জরাজীর্ণ দশায় কেউ ভয়ে ওপরে উঠতে চাইছেন না। কুথাজোত, রকমজোত, শিউবর, নয়াবস্তি, ধীমালবস্তি এবং সুরজবরের মতো জায়গায় ওয়াচটাওয়ারগুলির অধিকাংশের হয় ছাদ ভেঙে পড়েছে, অথবা টাওয়ারে ওঠার সিঁড়ি ভেঙে গিয়েছে। শনিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার পাশে অবস্থিত ওয়াচটাওয়ারটি যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে ওয়াচটাওয়ারগুলো মেরামতের দাবি তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক দশক ধরে এসব ওয়াচটাওয়ারের মেরামত করা হয়নি। তার ওপর সন্ধ্যা হলেই গ্রামে হাতির দল ঢুকে পড়ছে। তাই ওয়াচটাওয়ার থেকে হাতির গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারছেন না বাসিন্দারা। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঢাকনাজোত, বেঙ্গাইজোত, নেহালজোত, রকমজোত, মিরজাঙলা ছাট, অলডাঙ্গি, জাবরা, নিরপানিয়া, কিলারামজোত, বড় মণিরামজোত এলাকায় হাতির উপদ্রব সবচেয়ে বেশি। এসব এলাকা টুকরিয়াঝাড় এবং কলাবাড়ি বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকা। একাধিক হাতির করিডর রয়েছে এইসব এলাকায়। তাই হাতির দলের উপর নজরদারি রাখতে গ্রাম পঞ্চায়েত ও বন দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় নজরমিনার বসানো হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা রোশনি কুল্লু বলছেন, ‘প্রায় দশ বছর হতে চলল ওয়াচটাওয়ারগুলি এভাবেই পড়ে আছে। হাতির দল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেও আমরা কিছু বুঝতে পারি না। হঠাৎ করেই গ্রামে ঢুকে পড়ছে হাতির দল। কখনও আবার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকছে। আগে ওয়াচটাওয়ারে এলাকার তরুণরা হাতির দলের উপর নজরদারি চালাত। এখন সেটাও নেই।’

> **প্রায় দশ বছর হতে চলল ওয়াচটাওয়ারগুলি এভাবেই পড়ে আছে। হাতির দল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেও আমরা কিছু বুঝতে পারি না।**
> **রোশনি কুল্লু** স্থানীয় বাসিন্দা

তবে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বলছেন, ‘আমরা গত দুই বছরে ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলিতে একটি বেসরকারি সংস্থা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ১০টির বেশি ওয়াচটাওয়ার নতুন করে বসিয়েছি। যেগুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে, সেগুলি মেরামতের বিষয়ে দেখছি। ফান্ড এলেই টেন্ডার করে মেরামত করা হবে।’

দুর্নীতির খোঁজে স্পেশাল অডিট

পঞ্চায়েতে উন্নয়ন আটকাবে না, আশ্বাস দিলীপের

নীতেশ বর্মন ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৯ সেপ্টেম্বর : দুর্নীতির শিকড় পর্যন্ত পৌঁছাতে বঙ্গের দশ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে স্পেশাল অডিট করাচ্ছে রাজ্য। শনিবার উত্তরকন্যায় দার্জিলিং এবং কালিম্পং, দুই জেলাকে নিয়ে বৈঠকের পর একথা বলেন পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। দিলীপের বক্তব্য, ‘দুর্নীতি প্রায় সব জায়গায় রয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ে জিটিএ-তে তো দুর্নীতি হয়েছে। সেটা যাতে বন্ধ হয়, দেখতে বলা হয়েছে।’ জিটিএ-র পরিকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাসও দিয়েছেন মন্ত্রী। রাজ্যের বেশিরভাগ পঞ্চায়েত এখনও বিরোধীদের দখলে। তাতে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। তবে সে ব্যাপারে এদিন দিলীপ ঘোষ বলছেন, ‘সরকার বদল হওয়ার পর থেকেই তৃণমূল নিজেরাই মারামারি করছে। নিজেদের মধ্যেই অনাস্থা আনছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বিজেপির প্রধান না থাকলেও রাজ্যের তরফে উন্নয়নে কোনও বাধা দেওয়া হয় না। তবুও বহু জায়গায় সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। তাই অনেক জায়গায় প্রশাসনকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে।’ এদিন মন্ত্রী বলেছেন, ‘মানুষের উন্নয়ন কোনওভাবেই আটকে থাকবে না। পাহাড়ের ক্ষেত্রে জিটিএ-র নতুন প্রশাসককে পঞ্চায়েত এলাকাগুলির সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার একটি খসড়া তালিকা তৈরি করে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তালিকা হাতে পেলেই দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

এদিকে, এদিন মন্ত্রী বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সেখানে স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচিতে অংশ নেন। ঝাড়ু হাতে বিমানবন্দর এলাকায় সাফাই অভিযান চালান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। পরে মন্ত্রী বিমানবন্দরের আবর্জনা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। বিমানবন্দরে প্রত্যেকদিন এক হাজার কেজি আবর্জনা জমা হয়। তার মধ্যে একশো কেজি প্লাস্টিকের জঞ্জাল থাকে। সেগুলি নিয়ে গিয়ে পঞ্চায়েতে প্রক্রিয়াকরণ করার কথা। তৃণমূলের বোর্ড থাকাকালীন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে এ নিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরের একটি চুক্তি হয়েছিল। তাতে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েতের প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে আবর্জনা নিয়ে যেতে মাসে দেড় লক্ষ টাকা করে দিচ্ছিল বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নকশালবাড়ি পঞ্চায়েতে থাকা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি প্রায় বন্ধের মুখে বলে অভিযোগ। সেখানে প্রক্রিয়াকরণের বদলে আবর্জনা পুড়িয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে মাটি দিয়ে চাপা দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে, যা সম্পূর্ণ অবৈধ। যদিও এদিন মন্ত্রী দাবি করেছেন, এই জঞ্জাল থেকে সার তৈরি হচ্ছে। প্লাস্টিকের জঞ্জাল থেকে নানা সরঞ্জাম তৈরির প্রক্রিয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

উত্তরকন্যায় বৈঠকে রাজ্যের গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। শনিবার।

এদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে সরব হয়েছেন দিলীপ। শনিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ‘মমতার দল গিয়েছে, অফিস চলে গিয়েছে, অ্যাকাউন্ট চলে গিয়েছে, প্রতীক চলে গিয়েছে, প্রার্থীও চলে গিয়েছে। বাঁচল কী?’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ফেরা।। ইসলামপুরের মাটিকুন্ডায় ছবিটি তুলেছেন শেখ ফরিদ আলম।

চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা

শামুকতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর : দিন কয়েক ধরে এলাকায় ঘোরাফেরা করছে দুটি চিতাবাঘ। ফলে আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে চিতাবাঘ ধরতে শনিবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের লোকনাথপুর এলাকায় খাঁচা পাতল বন দপ্তর। সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের তরফে খাঁচা বসানোর পাশাপাশি এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত তিনদিন ধরে এলাকায় দুটি চিতাবাঘ ঘোরাফেরা করছে। এর মধ্যে দুটি বাছুরের খোবলানো দেহ উদ্ধার হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, চিতাবাঘের গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। চিতাবাঘ ধরার জন্য খাঁচা পাতা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বন দপ্তরের বিরুদ্ধে বক্সায় ‘বিদ্রোহ’

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ সেপ্টেম্বর : বুধবার জঙ্গল খোলার পর থেকেই ক্ষোভ জমছিল। বিভিন্ন কথা উঠছিল। প্রতিবাদও হচ্ছিল। শনিবার সেই ক্ষোভ রীতিমতো ‘বিদ্রোহে’ গড়াল বক্সা টাইগার রিজার্ভে। এদিন বক্সা, জয়ন্তী সহ বক্সা টাইগার রিজার্ভের ভিতরে থাকা প্রায় ১৮টি গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টের কাছে একত্রিত হন। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সেখানে বিক্ষোভ শুরু হয়। চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। পরে মিছিলও করেন আন্দোলনকারীরা। বন দপ্তরের পর্যটন সংক্রান্ত নতুন নীতির প্রতিবাদেই এদিন এই বিক্ষোভ হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, বন দপ্তরের সিদ্ধান্তে পর্যটনে বড়সড়ো ক্ষতি হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের উপার্জনের অন্যতম প্রধান রাস্তা পর্যটন। নতুন নিয়মে সেই পথও বন্ধ হওয়ার মুখে। ফলে তাঁদের ‘পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে’ বলেও আন্দোলনকারীদের বক্তব্য। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজাভাতখাওয়ায় বন দপ্তর ও পুলিশের প্রচুর কর্মী মোতায়েন করা হয়। বক্সা টাইগার রিজার্ভের একাধিক শীর্ষ কর্তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কেউ উত্তর দেননি। ফোন ধরেননি বক্সা টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডিরেক্টর কুমার বিমল এবং বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁও। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ইন্দ্রবাহাদুর রাই বলেন, ‘বক্সা টাইগার রিজার্ভের ভিতরে যে গ্রামগুলো রয়েছে সেখানে বহু বছর থেকে আমরা বসবাস করে আসছি। তবে সমস্যা যেন মেটে না। গ্রামগুলোয় উপার্জনের সবচেয়ে বড় রাস্তা হল পর্যটন। সেটাও এখন বন দপ্তরের সিদ্ধান্তের জন্য বন্ধ হওয়ার মুখে। সেজন্যই প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলাম।’ তিন মাসের বিধিনিষেধের পর ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের অন্য জঙ্গলের মতো বক্সা টাইগার রিজার্ভও পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জঙ্গল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি নিয়মে বদল করা হয়েছে। জয়ন্তী থেকে জঙ্গল সাফারি বন্ধ করা হয়েছে। পর্যটকদের ছয় ঘণ্টার জন্য জঙ্গল ভ্রমণের পারমিট দেওয়া হচ্ছে। ফলে রাত্রিযাপন নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সরাসরি রাত্রিযাপন বন্ধের কথা বলা না হলেও স্থানীয়দের অভিযোগ, ছয় ঘণ্টার পারমিটের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থাই কার্যকর করা হচ্ছে। বুধবার থেকেই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। শনিবার বক্সা রোড, সান্তলাবাড়ি, বক্সা ফোর্ট ও লেপচাখার মতো পাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা যেমন আন্দোলনে শামিল হন, তেমনই জয়ন্তী, ২৮ মাইল এবং ২৯ মাইলের মতো বনবস্তির বাসিন্দারাও প্রতিবাদে যোগ দেন। আন্দোলনকারীদের তরফে লালসিং ভুজেল বলেন, ‘বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ নিয়ে পরিবেশ আদালতের যে রায় ছিল তার উপর স্থগিতাদেশ রয়েছে।

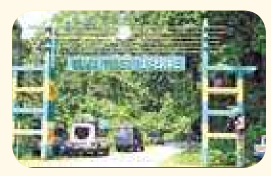

- বক্সায় নতুন পর্যটন নিয়ম ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে
- ছয় ঘণ্টার পারমিটে রাত্রিযাপন অনিশ্চিত, দাবি স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের
- রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টের কাছে বাসিন্দাদের বিক্ষোভ, বনাধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করেননি

তবে সেটা মানছে না বন দপ্তর। আসলে চাপ দিয়ে পর্যটন বন্ধ করে গ্রাম উচ্ছেদ করতে চাইছে। সেটা মানা হবে না।’ আন্দোলনকারীদের দাবি, নতুন নিয়মে শুধু বক্সা টাইগার রিজার্ভের ভিতরের হোমস্টেগুলিই ক্ষতির মুখে পড়ছে না। সাফারি গাড়ির মালিক, চালক, গাইড, অন্য গাড়ির মালিক এবং ছোট দোকানদাররাও সমস্যায় পড়ছেন। গাইড কুরবান খান বলেন, ‘বন দপ্তর তো আমাদের গ্রামের লোকেদের সমস্যা করছে। যদি ঘরের ক্ষতি হয় সেটা সংস্কার করার জন্য টিন নিয়ে গেলেও আটকে দেয়। এখন পর্যটন ব্যবসা বন্ধ করে আমাদের আরও বিপদে ফেলতে চাইছে।’

প্রেমিকার ঘরে আগুন

আলিপুরদুয়ার, ১৯ সেপ্টেম্বর : ঘরের ভিতর তখন জ্বলছে দাউদাউ আগুন। মদের নেশায় সম্পূর্ণ বেহুঁশ অবস্থায় বিছানায় আটকে রয়েছেন প্রেমিকার বৃদ্ধ বাবা। আর এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে খোদ প্রেমিক! স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে প্রেমিকা চাপ দিতেই, তাঁকে ও তাঁর বাবাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ছক কষেছিল প্রেমিক। বাইকের ট্যাংক থেকে পেট্রোল বের করে, গোটা ঘরে আগুন লাগিয়ে পালানোর চেষ্টা করতেই স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়েন তিনি। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লি এলাকায় শুক্রবার রাতের এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল তৈরি হয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় প্রেমিকার বাবা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পালানোর সময়ই অভিযুক্ত প্রেমিক অনিল সরকারকে হাতেনাতে ধরে মারধর শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে ওই রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ঘেরাও

রেলগেট বন্ধের সিদ্ধান্তে বিক্ষোভ

শমিদীপ দত্ত ও খোকন সাহা

শিবমন্দির ও বাগডোগরা, ১৯ সেপ্টেম্বর : আশঙ্কা ছিলই। রাত বাড়তেই সেই আশঙ্কা সত্যি হল। শনিবার রাতে রেল ও মাটিগাড়া থানার পুলিশের বিশাল বাহিনীর উপস্থিতিতে মেডিকেল মোড় সংলগ্ন কদমতলায় রাজ্য সড়কের ওপর থাকা রেলগেট বন্ধ করার কাজ শুরু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রাত ১১টা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা গেট বন্ধের সিদ্ধান্ত নতুন করে ভাবার দাবিতে এলাকায় জমায়েত করতে থাকেন। আলোচনার জন্য রেলকর্তাদের ঘটনাস্থলে আসার দাবি তোলেন আন্দোলনকারীরা। এরমধ্যেই ঘটনাস্থলে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি পৌঁছালে স্থানীয়রা সেই গাড়ি ঘিরে ধরেন। গেট বন্ধ হলে নিজেদের কী সমস্যা হবে, তা তাঁর সামনে তুলে ধরেন আন্দোলনকারীরা। যদিও এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়ে দেন, গোটাটাই রেলের সিদ্ধান্ত। এরপরই গাড়ি বেরিয়ে যায়। স্থানীয়দের সরিয়ে আবার কাজ শুরু করে রেল। রাতেও এলাকায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন আছে।

এদিন সকাল থেকেই ক্ষোভের আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল এলাকায়। স্থানীয়দের কথায়, ‘সারাদিনে এই রেলগেট দিয়ে হাজারো মানুষ যাতায়াত করেন। রেলের তাতে কোনও অসুবিধাই হয় না। রেলগেট এভাবে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে এবার শুধুমাত্র সংলগ্ন ফ্লাইওভারের রাস্তাই রয়ে গেল। বিকল্প আর কোনও রাস্তা থাকল না।’ যদিও এদিন সকালে রেলগেট সংলগ্ন গেটম্যানের অফিসে থাকা কর্মীকে প্রশ্ন করলে তিনি জানিয়েছেন, রোস্টার হিসেবে ডিউটি চলছে। আর কোনও সেরকম অর্ডার আসেনি।

কেন ওই ব্যস্ততম রেলগেট স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হচ্ছে, সেব্যাপারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। রেলের এক কর্তার যুক্তি, ‘ওই রেলগেট বন্ধ করতেই হবে। কারণ, কাছেই আরওবি (রেলওয়ে ওভারব্রিজ) রয়েছে। তাছাড়া আন্ডারপাস বা ফুটব্রিজও ওখানে করা যাবে না।’

মাটিগাড়া রেলগেটের সামনে মোতায়ন পুলিশ। শনিবার।

অবস্থানগত দিক থেকে ওই রেল ক্রসিংয়ের গুরুত্ব রয়েছে। মেডিকেল মোড় হয়ে ওই রেলগেট পেরোলে একে একে বিএসএফ, এসএসবি-র উত্তরবঙ্গের হেডকোয়ার্টার পড়ে। আরও কিছুটা এগোলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রয়েছে। সেখান থেকে সোজা নৌকাঘাট হয়ে বর্ধমান রোডে ওঠার সুবিধা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা রতন চক্রবর্তী বলছিলেন, ‘এই গেট বন্ধ করে দিলে প্রায় দুই কিলোমিটার ঘুরপথে আরওবি দিয়ে যাতায়াত করতে হবে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী নিয়ে যেতেও সমস্যা হবে।’ প্রণব দাস নামে এক ব্যবসায়ীর কথায়, ‘শিবমন্দিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের উলটোদিকে ও সাইনাথ মোড়ের রেলগেট বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে যানজট হচ্ছিল। এবার শিবমন্দির বাজারের একমাত্র রেলগেটটাও বন্ধ করে দিলে আরও যানজট হবে।’ স্থানীয়দের তরফে নেতৃত্বে থাকা অবনী ঘোষ বলেন, ‘আমরা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাবি জানিয়েছি, অন্তত উনি যেন নিজের অবজার্ভেশনে ফ্লাইওভারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন বিকল্প রাস্তা হিসেবে।’

কাশফুলে ভরেছে তোর্ষার চর।

শনিবার কোচবিহারে ছবিটি তুলেছেন অপর্ণা গুহ রায়।

অভিযোগ নেয়নি পুলিশ, দাবি উপপ্রধানের

বাগডোগরা, ১৯ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান রেখা মল্লিককে পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে ডিম ছুড়ে মারা ও নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির কয়েকজনের বিরুদ্ধে। শনিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মেডিকেল ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেছেন রেখা। যদিও পুলিশের দাবি, অভিযোগপত্র সঠিকভাবে লেখা হয়নি। পাশাপাশি, পঞ্চায়েত বিডিওর অধীনে হওয়ায় প্রথমে বিডিওকে বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে।

রেখার অভিযোগ, গত মঙ্গলবার পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে তাঁকে ডিম ছুড়ে মারা হয়। তাঁকে চেয়ার থেকে ফেলে দেওয়া হয় এবং গায়ে হাত দেওয়া হয়। ঘটনার পর থেকে তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি ছিলেন।

রেখা বলেন, ‘শনিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে দুপুরে মেডিকেল ফাঁড়িতে এফআইআর করতে যাই। কিন্তু পুলিশ আমার অভিযোগ নেয়নি। আমাকে মাটিগাড়া বিডিও অফিসে আগে জানাতে বলা হয়।’ তাঁর দাবি, বিজেপির ৭-৮ জনের বিরুদ্ধে তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন প্রধান কৃষ্ণ সরকারও ছিলেন।

রেখার আরও অভিযোগ, কৃষ্ণ সরকারকে জোর করে পদত্যাগ করানো হয়েছে। প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

> **শনিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে দুপুরে মেডিকেল ফাঁড়িতে এফআইআর করতে যাই। কিন্তু পুলিশ আমার অভিযোগ নেয়নি।**
> **রেখা মল্লিক** উপপ্রধান, মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

মেডিকেল ফাঁড়ির এক আধিকারিক বলেন, অভিযোগপত্রটি সঠিকভাবে লেখা হয়নি। পঞ্চায়েত বিডিওর অধীনে থাকায় প্রথমে বিডিওকে বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে। বিডিও অভিযোগটি ফরোয়ার্ড করলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

মধুপুর সাজবে নতুন রূপে, ঘোষণা হিমন্তের

শিবশংকর সূত্রধর ও জাকির হোসেন

কোচবিহার ও মধুপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : মধুপুর সত্রে এসে শনিবার কংগ্রেসকে ‘ডান্ডা’ দেওয়া এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাত্তা না দেওয়ার কথা বললেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন তিনি।

রাহুল গান্ধিকে ‘পাগল’ বলেও নজিরবিহীন কটাক্ষ করেন। একইসঙ্গে মধুপুরকে আন্তর্জাতিক মানের ধর্মীয় ও পর্যটনস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে অসম সরকারের ৩৫ কোটি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানান। বাড়তি জমির প্রয়োজন হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা দেবে বলেও আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর শনিবার এই প্রথম মধুপুরে এলেন হিমন্ত। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এখানে আসতে চাইলেও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অসহযোগিতায় তা সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের মানুষের মেলবন্ধনের জায়গা এই মধুপুর সত্র। আমি অনেকদিন ধরেই এখানে আসতে চাইছিলাম। উন্নয়নের কাজ করতে চাইছিলাম। কিন্তু দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) তা করতে দেননি। আমাকে আসতেও দেননি। এতদিন এখানে কোনও সরকার ছিল না। এখন সরকার হয়েছে। এখন উন্নয়নের কাজ হবে।’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুরোনো খুনের মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। সেই প্রসঙ্গে হিমন্ত বলেন, ‘শুধু গ্রেপ্তার কেন, ওকে ডান্ডা দেওয়া উচিত ছিল। খুনের মামলার আসামিকে শুধু গ্রেপ্তার নয়, সঙ্গে ডান্ডা দিতে হয়। রাহুল গান্ধি ওঁকে খুনের লাইসেন্স দিয়েছিলেন নাকি?’ রাহুল গান্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘রাহুল গান্ধি এক পাগল ব্যক্তি। ওঁকে দেখে হাসি পায়। কখনও বড় দাড়ি, কখনও ক্লিন শেভড। আবার কখনও কী কী যেন করেন।’ উপনির্বাচনে মমতাপন্থী তৃণমূল তাদের জোড়াফুল প্রতীক পায়নি। বদলে ফুটবলার প্রতীক নিয়ে চর্চা চলছে। এই প্রসঙ্গে হিমন্ত বলেন, ‘দিদির হাত থেকে জোড়াফুল চলে গিয়েছে। ফুটবলও আর থাকবে না। মমতার কথা চিন্তা করলে ব্লাড প্রেশার বাড়বে। ওঁকে আর পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই।’ এদিন হিমন্ত বলেন, ‘অসম-বাংলা সীমানায় অনেক সমস্যা ছিল, তা এখন মিটে যাবে। যাঁকে ডান্ডা দেওয়া উচিত ডান্ডা দেওয়া হবে। যেখানে নরম হওয়া প্রয়োজন নরম হওয়া যাবে।’ কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুরধাম কোচবিহার তথা অসমের অন্যতম ধর্মীয় পীঠস্থান। অসমের ধর্মগুরু শংকরদেব মহারাজা নরনারায়ণের আমলে কোচবিহারে এসেছিলেন। মধুপুরেই তিনি থাকতেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন। পরে সেখানে মধুপুরধাম গড়ে ওঠে। মূলত অসম সরকারই তা পরিচালনা করে। সূত্রের খবর, প্রায় ৭০ বিঘা জমি থাকলেও বর্তমানে ১৬ বিঘা জমিতে মধুপুরধাম রয়েছে। সত্রের পরিচালকরা এদিন অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে বাকি জমি সত্রের কাজে ব্যবহারের বিষয়টি জানান। অসমে শংকরদেবের ধাম রয়েছে। সেখানকার ধাঁচে মধুপুরকে সাজানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের সেই ধাম পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন হিমন্ত। তাঁর কথায়, ‘পর্যটন ও আধ্যাত্মিকতার অন্যতম জায়গা হিসেবে গড়ে তোলা হবে মধুপুরকে। অসম সরকার ৩৫ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩০ কোটি টাকা দেবে।’

মধুপুর সত্রে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার।

১০০ শতাংশ শুল্কের বিলে সই ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল-গ্যাস কেনায় বাধা! অন্যদিকে, আমেরিকায় ভারতীয় পেশাদারদের কর্মসংস্থানে বড়সড়ো কোপ। একদিনে ভারতকে জোড়া ধাক্কা দিল আমেরিকা। শুক্রবার রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল-গ্যাস কেনা দেশগুলির ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি শুল্ক চাপানোর ক্ষমতা পেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার ‘লিন্ডসে ও. গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অফ ২০২৬’ বিলে স্বাক্ষর করেন তিনি। মার্কিন কংগ্রেসে বিপুল ভোটে পাশ হওয়ার পর ট্রাম্প এই বিলে সই করেছেন। ইউক্রেন যুদ্ধের রাশ টানতে মরিয়া আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার অর্থের জোগান বন্ধ করতেই আইনটি আনা হয়েছে।

আবার এদিনই আমেরিকায় দক্ষ বিদেশি কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক এইচ-১বি ভিসার ওপর ১ লক্ষ ডলারের বাড়তি ফি ধার্য করার নির্দেশের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প সরকার। সেই সঙ্গে ১৮ সেপ্টেম্বর এক নতুন নির্দেশিকা জারি করে ভিসা ব্যবস্থার ওপর নজরদারি ও কড়াকড়ি আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের অভিযোগ, আমেরিকান কর্মীদের ছাঁটাই করে কম বেতনে বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ করার জন্য এইচ-১বি ভিসার অপব্যবহার করছে কিছু আউটসোর্সিং সংস্থা। গত বছর ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি ভিসা ফি বেনজির ভাবে বাড়ানোর পর মার্কিন সংস্থাগুলিতে বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতীয় পেশাদার নিয়োগ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার ভিসা ফি’র মেয়াদ বৃদ্ধিকে আমেরিকার প্রথম সারির সংস্থাগুলিতে ভারতীয়দের কর্মসংস্থানে স্থায়ীভাবে রাশ টানার চেষ্টা বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

- রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করায় ভারতীয় পণ্যে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি শুল্ক চাপাতে পারেন ট্রাম্প
- কেন্দ্রের দাবি, শক্তি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার অধিকার রয়েছে ভারতের। তাই দিল্লি নীতিগতভাবে নিজস্ব বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় অনড় থাকবে
- ১ লক্ষ ডলার ফি-র মেয়াদ ২০২৭ পর্যন্ত বাড়ায় মার্কিন সংস্থাগুলিতে ভারতীয় পেশাদারদের নিয়োগ কার্যত বন্ধ
- ১৮ সেপ্টেম্বরের নির্দেশে ছাঁটাই ও নিয়োগ সংক্রান্ত কড়া পর্যালোচনার ফলে আউটসোর্সিং ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্মীদের কাজের সুযোগ আরও কমবে
- ওয়াশিংটনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্বার্থে বিশেষ শুল্ক মকুবের আশায় দিল্লি

এদিকে রাশিয়া ও ইরানের তেল বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আইনে রাশিয়ার শক্তি ক্ষেত্রকে নিশানা করার পাশাপাশি তাদের ‘শ্যাডো ফ্লিট’ (আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহকারী ট্যাংকার বহর)-এর ওপরেও কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ভারত ছাড়াও চিনের ওপরও এই বিধিনিষেধের প্রভাব পড়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, কারণ দুটি দেশই রাশিয়ার তেলের বড় ক্রেতা। ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাশিয়া থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামে বিপুল পরিমাণ তেল আমদানি করেছে ভারত। একই পথে হেঁটেছে চিন সহ আরও কয়েকটি দেশ। আমেরিকার অভিযোগ, ভারতের মতো দেশকে জ্বালানি বিক্রি করে বিপুল অর্থ আয় করছে ভ্লাদিমির পুতিনের সরকার। যা রাশিয়াকে ইউক্রেন অভিযান চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

মার্কিন প্রশাসনের পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের বিদেশমন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই দিল্লির প্রধান অগ্রাধিকার। বিদেশমন্ত্রক বলেছে, ‘ভারত বৈচিত্র্যময় উৎসের ওপর ভিত্তি করেই শক্তির চাহিদা মেটানোর নীতিতে অনড় থাকবে। নিজস্ব অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।’ আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় এই বিধিনিষেধের সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্র।

অন্যদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি বিল পাশের পর ট্রাম্প ও মার্কিন আইনপ্রণেতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘রাশিয়ার ওপর আর্থিক চাপ বজায় রাখতে এই আইনের সমস্ত ধারা দ্রুত বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন।’ আইন অনুযায়ী আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এটি কার্যকর হওয়ার কথা। তবে দিল্লি আশাবাদী যে কৌশলগত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের ক্ষেত্রে এই শুল্ক মকুবের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন।

গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তার স্থায়ী দায়িত্বে আমেরিকা

ডেনমার্কের সঙ্গে চুক্তি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৯ সেপ্টেম্বর : ডেনমার্কের অধীনে থাকা গ্রিনল্যান্ড দ্বীপের নিরাপত্তা ও কৌশলগত বিষয়গুলির ওপর আমেরিকার ‘স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ’ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যপূরণে শেষপর্যন্ত ‘সফল’ ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড প্রশাসনের সঙ্গে এই নিয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ওয়াশিংটন। শুক্রবার ট্রুথ সোশ্যাল-এ এক পোস্টে এই কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই। তাঁর দাবি, নতুন চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্বেগের সমাধান হয়েছে। এর জন্য আমেরিকার এক ডলারও খরচ হবে না। ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ডেনমার্ক এবং গ্রিনল্যান্ডের সঙ্গে আমেরিকা এমন একটি চুক্তি করেছে, যা আমাদের গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত চাহিদার ওপর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে, যা আমেরিকার উদ্বেগগুলির সবকটিকে পুরোপুরি নির্মূল করবে।’

ট্রাম্প জানান, ‘মেয়াদহীন’ চুক্তির ফলে আমেরিকার লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনও দেশ গ্রিনল্যান্ডে সামরিক ঘাঁটি তৈরি, সেনা মোতায়েন বা স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারবে না। তিনি আরও ঘোষণা করেন, গ্রিনল্যান্ডের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একটি বড় আকারের সামরিক ঘাঁটি তৈরির কাজ শুরু করবে আমেরিকা। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও বলেন, ‘গ্রিনল্যান্ড চিরদিন উত্তর আমেরিকার কৌশলগত প্রতিরক্ষা বলয়ের অংশ হয়ে থাকবে এবং এর মাধ্যমে যে কোনও প্রতিপক্ষকে এই অঞ্চল থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে।’

তবে কিছুটা অন্য সুর শোনা গিয়েছে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন গলায়। তিনি বলেন, ‘চুক্তিটি ডেনমার্কের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং গ্রিনল্যান্ডের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়। এটা ন্যাটো এবং ইউরোপের পক্ষেও ভালো।’ গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেন্স-ফ্রেডেরিক নিলসেনও এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘এটি গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করবে এবং সুমেরু সাগর অঞ্চলে যৌথ সহযোগিতার পথ সুগম হবে।’ এর আগে মে মাসে নিলসেন স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, গ্রিনল্যান্ড কোনও অবস্থাতেই সার্বভৌমত্ব হস্তান্তর করবে না।

- গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তায় ‘স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ’-এর দাবি ট্রাম্পের
- আমেরিকার অনুমতি ছাড়া কোনও দেশ সেখানে ঘাঁটি তৈরি করতে পারবে না
- গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকার বার্তা ডেনমার্কের
- আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার ওপর জোর ইউরোপীয় ইউনিয়নের
- চুক্তিটি কার্যকর করতে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড পার্লামেন্টের অনুমোদন জরুরি

চুক্তিটি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান জানানোর ওপর জোর দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার কথা জানিয়েছে তারা। ইউরোপীয় রাষ্ট্র জোট এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং ইউরোপীয় সহযোগীদের স্বার্থরক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার আগে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড পার্লামেন্টের অনুমোদন আবশ্যক।

পূর্ব ভারতের চালিকাশক্তি হতে পারে বাংলা, মন্তব্য স্বপনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান, উন্নত যোগাযোগ এবং দক্ষ মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে গোটা অঞ্চলের অর্থনীতিতে নতুন জোয়ার আনার আহ্বান জানালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। দিল্লির তাজ প্যালেসে ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত দু’দিনের সম্মেলনে ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’ রূপায়ণে পূর্বাঞ্চলের ভূমিকা নিয়ে বলতে গিয়ে এই রূপরেখা তুলে ধরেন তিনি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বিশেষ আমন্ত্রণেই এই আলোচনা চক্রে তিনি যোগ দিয়েছেন বলে জানান।

অর্থমন্ত্রী জানান, সাময়িক ছকে নয়—শিল্পে বিনিয়োগ, পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান বাড়াতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। রাজ্যে বেকারত্ব কাটাতে নতুন প্রজন্মের স্টার্টআপ ও তরুণ উদ্যোগপতিদের জন্য পরিকাঠামো তৈরির ওপর বিশেষ জোর দেন তিনি। ভারী ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি সহযোগী শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং পরিষেবা ক্ষেত্রকে একই সুতোয় বাঁধার বার্তা দিয়ে স্বপন বলেন, ‘জমি, বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও দক্ষ শ্রমিকের সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। একইসঙ্গে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে নীতিগত ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীল পরিবেশ সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।’

তবে কেবল বাংলাকে আলাদা করে না দেখে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অসম এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে একটি বৃহত্তর ‘পূর্বাঞ্চলীয় অর্থনৈতিক বলয়’ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন তিনি। বাণিজ্য ও পরিকাঠামোগত এই মেলবন্ধন তৈরি হলে পণ্য পরিবহণ, নতুন কর্মসংস্থান এবং বাজার সম্প্রসারণ—তিন ক্ষেত্রে বিপুল সুফল মিলবে বলে আশাবাদী অর্থমন্ত্রী। পাশাপাশি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, আতিথেয়তা (হসপিটালিটি) ও দক্ষতা উন্নয়নকে সমান প্রাধান্য দিয়ে বাংলা যে পূর্ব ভারতের প্রধান সমন্বয়কারী হতে প্রস্তুত, দিল্লির মঞ্চে সে বার্তাই স্পষ্ট করে দিলেন তিনি।

শুরুতেই খেল খতম হতে বসেছিল দোভালের

রুরকি, ১৯ সেপ্টেম্বর : আইআইটি রুরকির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নিজের গোয়েন্দা জীবনের এক হাড়হিম অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। সিকিম সীমান্তে চিনা সেনার হাতে ভারতীয় এজেন্ট ধরা পড়ার ঘটনায় শুরুতে তাঁর কেরিয়ার প্রায় শেষ হতে বসেছিল।

গত শতকের সাতের দশকে তরুণ আইপিএস দোভাল তখন সিকিমের গোয়েন্দা প্রধান। চিনা সেনার গতিবিধিতে নজর রাখতে তিনি সীমান্তে একটি দল পাঠান। ছ’দিনের অভিযানে পাঠানো দলটি পনেরো দিনেও না ফেরায় উদ্বেগ বাড়ে। সদর দপ্তর জানায়, চিনা সেনা তাঁদের আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পরবর্তীতে কূটনৈতিক আলোচনায় এজেন্টরা মুক্তি পেলেও চিনের হেপাজতে তাঁরা মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েন।

অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় দোভালের বিরুদ্ধে তদন্ত বসে। সেদিনের কথা স্মরণ করে দোভাল বলেন, ‘ভেবেছিলাম আমার কেরিয়ার এখানেই শেষ। অপেশাদার এই ঘটনার পর বিকল্প কাজের কথা ভাবছিলাম।’ কিন্তু সদর দপ্তরের মানচিত্রে ভুল থাকায় নির্দোষ প্রমাণিত হন তিনি। এই চরম উদ্বেগের মাঝে এক অভিজ্ঞ শেরপা তাঁকে তিনটি নীতি শেখান— তিনটি ব্যাপার খেয়াল রাখবেন : আপনি কোথায় আছেন, কোথায় যেতে চান এবং পৌঁছোনোর পথ কোনটি।

বিসর্জনের পথে গণপতি। মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে। শনিবার।

পুশব্যাক সুপ্রিম নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা এক ভারতীয় মহিলাকে মুম্বই থেকে আটকে নাগরিকত্ব যাচাই না করেই জোর করে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে কেন্দ্রকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট।

উত্তর ২৪ পরগনার গোবিন্দপুরের স্থায়ী বাসিন্দা শাহিদা ফকির স্বামী সহ প্রায় কুড়ি বছর ধরে মুম্বইয়ে পরিচারিকার কাজ করছিলেন। তাঁর ছেলে শীর্ষ আদালতে ‘হেবিয়াস কর্পাস’ (আটক ব্যক্তি বা বন্দিকে অবিলম্বে সশরীরে আদালতের সামনে হাজির করে তাঁর আটকের আইনি বৈধতা প্রমাণ করা) আবেদন জানিয়ে বলেন, গত ১৯ জুলাই মুম্বই পুলিশ তাঁর মাকে বেআইনিভাবে আটক করে। কোনও বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির না করে, গ্রেপ্তারির কারণ না জানিয়ে এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না দিয়ে টানা ১০০ ঘণ্টার বেশি তাঁকে বন্দি রাখা হয়। এরপর প্রায় পাঁচদিন পর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্তপথে জোর করে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে।

আদালতে আর্জিতে জানানো হয়েছে, শাহিদার কাছে কোনও বৈধ পাসপোর্ট ছিল না ঠিকই, তবে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগই তাঁকে দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশে পৌঁছোনোর পর মানবিক আশ্রয় পেয়ে ৩১ জুলাই তিনি সীমান্তরক্ষীদের সহায়তায় পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে এই মামলা উঠলে শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব তলব করে। মামলাটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৫ সালের অভিবাসন নির্দেশিকা এবং মে মাসের পুশব্যাক সংক্রান্ত নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে।

এনটিএ-র নতুন ঠিকানায় বিচারপতিরা

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নিট-এর প্রশ্ন বারবার ফাঁস হওয়া নিয়ে এবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল সুপ্রিম কোর্টের। স্রেফ আশ্বাসে আর চিঁড়ে ভিজবে না, খোদ পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র দিল্লির মিন্টো রোডের নতুন কার্যালয়ে এবার সরাসরি সরেজমিনে হানা দিতে পারেন শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি পমিদিঘান্তম শ্রী নরসীমা এবং অলোক আরাধে।

গত সপ্তাহে কেন্দ্র আদালতকে জানায় যে, মিন্টো রোডে এনটিএ-র স্থায়ী কার্যালয় তৈরি হয়েছে। এতেই অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি নরসীমার বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয়, ‘ব্যবস্থা আদৌ কাজ করছে কি না, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে কি না, তা দেখতে একদিন আমি আর আমার ভাই (বিচারপতি আরাধে) নিজে সেখানে যাব।’ আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, নিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সুরক্ষায় কোনও জোড়াতালির দাওয়াই চলবে না। ইউপিএসসি-র মতো স্থায়ী কর্মী, স্বচ্ছ পরিকাঠামো এবং আইনি স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। সবাইকে ডেপুটেশনে এনে কাজ চালালে প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা তৈরি হয় না। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বাধীন উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স প্রশ্ন ফাঁস রুখতে কী কী বাস্তবসম্মত সংস্কার রূপায়ণ করেছে, সে বিষয়ে আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা।

প্রয়াত যুদ্ধবীর আলফ্রেড কুক

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বীর সৈনিক এবং বীর চক্রে সম্মানিত প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আলফ্রেড টাইরোন কুকের জীবনাবসান হল দিল্লিতে। অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা এই বিমানচালক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুণ্ডায় ১৯৬৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিমান হামলা প্রতিহত করে নজির গড়েন আলফ্রেড। সেই অসামান্য সাহসিকতা ও রণকৌশলের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে দেশের

তৃতীয় সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান বীর চক্র দেওয়া হয়। অবসরগ্রহণের পর কুক স্থায়ীভাবে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করলেও তাঁর পুরোনো ইউনিট (১৪ নম্বর স্কোয়াড্রন ‘বুলস’)-এর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন। শুক্রবার তাঁর মৃত্যু হয়।

বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়
আপনিও লেখক

দ্য টপ দ্য টপ দ্য টপ
আজও

উত্তম প্রেমে
সেই চোখ। সেই হাসি। সবই যেন মায়াময়। উত্তমকুমারের প্রেমে আজও হাবুডুবু? ভিতর ঘরের গোপন প্রেমিক উত্তমকে লিখুন ১০০ শব্দে প্রেমের চিঠি। কিশোরী থেকে বয়সে গিঁটপড়া নারী, যে কোনও বয়সি লিখুন প্রেমের চিঠি। না, কোনও পুরুষের লেখা এই বিভাগে গ্রহণযোগ্য নয়।

স্বল্পগল্পে উত্তম
রূপে উত্তম। গুণে উত্তম। হৃদয়ে-মনে আজও তিনি উত্তমেরও উত্তম। শতবর্ষে সেই উত্তমকুমারকে ফুটিয়ে তুলুন আপনার কলমে। ১০০ শব্দের মধ্যে লিখে ফেলুন অণুগল্প। যে গল্পে থাকতেই হবে উত্তম শব্দটি। অথবা উত্তম অভিনীত যে কোনো সিনেমার নাম।

রসনায় উত্তম
মায়ের হাতের ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়ি। সুপ্রিয়া দেবীর তৈরি কাজু চিকেন, চিংড়ির মালাইকারি, সর্ষে পাতুরি। শেষ পাতের সেরা পছন্দ সাগর দই, রসগোল্লা। লিখে ফেলুন উত্তমকুমারের উত্তম-পদের রেসিপি। মন চাইছে, নতুন কোনও রেসিপি শতবর্ষে পা রাখা মহানায়ককে নিবেদন করতে। পাঠাতে পারেন সেই রেসিপিও।

৩টি বিভাগের যে কোনও একটি বিষয়ে লেখা পাঠান এই হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে— ৯৮৩০২৫৮৬৬৮
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর

মনোনীত লেখা প্রকাশ করা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়

রক্তের সম্পর্ক নেই, তবু গলায় গলায় ভাব!

কুনোর জঙ্গলে দুই চিতার বিরল ‘ব্রোমান্স’

ভোপাল, ১৯ সেপ্টেম্বর : কথায় বলে, জঙ্গলের নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে। সেখানে টিকে থাকতে গেলে লড়াইটাই শেষ কথা। কিন্তু সেই চিরাচরিত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মধ্যপ্রদেশের কুনো ন্যাশনাল পার্কে এখন এক অদ্ভুত বন্ধুত্বের সাক্ষী থাকছেন বনকর্তারা। এক চিতার জন্ম এই ভারতের মাটিতেই, আর অন্যজন উড়ে এসেছে সুদূর আফ্রিকার বতসোয়ানা থেকে। রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই, এমনকি বয়সের ফারাকও প্রায় ছ-সাত মাসের। অথচ এই দুই ভিন্ন বংশের পুরুষ চিতা একে অপরের ছায়াসঙ্গী হয়ে উঠেছে। তারা একসঙ্গে শিকার করছে, ভাগ করে খাচ্ছে, আর বিপদের দিনে একে অপরের ঢাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঠিক যেন ‘ব্রাদার ফ্রম অ্যানাদার মাদার’!

ভারতের মাটিতে চিতা ফেরানোর মেগা প্রোজেক্ট বা ‘প্রোজেক্ট চিতা’ দেখতে দেখতে চার বছর পূর্ণ করে ফেলল। আর এই চার বছরের মাথায় কুনোর জঙ্গলে ‘কেএনজি-২৩’ এবং ‘সিসিবি-৪’-এর এই অনবদ্য রসায়ন রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে। সাধারণত চিতার ক্ষেত্রে ভাই-ভাই বা একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এমন জোট দেখা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা দুটি পুরুষ চিতার এমন দোস্তি বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের কাছেও এক বিরল ঘটনা।

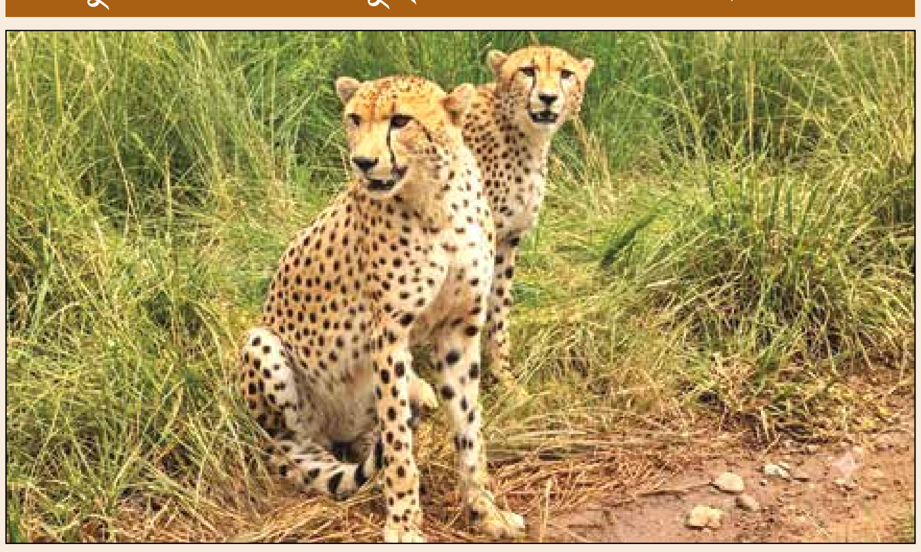

কীভাবে শুরু হল এই বন্ধুত্ব? বনকর্তারা জানাচ্ছেন, এর পিছনে কোনও পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। ঘটনাচক্রে ভারতের মাটিতে জন্ম নেওয়া চিতা ‘কেএনজি-২৩’ আহত হয়ে তার পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যায়। অন্যদিকে, বতসোয়ানা থেকে আসা ‘সিসিবি-৪’-ও ছিল একেবারে একা। শুরুতে তাদের রাখা হয়েছিল একটি তারের বেড়ার দু’পাশে। কিন্তু তখন থেকেই একে অপরের প্রতি একটা কৌতূহল কাজ করত তাদের মধ্যে। পরে যখন বেড়া সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন বনকর্মীরা ভেবেছিলেন হয়তো খাবার নিয়ে দু’জনের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই বাধবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে দেখা যায়, একটি শিকার তারা দিব্যি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে খাচ্ছে।

শুধু খাওয়া নয়, কুনোর ডিরেক্টর উত্তম কুমার শর্মার কথায়, ‘ওরা একে অপরের গা চেটে পরিষ্কার করে দেয়। চোখের আড়ালে চলে গেলে অদ্ভুত শব্দ করে একে অপরকে ডাকে। এমনকি অন্য কোনও চিতার দল আক্রমণ করতে এলে দু’জনে মিলে জোট বেঁধে তাদের রুখে দিচ্ছে।’ সাধারণত পুরুষ চিতারা একটু বয়স্ক হলে অন্য কাউকে সহজে নিজের এলাকায় বরদাস্ত করে না। কিন্তু খুব অল্প বয়সে এই জোট তৈরি হওয়ায় এদের সম্পর্কটা অনেক বেশি মজবুত হয়েছে।

কুনোতে ইতিমধ্যেই ৫২টি চিতা রয়েছে, যার মধ্যে ৩২টির জন্ম ভারতেই। এখন এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হল চিতাদের নিজস্ব এলাকা বা টেরিটরি তৈরি করা। এই দুই ভিনদেশি চিতার বন্ধুত্ব প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, কুনোর পরিবেশের সঙ্গে তারা শুধু মানিয়েই নিচ্ছে না, বরং জঙ্গলের নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র বা ইকোলজিতেও একটা বড়সড়ো পরিবর্তন আনছে। এখন দেখার, জঙ্গলের গভীরে যখন সঙ্গিনী বা এলাকা দখলের আসল লড়াই শুরু হবে, তখন এই ‘ব্রোমান্স’ টিকে থাকে কি না!

নদী সংযুক্তির প্রতিবাদে 'চিতা আন্দোলন'-এ শামিল গ্রামবাসী। শনিবার মধ্যপ্রদেশের পান্নাতে।

ছাপ ফেলল না রাহুলের 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ'

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় গেরুয়াই

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : গর্জন তো শোনাই গেল না। উলটে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (ডিইউএসইউ) সভাপতি, সম্পাদকের মতো চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। শনিবার দীর্ঘ ১৯ রাউন্ড গণনার শেষে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের যে ফলাফল সামনে এসেছে, তাতে আবারও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সংঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন এবিভিপির জয়জয়কার। ছাত্র সংসদের সভাপতি, সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন এবিভিপি প্রার্থীরা। সহসভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন বিক্ষুব্ধ এনএসইউআই তথা নির্দল প্রার্থী। স্বাভাবিকভাবেই এবিভিপির তরফে দাবি করা হয়েছে, দেশের জেন জেড প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেই রয়েছেন। উলটোদিকে কংগ্রেসে ছাত্র সংগঠনের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, গণনায় কারচুপি করা হয়েছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এবিভিপির সমর্থনে কাজ করেছে। শুক্রবার ছিল ভোট। শনিবার সকাল ৮টা থেকে নর্থ ক্যাম্পাসের ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস স্টেডিয়ামের মাল্টিপারপাস হলে গণনা শুরু হয়।

এবিভিপির যশ দাবাস, রিয়া ছাওড়ি এবং লক্ষ্যরাজ সিং ছাত্র সংসদের সভাপতি, সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক জয়ী হয়েছেন। যশ দাবাস ২ হাজারের কিছু বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। রিয়া ছাওড়ি প্রায় ৭ হাজার এবং লক্ষ্যরাজ সিং মাত্র ৮৬৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন। অপরদিকে সহসভাপতি পদে প্রথমে এনএসইউআইয়ের টিকিট পেলেও পরে নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল জয় পেয়েছেন দীপাংশু শোকিন। তিনি ১৩৭০৫ ভোটে জিতেছেন। এবারের ভোটে এসএফআই-আইসা জোট বেঁধেছিল। জিততে না পারলেও বাম জোট ভোট কেটেছে।

বিজয়োল্লাস... দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবিভিপি প্রার্থীরা। শনিবার।

ঘটনাচক্রে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের কয়েক ঘণ্টা পরেই ইন্দোরে 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচি ছিল লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশা এবং শিক্ষাদুর্নীতি নিয়ে তিনি লাগাতার সরব। কিন্তু দিল্লির মতো দেশের প্রথমসারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর তাঁর ওই ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ কর্মসূচির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে। পাশাপাশি সত্যনিকেতনে বিল্ডিং ধসে পড়ুয়া মৃত্যু কিংবা জেন জেড বিক্ষোভের মতো ঘটনাগুলি থেকে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন কোনও ফায়দা তুলতে পারেনি সেটাও ভোটের ফলাফলে স্পষ্ট।

এই জয়ের পর এবিভিপি এবং পড়ুয়াদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপি নেতৃত্ব। শা বলেন, 'এই জয় থেকে পরিষ্কার পড়ুয়ারা দেশই প্রথম মতাদর্শে আস্থা রেখেছেন।' অপরদিকে ছাত্র সংসদের নতুন সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দেবেন বলে জানিয়েছেন। যশ বলেন, 'সত্যনিকেতনের মতো ঘটনা যাতে আগামীদিনে আর না ঘটে সেজন্য আমাদের প্রধান এবং বিশেষ অগ্রাধিকার হল প্রতিটি পেয়িং গেস্ট অ্যাকোমোডেশন এবং হস্টেলের সেফটি অডিট করানো।' গতবারও ছাত্র সংসদের সভাপতি পদে জয়ী হয়েছিল এবিভিপি। ফল প্রকাশের পর এনএসইউআইয়ের সভাপতি বিনোদ জাখর বলেন, 'ভোটগণনায় লাগাতার কারচুপি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবিভিপির সমর্থনে নেমে পড়েছে। ছাত্রদের জনাদেশের সঙ্গে ছেলেখেলা হয়েছে।'

ইউপিআই দেশজুড়ে আন্দোলনে কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রতিবাদের সুর আগেই বেঁধে দিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সেই সুরে এবার ২,০০০ টাকার বেশি নির্দিষ্ট ইউপিআই লেনদেনে ০.৪ শতাংশ মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) চালুর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশজুড়ে আন্দোলনে নামতে চলেছে কংগ্রেস। ১৫ অক্টোবর থেকে নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার কথা। ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যস্তরে বিক্ষোভ এবং দেশজুড়ে প্রচার কর্মসূচি নেওয়ার কথা জানিয়েছে হাতশিবির। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার ইতিমধ্যেই দলের কর্মী, ছোট ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন বণিক সংগঠনকে পথে নেমে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, কর্ণাটক থেকে ওই আন্দোলন অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে। নতুন ব্যবস্থাকে 'লুকোনো মোদি ট্যাক্স' বলে আক্রমণও শানিয়েছে কংগ্রেস।

শুধু নতুন চার্জ নিয়েই নয়, এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সংসদীয় কমিটির আলোচনাকে কেন্দ্রের তরফে যে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, তারও

বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেন, ইউপিআই-তে এমডিআর চালুর নির্দিষ্ট প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির সামনে অনুমোদনের জন্য রাখা হয়নি এবং কমিটিও এই প্রস্তাব অনুমোদন করেনি। তাঁর বক্তব্য, এমডিআর চালুর সাধারণ নীতি নিয়ে কোনও সংসদীয় আলোচনাকে ২,০০০ টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনে ০.৪ শতাংশ চার্জ বসানোর সিদ্ধান্তের অনুমোদন হিসেবে দেখানো যায় না। কংগ্রেসের অভিযোগ, রাজনৈতিক চাপের মুখে কেন্দ্র সংসদীয় কমিটির পূর্ববর্তী আলোচনা ও রিপোর্টকে নিজেদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে ব্যবহার করছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্য যুক্তি, এমডিআর কোনও সরকারি কর নয় এবং এই অর্থ কেন্দ্রের কাছে যাবে না। ব্যাংক, পেমেন্টস অ্যাপ এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী সহ ইউপিআই পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে এই অর্থ বণ্টিত হবে। সরকারের দাবি, বিপুল হারে লেনদেন বৃদ্ধির সঙ্গে ইউপিআই পরিকাঠামো, সাইবার নিরাপত্তা এবং পরিষেবা বজায় রাখতে দীর্ঘমেয়াদে একটি আর্থিকভাবে টেকসই ব্যবস্থার প্রয়োজন।

তরুণদের নতুন কর্মসংস্থানের দিশা দেখাচ্ছে বাণিজ্য চুক্তি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : গোটা বিশ্বে ভারতীয় তরুণদের মেধা ও দক্ষতার ওপর ভরসা বাড়ছে। একইসঙ্গে উন্নত দুনিয়ার একাধিক দেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি তাঁদের জন্য নতুন সুযোগ এনে দিচ্ছে বলে শনিবার দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজধানী দিল্লিতে পরিবেশ সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেশীয় উন্নয়নের গতি ও স্থায়িত্ব তুলে ধরে এ কথা জানিয়েছেন তিনি।

বিজ্ঞান ভবনের ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা এবং তরুণদের সামর্থ্য নিয়ে বিশ্বের বড় প্রত্যাশা রয়েছে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি তরুণদের জন্য সম্ভাবনার

দাবি মোদির

নতুন দরজা খুলে দিচ্ছে।' জি-২০ দেশগুলির মধ্যে ভারত নির্ধারিত সময়ের আগেই প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য পূরণ করেছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের উন্নয়ন একই সঙ্গে দ্রুত এবং পরিবেশবান্ধব।' আর্থিকভাবে দুর্বল দেশগুলির ওপর কার্বন নিঃসরণের দায় অন্যায়ভাবে চাপানোর সমালোচনা করে মোদি জানান, উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ ভারতের তুলনায় অন্তত ছ'গুণ বেশি। তিনি বলেন, দেশের অর্ধেকেরও বেশি স্বীকৃত স্টার্ট-আপ গড়ে উঠেছে ছোট শহরগুলিতে।

পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারের কর্মসূচির হিসাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশে ৫০ লক্ষের বেশি পরিবারে সৌর প্যানেল বসানো হয়েছে, বৈদ্যুতিক গাড়ির বিক্রি বেড়েছে এবং দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন চালু হয়েছে। সেই সঙ্গে মেট্রো রেলের বিস্তার ও প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

জুতোর সুকতলায় টেটের প্রশ্ন

ভিওয়ান্ডি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়াতে জুতোর সুকতলায় লুকিয়ে পাচার হয়েছিল মহারাষ্ট্রের শিক্ষক যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার (টেট) প্রশ্নপত্র। মাত্র আট হাজার টাকা ও জমির লোভে ছাপাখানা থেকে বের করা হয় মোট চারটি সেট।

চাঞ্চল্যকর এই জালিয়াতির তদন্তে নেমে থানে পুলিশ ভিওয়ান্ডি আদালতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পাতার চার্জশিট পেশ করেছে। তাতে নাম রয়েছে ১৮ জন অভিযুক্তের। অন্যতম মূল চক্রী বিজেন্দ্র গুপ্ত সহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও দুই অভিযুক্ত এখনও পলাতক। ওড়িশার পরীক্ষা জালিয়াতিতেও জড়িত এই বিজেন্দ্রর এক আত্মীয়ের বিহারের বাড়ি থেকে আসল প্রশ্নপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

কাশ্মীরের মসজিদে এবার অভিন্ন খুতবা

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর : ঘরে ঘরে মাদকের বিষাক্ত থাবা, সাইবার অপরাধ আর তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা-উপত্যকার এই গভীর সামাজিক ক্ষতগুলো সারাতে এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করলেন কাশ্মীরের ধর্মীয় নেতৃত্ব। মতাদর্শের ভেদাভেদ ভুলে কাশ্মীরের সমস্ত মসজিদ ও ইমামবাড়ায় মাসে অন্তত একদিন একই বিষয়ের ওপর অভিন্ন জুম্মার বয়ান বা 'খুতবা' পাঠ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তথা হুরিয়ত প্রধান মিরওয়াইজ ওমর ফারুক জানিয়েছেন, 'মুত্তাহিদা মজলিস উলেমা'-র ব্যানারে শিয়া ও সুন্নি পণ্ডিতরা উপত্যকাজুড়ে ইমাম এবং স্থানীয় কমিটিগুলোর সঙ্গে নিবিড় আলোচনা চালাবেন। সৌদি আরব বা মিশরের মতো দেশে সরকারের কড়া নিয়ন্ত্রণে অভিন্ন খুতবার চল থাকলেও কাশ্মীরে এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নেওয়া হচ্ছে। মাদকাসক্তি, পারিবারিক বিচ্ছেদ, সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার ও পরিবেশ সংকটের মতো জ্বলন্ত ইস্যুগুলোকে এই বয়ানের মূল বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হবে।

মিরওয়াইজের স্পষ্ট বার্তা, সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব অভিভাবকদেরই নিতে হবে। সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে সমাজের তরুণ প্রজন্মকে আলোর দিশা দেখাতে এবং সামাজিক অবক্ষয় ঠেকাতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এই যৌথ প্রয়াস উপত্যকায় ইতিবাচক বদল আনবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

ফের আত্মহত্যায় প্রশ্নে বম্বে আইআইটি

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর : দ্বিতীয় বর্ষের এক বি.টেক পড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনায় ফের খবরের শিরোনামে বম্বে আইআইটির পোয়াই ক্যাম্পাসে। মৃত পড়ুয়ার নাম সাহিল রবীন্দ্র ভাকোড়ে। এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওই পড়ুয়া পরীক্ষা চলাকালীন মোবাইল ফোন এবং চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেছিল বলে অভিযোগ। তবে ধরা পড়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে কোনওপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে একটি বিবৃতি জারি করেছে আইআইটি বম্বে।

প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য, পরীক্ষা চলাকালীন ওই পড়ুয়া প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে চ্যাটজিপিটিতে আপলোড করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছিল। বিষয়টি নজরে আসার পর উক্ত বিষয়ের শিক্ষক এবং বিভাগীয় প্রধান তার সঙ্গে কথা বলেন। তার কাউন্সেলিং করার পর আশ্বাস দেওয়া হয়, তার ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। আলোচনার পর ওই পড়ুয়া হস্টেলের ঘরে ফিরে যায়। পরে সন্ধ্যার সময় তাকে নিজের ঘরে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। শুক্রবারের এই মর্মান্তিক ঘটনায় বম্বে আইআইটি কর্তৃপক্ষ শোকপ্রকাশ করলেও ক্ষোভে ফেটে পড়েছে মৃত ছাত্রের বাবা-মা এবং বম্বে আইআইটির অন্য পড়ুয়ারা।

মৃত পড়ুয়ার মার অভিযোগ, 'আমার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে, তার ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। আমরা ন্যায়বিচার চাই।' পরিবারের দাবি, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা তরুণ সাহিল কোনওভাবেই ভেঙে পড়ার মতো ছেলে ছিল না, বরং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল তার স্বভাব। সাহিলের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে একটি মামলা রুজু করেছে মুম্বই পুলিশ। আত্মহত্যায় প্ররোচনা সহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে তাতে। এই নিয়ে বম্বে আইআইটির পোয়াই ক্যাম্পাসে গত সাত মাসে তৃতীয় বার পড়ুয়া আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল।

শুক্রবার রাতভর প্রতিষ্ঠানের গেটের বাইরে বম্বে আইআইটির ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন নিহত পড়ুয়ার মা-বাবাও। গভীর রাতে বম্বে আইআইটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও তাতে কোনও সুরাহা হয়নি। শনিবার সকাল থেকে ফের বিক্ষোভে সামিল হন শত শত ছাত্রছাত্রী। পড়ুয়াদের অভিযোগ, পরীক্ষায় মোবাইল ফোন নিয়ে ধরা পড়ার পর সাহিলকে সাসপেন্ড করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। গোটা ঘটনায় স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি বম্বে আইআইটির ডিরেক্টর শীরিষ কেদারের পদত্যাগেরও দাবি তুলেছেন তাঁরা।

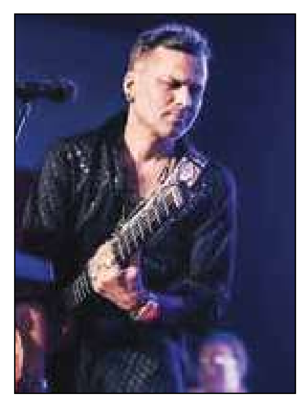

আছো হৃদয়জুড়ে

জুবিন বিদায়ের বর্ষপূর্তিতে স্মরণ স্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর : 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে', জুবিন গর্গের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে যেন এই কথাগুলিই প্রতিধ্বনিত হল তাঁর স্ত্রীর কণ্ঠে।

গত বছর ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে আচমকাই এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অসমিয়া সুরসাধক জুবিনের। শনিবার সেই বিপর্যয়ের বর্ষপূর্তিতে শোক সামলে স্মৃতিমেদুর স্ত্রী গরিমা গর্গ। অগুনতি অনুরাগীর ভিড়ে প্রিয় মানুষকে খুঁজে পাওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বললেন, 'যে দিকেই তাকাই, তাকেই দেখতে পাই।... জুবিন আছে আমার হৃদয়জুড়ে।'

সিঙ্গাপুরে জুবিনের রহস্যজনক মৃত্যুর পর বছর ঘুরে গেলেও মূল সত্য অধরা বলে সরব পরিবার। ক্ষোভ গরিমার গলাতেও। বললেন, 'আমরা সবাই জুবিনের জন্য সুবিচার চাই। ২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে ঠিক কী ঘটেছিল, তা আমরা জানতে চাই। আমরা এখনও সেই উত্তরের অপেক্ষায় আছি এবং আমাদের এই বিচার পেতেই হবে।' একই সঙ্গে জুবিনের জীবনদর্শনের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'অসমের মানুষ জুবিনের অন্ত্যেষ্টি নয়, জুবিন দিবস পালন করেছেন, করছেন। জীবনের সমস্ত লড়াই আর মানসিক চাপকে নিজের ভিতরের শক্তি দিয়ে সৃষ্টিশীলতায় বদলে দিতেন জুবিন।'

অন্যদিকে, প্রিয় শিল্পীর স্মরণে রাজ্যজুড়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে বিজেপি। প্রায় তিন হাজার আটশো মানুষ রক্তদানে নাম নথিভুক্ত করেন। রাজ্য দপ্তরে রক্ত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বললেন, 'আজ আমাদের প্রিয় জুবিন গর্গের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। রক্তদানের মাধ্যমে বিজেপি কর্মী ও আমি দিনটি পালন করছি।' জুবিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবদান স্মরণ করে তিনি আরও বলেন, 'জনগণই জুবিন দিবস তৈরি করেছে, আর জনগণ যা সৃষ্টি করে, সরকার তাকে অনুসরণ করে। অসমের মানুষকে ভালোবাসতেন এমন একজন মানুষ হিসাবেই তাঁকে স্মরণে রাখতে হবে।'

কামারকুচির জুবিন ক্ষেত্রে সর্বধর্ম প্রার্থনাসভা, সংগীতানুষ্ঠান এবং ভাওনার মধ্য দিয়ে তিনদিনের জুবিন দিবস পালিত হচ্ছে। সলিম মার্চেন্ট, কুণাল গাঞ্জাওয়ালার মতো নামী শিল্পীরা গানে গানে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অনুরাগীরা প্রিয় শিল্পীকে এদিন স্মরণ করেন তাঁরই তৈরি সুর ও গান দিয়ে।

মস্তিষ্কের অজানা রহস্য ফাঁস করলেন স্নায়ুবিশারদ

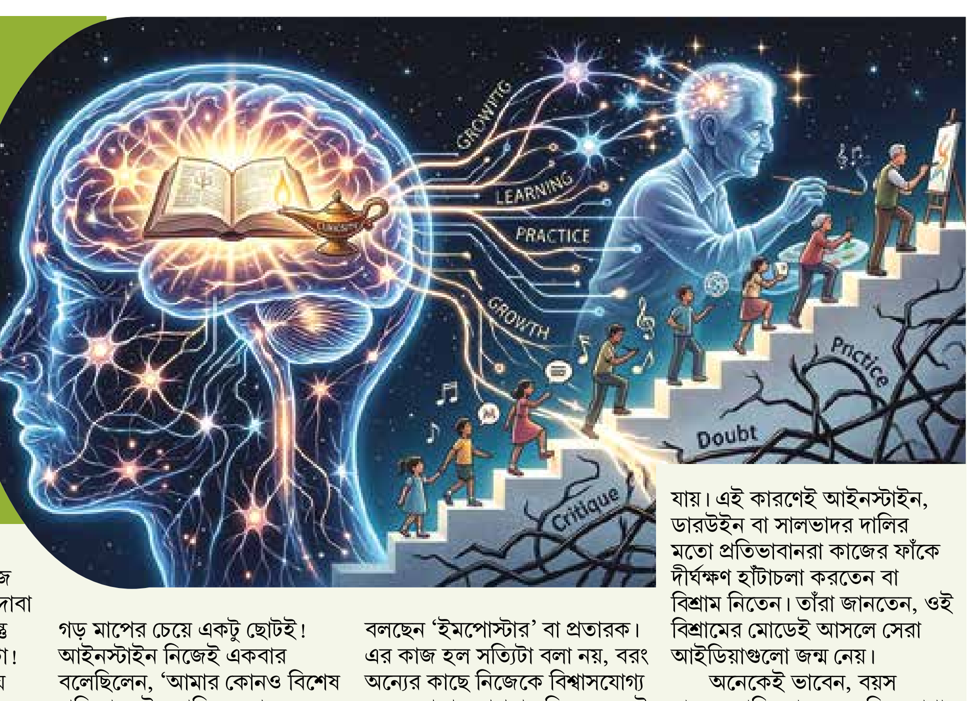

নিউ ইয়র্ক, ১৯ সেপ্টেম্বর : 'ছেলেটা জন্ম থেকেই জিনিয়াস!'— এমন কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু স্নায়ুবিজ্ঞান বা নিউরোসায়েন্স বলছে, জন্মগতভাবে কেউই জিনিয়াস বা প্রতিভাবান হয়ে জন্মায় না। বরং মানুষের মস্তিষ্কই ধীরে ধীরে তাকে জিনিয়াস তৈরি করে। ইনস্টিটিউট ফর পারফরমেন্স নিউরোলজির প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশিষ্ট স্নায়ুবিশারদ ডা. জশ তুর্কনেট তাঁর নতুন বই 'দ্য জিনিয়াস অ্যান্ড দ্য ইমপোস্টার'-এ মানুষের মস্তিষ্কের এমন কয়েকটি গোপন রহস্য ফাঁস করেছেন, যা আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতিভা সম্পর্কে যাবতীয় পুরোনো ধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দেবে।

প্রথমেই আসা যাক আমাদের দৈনন্দিন কাজের কথায়। এই যে আপনি খবরটা পড়ছেন, শব্দগুলি পড়ে অনায়াসে তার মানে বুঝতে পারছেন— এটা কিন্তু মোটেই সহজ কাজ নয়। ১৯৫০-এর দশকে বিজ্ঞানীরা যখন বুদ্ধিমান কম্পিউটার বানাতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়ে উঠবে। আর অঙ্ক কষা বা দাবা খেলা হবে সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ঠিক উলটোটা! বিজ্ঞানীরা দেখলেন, মানুষের যে কাজগুলো সবচেয়ে সোজা মনে হয়, সেগুলোই আসলে সবচেয়ে জটিল। মস্তিষ্ক যখন কোনও কাজ বারবার করে, তখন সেটা সহজ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কাজটা খুব সোজা। এই অনায়াস দক্ষতা আসলে আপনার মাস্টারির প্রমাণ। অর্থাৎ, আপনি ইতিমধ্যেই একজন জিনিয়াস, শুধু আপনি সেটা জানেন না।

এই সাধারণ মস্তিষ্কের ভিতর থেকেই আবার তৈরি হয় অসাধারণ প্রতিভা। ১৯৫৫ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মারা যাওয়ার পর বিজ্ঞানীরা তাঁর মস্তিষ্ক নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন। সবাই ভেবেছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁর ব্রেনে বিশেষ কিছু আছে। কিন্তু অবাক করা বিষয় হল, তাঁর মস্তিষ্ক ছিল একেবারে সাধারণ, এমনকি গড় মাপের চেয়ে একটু ছোটই! আইনস্টাইন নিজেই একবার বলেছিলেন, 'আমার কোনও বিশেষ প্রতিভা নেই। আমি শুধু প্রচণ্ড কৌতূহলী। অর্থাৎ, বিশেষ কোনও

জন্মগত নয়, তৈরি হয় মেধা

হার্ডওয়্যার নয়, বরং জন্মসূত্রে পাওয়া সেই একই হার্ডওয়্যারকে কে কীভাবে ব্যবহার করছে, তার ওপরই নির্ভর করে প্রতিভা।

কিন্তু সমস্যা হল, আমাদের মাথার ভিতর সারাক্ষণ একটা আওয়াজ চলে, যা আমাদের পদে পদে বিচার করে, সমালোচনা করে। ধরুন, আপনি কখনও ভাবলেন, 'আমি অঙ্কে কাঁচা' বা 'আমি গান গাইতে পারি না'। ডা. জশ এই ভিতরের কণ্ঠস্বরকে বলছেন 'ইমপোস্টার' বা প্রতারক। এর কাজ হল সত্যিটা বলা নয়, বরং অন্যের কাছে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। আপনার ভিতরের এই 'প্রতারক' আর 'জিনিয়াস' কখনও একসঙ্গে কাজ করতে পারে না। তাই আপনাকে ঠিক করতে হবে, আপনি কার কথা শুনবেন।

শুধু যে ভিতরের কণ্ঠস্বর আমাদের ধোঁকা দেয় তা নয়, সারাদিন আপনার মস্তিষ্ক এক রকম থাকেও না। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যে মস্তিষ্ক নিয়ে আপনি কাজ শুরু করেন, দুপুরে খাওয়ার পর বা রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় তা সম্পূর্ণ বদলে যায়। এটা অনেকটা মেশিনের আলাদা আলাদা সেটিংয়ের মতো। কখনও কখনও আমরা কোনও চেনা নাম কিছুতেই মনে করতে পারি না, আবার কিছুক্ষণ পর ঠিক মনে পড়ে যায়। কারণ তখন আপনার মস্তিষ্ক অন্য একটা সেটিংয়ে চলে যায়। এই কারণেই আইনস্টাইন, ডারউইন বা সালভাদর দালির মতো প্রতিভাবানরা কাজের ফাঁকে দীর্ঘক্ষণ হাঁটাচলা করতেন বা বিশ্রাম নিতেন। তাঁরা জানতেন, ওই বিশ্রামের মোড়েই আসলে সেরা আইডিয়াগুলো জন্ম নেয়।

অনেকেই ভাবেন, বয়স বাড়লে নাকি আর নতুন কিছু শেখা যায় না। কিন্তু আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞান বলছে, মস্তিষ্ক আজীবন বদলাতে পারে এবং নতুন কিছু শিখতে পারে। তবে বয়স বাড়লে মস্তিষ্ক নতুন কিছু শিখতে একটু অলস হয়ে যায়। সে ভাবে, 'সব তো ঠিকই চলছে, তাহলে আর নতুন করে খাটনি করার কী দরকার?' তাই বুড়ো বয়সে নতুন কিছু শিখতে গেলে আপনার মস্তিষ্ককে একটা জোরালো কারণ দিতে হবে, আর সেই কারণটাই হল আপনার কৌতূহল। তাই দেরি না করে আজই নিজের ভিতরের জিনিয়াসকে জাগিয়ে তুলুন। কারণ আপনার মস্তিষ্কের সেই শেখার ইঞ্জিন আজও বেঁচে আছে, শুধু একটু কৌতূহলের জ্বালানি দিয়ে তাকে চালু করতে হবে!

দেশে চাল উৎপাদনে রেকর্ড ঘাটতির শঙ্কা

হায়দরাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর : বর্ষার খামখেয়ালিপনার মাশুল গুনতে চলেছে দেশের কৃষি অর্থনীতি। গত দু'দশকের মধ্যে এই প্রথমবার ভারতে চাল উৎপাদনে একটি বড়সড়ো ঘাটতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ধান পাকার ঠিক মুখে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় এবার দেশে প্রায় এক কোটি (১০ মিলিয়ন) মেট্রিক টন চাল উৎপাদন কম হতে পারে, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৬.৫ শতাংশ কম। ২০০৯-১০ সালে এল নিনোর প্রভাবে খরায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তারপর থেকে এমন ঘাটতি আর দেখা যায়নি।

রাইস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিভি কৃষ্ণা রাও জানিয়েছেন, বিশেষ করে দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে দীর্ঘদিনের শুষ্ক আবহাওয়া ফলনে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। ১ জুন থেকে দেশে

দু'দশকে প্রথমবার

প্রায় ১৫ শতাংশ বৃষ্টি কম হয়েছে, কোনও কোনও ধান উৎপাদনকারী রাজ্যে এই ঘাটতি ৪২ শতাংশ পর্যন্ত! এর জেরে খোলা বাজারে উন্নত মানের চালের দাম অনেকটাই বাড়তে পারে।

তবে উৎপাদনে ঘাটতি হলেও সাধারণ মানুষের এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ, গত কয়েক বছর ধরে দেশে যে বিপুল পরিমাণ চাল মজুত করা হয়েছে, তা দিয়ে অনায়াসেই এই ধাক্কা সামাল দেওয়া সম্ভব। ১ সেপ্টেম্বরের হিসেব অনুযায়ী, সরকারি গুদামে প্রায় ৫৯.৬ মিলিয়ন টন চাল মজুত রয়েছে, যা সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। ফলে চাল রপ্তানিতে এখনই কোনও কোপ পড়ছে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শিশু কিশোর আসর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ 11

ভল্লুকের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে ২১০০ গুণ তীব্র। কয়েক মাইল দূর থেকে ওরা খাবারের গন্ধ পায়।

লেখালেখি

লক্ষ্মীপুজোর সেই স্মৃতি আমি ভুলতে পারিনি।

ওপরে দেওয়া বিষয় নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ঠিকানা। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

মিন্টুর নতুন জামা

সুদীপ্ত কুণ্ডু

বাতাসে তখন শিউলি ফুলের গন্ধ। পুজো আসতে আর ক'দিন মাত্র বাকি। মিন্টু গত কয়েক দিন ধরে খুব খুশি, কারণ মা বলেছে এবার পুজোয় ওকে নতুন জামা কিনে দেবে। পরপর দু-বছর পুজোয় তার নতুন জামা হয়নি। গত বছর ছোট বোন তুলি খুব বায়না করায় বাবা-মা তাকেই নতুন জামা কিনে দিয়েছিল। তখন মা মিন্টুকে বলেছিল, 'এ বছর বোনকে দিলাম, সামনের বছর ঠিক তোকে দেব বাবা। ও তো ছোট, তুই মন খারাপ করিস না।' মিন্টু বোনকে খুব ভালোবাসে। নিজের একটু কষ্ট হলেও বোনের হাসিমুখ দেখে সে রাজি হয়ে গিয়েছিল।

মিন্টুর বাবা ভ্যান চালান। মা জ্যোৎস্না একটি বাড়িতে রান্নাবান্না ও বাসন মাজার কাজ করেন। তুলি ছোট হওয়ায় মা বেশি বাড়িতে কাজ করতে পারেন না। সকাল সকাল মিন্টুর বাবা-মা দুজনেই কাজের খোঁজে বেরিয়ে যান। মিন্টু কলোনির স্কুলেই পড়ে। তারা যখন থাকে না, তখন তুলিকে দেখে রাখেন পাশের বাড়ির দিদা।

পুজোর সময় কাজের বাড়ি থেকে বোনাস হিসেবে কিছু বাড়তি টাকা পাওয়া যায়। আজ মিন্টুর মা কাজের বাড়ি থেকে ফিরে বললেন, 'মিন্টু, শ্রাবণী বৌদি বলেছে দু-একদিনের মধ্যেই পুজোর টাকাটা দিয়ে দেবে। টাকাটা পেলেই তোর জামাপ্যান্ট আগে কিনব।' মিন্টু হেসে বলল, 'না মা, আগে বোনেরটা কিনে দিও। তারপর টাকা বাঁচলে আমারটা কেনো। আমি তো বড়, তাই না মা?' ছেলের কথা শুনে জ্যোৎস্নার চোখে জল চলে আসে। ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ বাবা, তুই তো অনেক বড়। ক্লাস থ্রিতে পড়িস।'

ক'দিন পর শ্রাবণী বৌদি টাকাটা দিলেন। জ্যোৎস্না পরম যত্নে টাকাটা শাড়ির আঁচলে শক্ত করে বেঁধে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। বাজার থেকে মাছ, সামান্য কিছু তরকারি, আলু, পেঁয়াজ কিনে তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছোলেন। ভাবলেন, প্রথমেই টাকাটা ট্রাঙ্কে তুলে রাখবেন। কিন্তু আঁচলের বাঁধন খুলতে গিয়েই তাঁর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। কোথায় টাকা! কখন যে আঁচলের বাঁধন আলগা হয়ে টাকাটা রাস্তায় পড়ে গেছে, তিনি টেরই পাননি। জ্যোৎস্নার মাথাটা ঘুরে উঠল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মিন্টুকে বললেন, 'বোনকে দেখিস, আমি এক্ষুনি আসছি।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে বাজারে গেলেন। শেষবার আলু-পেঁয়াজ কিনেছিলেন, হয়তো সেখানেই পড়েছে! আলু-পেঁয়াজ বিক্রেতা কালুদা সব শুনে বললেন, 'দেখো মা, আমার সামনে তো পড়েনি। পেলে আমি ঠিক তোমাকে দিয়ে দিতাম।' জ্যোৎস্না আর পারলেন না, বাজারের মধ্যেই চোখে জল নিয়ে বসে পড়লেন। তাঁকে ঘিরে ছোটখাটো একটা জটলা তৈরি হল। সবাই বলল, রাস্তায় হারানো টাকা আর পাওয়া যাবে না।

কোনওমতে বাড়ি ফিরে এসে জ্যোৎস্না উনুনে ভাত বসালেন। মিন্টু আর তুলিকে খেতে দিয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, 'হে ঠাকুর। এ বছরও আমার ছেলেমেয়ে দুটোকে নতুন জামাকাপড় দিতে পারলাম না।' মায়ের কান্না দেখে মিন্টু গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। ছোট্ট হাতে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'মা, তুমি কেঁদো না। আমি তো বড় হয়েছি, পুরোনো জামাতেই আমার পুজো খুব ভালো কেটে যাবে।'

আজ ষষ্ঠী। চারিদিকে ঢাকের আওয়াজ। কিন্তু মিন্টুদের ছোট্ট ঘরে মন খারাপের মেঘ। সন্ধেবেলা জ্যোৎস্না যখন তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছিলেন, তখন বাইরে থেকে কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকল। বাইরে বেরিয়ে তিনি অবাক। শ্রাবণী বৌদি আর তাঁর মেয়ে মিষ্টু দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি বললেন, 'আরে বৌদি, কী ব্যাপার। এসো, ঘরে এসো।' মিন্টুদের ওই একটাই ছোট ঘর। ঘরের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই বিছানা, অন্য পাশে রান্নার ব্যবস্থা।

শ্রাবণী বৌদি ঘরে ঢুকে বললেন, 'মিন্টু, তুলি, একটু এদিকে আয় তো বাবা। দেখ, তোদের জন্য কী এনেছি!' মিন্টু আর তুলি অবাক হয়ে দেখল, শ্রাবণী বৌদি সবার জন্য নতুন জামাকাপড় এনেছেন। তুলির গাল টিপে আদর করে তিনি বললেন, 'কাল সকালে নতুন জামা পরবে, কেমন?' আবেগে জ্যোৎস্নার গলা ধরে এল। তিনি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'বৌদি, ছোটদের দিলে ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের সবার জন্য আবার জামাকাপড় আনতে গেলেন কেন?'

শ্রাবণী বৌদি একটু হেসে বললেন, 'আজ সকালে বাজারের আলু বিক্রেতা কালুদার কাছে শুনলাম, তুমি টাকা হারিয়ে কাল খুব কাঁদছিলে। পুজোয় সবার নতুন জামাকাপড় হবে, আর তোমাদের হবে না, তাই কি হয়?' এরপর বৌদি ব্যাগ খুলে একটা ৫০০ টাকার নোট জ্যোৎস্নার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই টাকাটা রাখো। তোমরা পুজোয় ভালো কিছু খেয়ো। আজ আসি।'

আনন্দে মিন্টু আর তুলি মাকে জড়িয়ে ধরল। জ্যোৎস্না চোখে জল আর মুখে একগাল হাসি নিয়ে বললেন, 'বৌদি, আবার এসো কিন্তু!'

সন্ধিপুজোর সন্ধিক্ষণে

পিয়াল ভট্টাচার্য

চৌধুরীবাড়ির সন্ধিপুজোর আয়োজন চলছে। তখন রাত দেড়টা। এমন সময় সিংহদুয়ারের সামনে সিংহরাজের বিশাল গর্জন শোনা গেল। সিংহরাজ তাঁর ছেলেপুলেদের নিয়ে সটান জঙ্গল থেকে চৌধুরীবাড়িতে প্রতিমা দর্শন করতে চলে এসেছেন। তাই না দেখে সারা বাড়িতে হইচই চিৎকার ছুটোছুটি কাণ্ড। কে কোথায় পালাবে? সিংহরাজ বলছেন, 'ভয় নেই, মারতেও আসিনি, ধরতেও আসিনি। চলে এলাম দুগ্গা ঠাকুর দেখতে। ছানাপোনারা বায়না ধরেছে। মানুষেরা নাকি আমার প্রতিমাও গড়ে পুজো করছে। শুনছি খুব ঘটা করে পুজো হয়। তাই ছানাদের ভারী দেখার শখ।'

সিংহরাজের কথা শুনে বাড়ির মহিলারা উলুধ্বনি দিতে লাগল। কেউ শাঁখ বাজাতে লাগল। কর্তামা গলায় আঁচল দিয়ে সিংহরাজকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে স্বাগত জানালেন। মহাষ্টমীর সন্ধিপুজোর মুহূর্তে স্বয়ং মা দুর্গার বাহন এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এ কী কম সৌভাগ্যের।

প্রতিমা দর্শন করেই সিংহরাজ 'এ কী!' বলেই দাঁত খিঁচিয়ে বিশাল গর্জন করে উঠলেন, 'আমি রাজা। আমার পিঠে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক গয়নাগাটি পরা রানি সেজে সামান্য মহিলা। এই তবে দুগ্গা! সে আবার দশটি হাত বের করে অস্ত্রপাতি নিয়ে আমায় শাসন করছে। আবার আমাকে দিয়ে মোষ মেরেছে আর একটা দৈত্যের মতো মানুষকে কামড়ে শিকার করাচ্ছে। তার মানে বোঝাচ্ছে ওই সুন্দরী রানি আমার ঘাড়ে চেপে আমাকে দিয়ে শিকার করিয়ে তারপর ভোজ খাবে? আর না করলে ওপরের হাতের খাঁড়াটা বাগিয়ে ধরে আছে আমার দিকে। তার মানে কী! তার মানে আমি ওর পোষা? হুকুমের দাস? ও আমার প্রভু? এত অপমান! তবে রে! এবার এই বাড়ির এক-একটাকে ধরব আর খাব।' এই শুনে যে যেদিকে পারল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট। একেবারে লন্ডভন্ড কাণ্ড। সিংহ গর্জন করে বলছে, 'কে গড়েছে এই প্রতিমা?' চৌধুরীবাড়ির বর্তমান কর্তা বড় ছেলেকে সামনে পেয়ে তার দিকে তেড়ে যায়। কর্তা বলেন, 'আমি না, আমি না, পালমশাই গড়েছেন।'

'কোথায় পালমশাই?' পালমশাই প্রতি বছর অসম থেকে আসেন প্রতিমা গড়তে চৌধুরীবাড়িতে। তাঁরা বাপঠাকুরদার আমল থেকে এ বাড়িতে প্রতিমা গড়ছেন। পুজোর ক'দিন চৌধুরীবাড়িতেই থাকেন। কর্তামশাই নিজেকে বাঁচাতে দেখিয়ে দিলেন, 'ওই যে বারবাড়ির বারান্দায় বসে আছেন।' সিংহ পালমশায়ের দিকে ছুটে যায় আক্রমণ করতে। পালমশাই হাতজোড় করে বলেন, 'আমায় মেরো না, খেও না। যেমন ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম, আমি তেমন প্রতিমা গড়েছি।'

'কে শাস্ত্র রচনা করেছেন?'

'পণ্ডিতমশাই জানেন।'

'কোথায় পণ্ডিত?' পণ্ডিতমশাই তো ভয়ে দৌড়ে চণ্ডীমণ্ডপের পাশে যেখানে বেলবরণ হয়, সেই বেল গাছটার পেছনে লুকিয়ে ইষ্টনাম জপছেন। পালমশাই কী করবেন? নিজেকে বাঁচাতে দেখিয়ে দিলেন, 'ওই যে ওই দিকে।'

'তবে রে! আয় ব্যাটা পণ্ডিত।' পণ্ডিতের দিকে তেড়ে যায়। পণ্ডিতের হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপছে। বলেন, 'আমি না, আমি না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা শাস্ত্র রচনা করেছেন।'

'কোথায় সেই পূর্বপুরুষেরা? ডেকে আন।'

'তাঁরা তো পূর্বেই গত হয়ে গেছেন।'

'মানে?'

'পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছেন।'

'ও বুঝেছি, পাঁচটা ভূত হয়ে গেছে তো?'

'না, এর মানে অন্য।'

'আমার মানে বোঝার দরকার নেই।'

'যাক, মঙ্গল।'

'আগে বল, এখন কে এই অন্যায়ের উত্তর দেবে?'

পণ্ডিত ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'বাড়ির ঠাকুরদার কাছে যান সিংহমশাই। তিনি ভালো শাস্ত্র জানেন।'

'কোথায় ঠাকুরদা?' ঠাকুরদা তো ঠাকুরদালানের এক কোণে থেবড়ে বসে ঠাকুরের নাম জপ করছেন। তাঁর দৌড়ে পালাবার ক্ষমতা নেই। সিংহ ঠাকুরদার সামনে গিয়ে এক হুংকার দিল, 'তুই ঠাকুরের দাদা? তাই এমন ঠাকুর গড়ার নির্দেশ দিয়েছিস?'

'না না, আমি ঠাকুরদা। মানে এই বাড়ির সকলের উপরে মধ্যমণি।'

'বল শিগগির তোদের শাস্ত্রের কথা। আমার এমন মানহানিকর মূর্তি কেন গড়া হয়েছে? কত বছর ধরে চলছে? বল সত্যি করে। নইলে তোর ঘাড় মটকে খাব।'

'প্রায় দুশো বছর ধরে।'

'এত বছর ধরে তোরা আমাদের রাজকুলের বদনাম করছিস! আর রক্ষে রাখব না।' ঠাকুরদা দেবী দুর্গার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'মা দুর্গা, রক্ষা করো।'

'খবরদার! ঠাকুরদার গায়ে স্পর্শ করে দ্যাখ একবার!' হঠাৎ দোতলার ঘর থেকে এক শিশুর কণ্ঠ ভেসে এল। সিংহ ওপর দিকে তাকিয়ে দেখে দোতলার ঘরের জানলা দিয়ে এক ছোট্ট ছেলে খবরদারি করছে। সে আর কেউ নয়, চৌধুরীবাড়ির নাতি শঙ্খদীপ।

শঙ্খদীপ বলল, 'এই দ্যাখো সিংহমশাই, তোমার ছানাদের আমি অপহরণ করে আমাদের ঘরে বন্দি করে রেখেছি।' বলে সিংহের ছানাগুলোকে জানলার কাছে এনে দাঁড় করিয়ে দেখাল। ছানাগুলো তো চিৎকার করছে। শঙ্খদীপ বলল, 'কাউকে যদি তুমি আক্রমণ করো, তোমার এই ছানাদের আমি বন্দি করে রেখেছি। এদের মুক্তি হবে না।' সিংহ ঘাবড়ে গেল। কোন ফাঁকে তার ছানাদের অপহরণ করে নিয়েছে শঙ্খদীপ বুদ্ধি করে। সিংহ চুপ করে গেল। ঠাকুরদার সামনে চুপটি করে বসল।

ঠাকুরদা কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'দয়া করে শান্ত হয়ে বসুন সিংহমশাই। সব কারণ বলছি।'

'দুর্গাপুজো এক মহাপুজো। মহাশক্তি মহামায়ার পুজো। তিনি জগতের সকলের মা। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য এই পুজো আমরা করি। তিনি জগতের জননী। তিনি সামান্য নারী নন। প্রতিটি পশুপক্ষী, বৃক্ষ, পতঙ্গ সকলের জননী তিনি। আমাদের শাস্ত্রে তাঁর যত মন্ত্র আছে, সব জগতের সকলের কল্যাণে তাঁকে তুষ্ট করার মন্ত্র। জননীকে পিঠে ধারণ করা তো মহাভাগ্যের ব্যাপার। তাছাড়া এই জগজ্জননীর সঙ্গে তাঁর বাহন সিংহকেও তো আমরা পুজো করি। এটা দেবীর যুদ্ধং দেহি রূপ। আপনিও দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন মহিষাসুররূপী অশুভ শক্তির সঙ্গে। এতে আপনার সম্মান কোথায় ক্ষুণ্ণ হল? জগতে আপনার আসন অনেক উচ্চে উঠে গেল। তিনি মহাশক্তিশালিনী দেবী দুর্গা। সকল দুর্গতিনাশিনী বলেই তিনি দুর্গা। তাঁর বাহন মহাশক্তিশালী সিংহই তো হবে। চামচিকে বা খেঁকশিয়াল তো হবে না।'

'তাই নাকি? তাহলে আমাকে অপমান করার জন্য তোরা আমার মূর্তি করিসনি?'

'একদম না গো সিংহমশাই। কত মানুষ ঠাকুরের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও দর্শন করছে। ভক্তি করছে।'

'সত্যি?'

'সত্যি সত্যি সত্যি। তিন সত্যি করলাম।' সিংহ কেশর ঝাঁকিয়ে বলল, 'এবার বুঝলাম।' ঠাকুরদা বললেন, 'পুজোর দিনে আমার বাড়িতে এসেছেন ছানাপোনাদের নিয়ে। প্রসাদ খেয়ে যান।' সিংহরাজ গ্যাঁট হয়ে বসলেন। শঙ্খদীপ ছানাগুলোকে এনে সিংহের পাশে ছেড়ে দিল। তারপর পেট ভরে সিংহরাজ ছানাপোনাদের সঙ্গে নিয়ে চেটেপুটে ভোগ খেলেন। লম্বা ঢেঁকুর তুলে বললেন, 'আহা অমৃত।' ঠাকুরদা বললেন, 'সিংহমশাই পুজো দেখে যান। এখন হবে সন্ধিপুজো। অষ্টমী আর নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এখন সেই মহাসন্ধিক্ষণ। সন্ধিপুজো শুরু হবে।'

বলতে বলতেই একশো আট প্রদীপ জ্বলে উঠল। জোর ঢাক কাঁসির বাদ্য শুরু হল। মা ডাকছে, 'শঙ্খ-শঙ্খদীপ ওঠ। সন্ধিপুজো শুরু হচ্ছে। অঞ্জলি দিবি না?' শঙ্খদীপ ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসল। তখনও ওর স্বপ্নের ঘোর ভালোভাবে কাটেনি।

দামি খাবার

পৃথিবীতে এমন কিছু খাবার আছে, যেগুলোর এক চামচের দাম দিয়ে একটা দামি সাইকেল বা ভিডিও গেম কেনা যাবে। যেমন— আলমাস ক্যাভিয়ার। ক্যাভিয়ার হল ক্যাস্পিয়ান সাগরের প্রায় ১০০ বছর বয়সি বিরল অ্যালবিনো স্টার্জন মাছের ডিম। এই ডিম সোনার কৌটোয় ভরে বিক্রি হয়। এর এক কেজির দাম প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা।

এর পরেরটি হল সাদা ট্রাফল। ট্রাফল হল একধরনের মাশরুম। এটি মাটির বেশ গভীরে জন্মায়। এটি মূলত ইতালিতে পাওয়া যায়, তবে খুঁজে বের করা ভীষণ কঠিন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বা শূকর ঘ্রাণশক্তি ব্যবহার করে মাটি খুঁড়ে এগুলো বের করে। এর এক কেজির দাম কয়েক লক্ষ টাকা।

জাপানে একজাতের মিষ্টি তরমুজ পাওয়া যায়, যার নাম ইউবারি কিং মেলন। এগুলো এমনভাবে যত্ন করে বড় করা হয় যে, প্রত্যেকটি ফলের আকার একদম নিখুঁত গোল হয়। এমনকি এদের রোদ থেকে বাঁচাতে টুপিও পরানো হয়। নিলামে এক জোড়া ইউবারি মেলন প্রায় ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রি হওয়ারও রেকর্ড আছে।

আমাদের লেখালেখি

সিদ্ধিদাতা গণেশ

দুর্গা ঠাকুরের টিমের সব ঠাকুরই আমার বেশ পছন্দের। তবে তাঁদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হলেন সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুর। শুধু আমার না, অনেকেরই প্রিয় তিনি। মহালয়াতে যখন কোনও পৌরাণিক কাহিনী শুরু হয়, তাতে অনেক মজা হয়। তবে যখন গণেশ ঠাকুরকে নিয়ে কোনও পৌরাণিক গল্প বলা হয়, তখন তাতে এক আলাদা অনুভূতি জাগে। তাঁর মিষ্টি মুখ ও বড় বড় চোখ আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় শুধু আমার নয়, সকলেরই খুব ভালো লাগে। মঙ্গল কাজ অর্থাৎ কোনও শুভ কাজ করার আগে তাঁর পুজো করা হয়। ছোটবেলায় তিনি খুব দুষ্টু ছিলেন। তিনি তাঁর বাহন ইঁদুরকে নিয়ে অনেক মজার মজার কাজ করেছেন। সেসবের মধ্যে মোদক চুরি অন্যতম। তাঁর প্রতিমাতেও তিনি মোদক ধরে

থাকেন, যা আমার খুব প্রিয়।

- **স্নেহাংশু মণ্ডল**, সপ্তম শ্রেণি

প্রিয় সরস্বতী

মা দুর্গার পরিবারের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হলেন দেবী সরস্বতী। তিনি বুদ্ধি-জ্ঞান-বিদ্যা, সংগীত ও শিল্পকলার দেবী। তাঁকে সাধারণত সাদা পোশাকে, হাতে বীণা এবং রাজহাঁসের উপর বসে থাকতে দেখা যায়। তাঁর শান্ত ও সুন্দর রূপ আমার খুব ভালো লাগে।

আমি পড়াশোনা করতে ভালোবাসি তাই দেবী সরস্বতীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে। প্রতি বছর বসন্তপঞ্চমীর দিনে আমরা সরস্বতীপুজো করে থাকি। এই দিনটি আমার খুব আনন্দের। আমরা মায়ের কাছে ভালোভাবে পড়াশোনার করার

এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য আশীর্বাদ চাই। দেবী সরস্বতী আমাদের জ্ঞানের আলো দেখান এবং ভালো মানুষ হতে অনুপ্রেরণা দেন। তাই মা দুর্গার পরিবারের মধ্যে দেবী সরস্বতীই আমার সবচেয়ে প্রিয়।

- **কৃতি রায়**, সপ্তম শ্রেণি

আঁকিবুকি

রাইমা সরকার, একাদশ শ্রেণি, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল

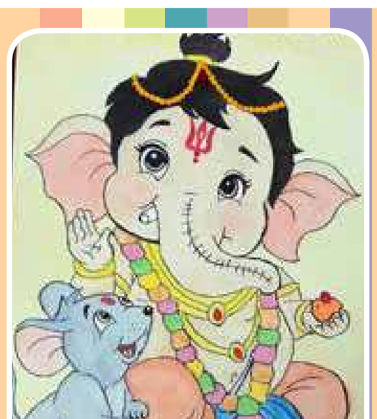

মধুমিতা রায়, অষ্টম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

স্বস্তিকা পাল, ষষ্ঠ শ্রেণি, শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ

সমৃদ্ধি দাস, পঞ্চম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

স্বাস্থ্য বিমা আবশ্যিক

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

চিকিৎসার খরচ যেভাবে দিন দিন বাড়ছে, প্রতিটি মানুষেরই এখনই স্বাস্থ্য বিমা করানো একান্ত আবশ্যিক। হঠাৎ করে হাসপাতালে ভর্তি বা জটিল কোনও অস্ত্রোপচার সব ক্ষেত্রেই বিপুল খরচের সম্মুখীন হতে হয়। এই খরচ আপনার জমানো টাকা শেষ করে দিতে পারে। বিশাল এই এককালীন খরচ থেকে বাঁচতে তাই স্বাস্থ্য বিমা করানো জরুরি। শুধু স্বাস্থ্য বিমা করালেই হবে না, জেনে নিতে হবে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি। বিশেষত আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিমা করাতে হবে। স্বাস্থ্য বিমা মূলত দুই ধরনের হয়-

এই দেশে জীবন বিমা নিয়ে সচেতনতা বাড়লেও স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রে তা অনেকটাই কম। এর প্রধান কারণই হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কোনও টাকা ফেরত পাওয়া যায় না। তবে পলিসির মেয়াদে কোনও ক্লেম না হলে পরে বিমার প্রিমিয়ামে অনেক ক্ষেত্রে ছাড় পাওয়া যায়। যাই হোক না কেন, বর্তমানে প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাস্থ্য বিমা করানো জরুরি।

রি-ইমবার্সমেন্ট

এই ধরনের স্বাস্থ্য বিমায় গ্রাহককে চিকিৎসা সংক্রান্ত সব খরচ করে নিয়ে পরে সংশ্লিষ্ট বিমা সংস্থার কাছে সেই টাকা দাবি করতে হয়।

এই ধরনের স্বাস্থ্য বিমা সব থেকে বেশি কাজে লাগে যখন হঠাৎ করে হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে ভর্তি হতে হয়। সেই হাসপাতাল বা নার্সিংহোম সংশ্লিষ্ট বিমা সংস্থার নেটওয়ার্কে না থাকলেও বিমার টাকা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে।

- চিকিৎসা সংক্রান্ত সব খরচের বিল সহ অন্যান্য নথি গুছিয়ে রাখতে হবে।
- ভর্তি হওয়ার সময় থেকে ছাড়া পাওয়া পর্যন্ত যাবতীয় ওষুধ ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার টাকাও বিমা সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া যায়।
- পরিকল্পনামাফিক হাসপাতালে কোনও অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসার জন্য ভর্তি হলে তা হাসপাতালে ভর্তির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিমা সংস্থাকে জানিয়ে দিতে হয়।

ক্যাশলেস

এই ধরনের স্বাস্থ্য বিমা সংস্থার নেটওয়ার্কে থাকা কোনও হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হলে কোনও নগদ টাকা আপনাকে দিতে হবে না। পুরো খরচই বিমা সংস্থা বহন করবে। বিমার সীমা পেরিয়ে গেলে বাড়তি সেই খরচ শুধু আপনাকে বহন করতে হবে। এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে—

- হাসপাতাল ভেদে ক্যাশলেস বিমার চিকিৎসার নিয়মও ভিন্ন হয়। চিকিৎসা শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের নিয়ম জেনে নিতে হবে।
- ভর্তির সময় স্বাস্থ্য বিমার নথি, কার্ড, চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ইত্যাদি জমা করতে হয়।
- পলিসির মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন খরচের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকে। অর্থাৎ কোন কোন খরচ বিমা সংস্থা দেবে, সেই বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

স্বাস্থ্য বিমা সম্পর্কে আরও কয়েকটি বিষয় জেনে রাখতে হবে—

- যে কোনও ব্যক্তি শুধু নিজের বা পরিবার সহ স্বাস্থ্য বিমা করতে পারেন। পরিবারের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান (২৫ বছর বয়সের কম) এবং বাবা-মা বিবেচ্য।
- জটিল অসুখ যেমন ক্যানসার, স্ট্রোক, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া, এর জন্যও স্বাস্থ্য বিমা করানো যায়।
- প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও (সাধারণত ৬০ থেকে ৬৫ বছর বয়স) স্বাস্থ্য বিমা করানো যায়।
- কম খরচে বিমার সীমার বেশি খরচ হলে তা মেটানোর জন্য টপ আপ করা যায়।
- কোনও সংস্থা তার কর্মচারীদের জন্য গ্রুপ হেলথ ইনসুরেন্স করাতে পারে।
- মাতৃত্বকালীন খরচের জন্যও স্বাস্থ্য বিমা করানো যায়।

দশ বছরে গ্লোবাল টেক-জায়েন্ট হয়ে উঠছে জিও

দশ বছর আগে সস্তায় ইন্টারনেট আর ফ্রি কলিংয়ের সুবিধা দিয়ে ভারতের টেলিকম বাজারে কার্যত সুনামি এনেছিল রিলায়েন্স জিও। সাধারণ মানুষের কাছে মোবাইল ডেটা তখন ছিল মহার্ঘ বিলাসিতা, আর জিও সেটাকেই করে তুলেছিল জলভাতের মতো সহজ। কিন্তু প্রথম দশকের সেই সাবস্ক্রাইবার বাড়ানো আর সস্তা ডেটা খরচের পরিসংখ্যান এখন অতীত। জিও এখন আর নেহাতই একটা মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার বা টেলিকম কোম্পানির গণ্ডিতে আটকে নেই। বরং 'মেড ইন ইন্ডিয়া' বা দেশীয় প্রযুক্তি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই), এন্টারপ্রাইজ প্ল্যাটফর্ম এবং নিজস্ব মেধা স্বত্ব (আইপি) কাজে লাগিয়ে তারা এখন একটি আস্ত আন্তর্জাতিক স্তরের টেকনলজি কোম্পানিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে।

কোম্পানির দশম জন্মবার্ষিকীতে জিও প্ল্যাটফর্মস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আকাশ আম্বানির গলাতেও শোনা গিয়েছে সেই একই সুর। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'জিও আজ একটি টেলিকম কোম্পানির চেয়ে অনেক বেশি কিছু। আমরা ভারতেই কানেক্টিভিটি, ডিজিটাল প্রোডাক্ট এবং এআই-এর ওপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তি তৈরি করছি। আমাদের লক্ষ্য এই দেশীয় প্রযুক্তির সুবিধা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতকে একজন প্রযুক্তির স্রষ্টা বা 'টেকনলজি ক্রিয়েটর' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।'

২০১৬ সালে যখন জিও বাজারে আসে, তখন এদেশের টেলিকম দুনিয়াকে পরিকাঠামোর জন্য মূলত বিদেশের ওপরই নির্ভর করতে হত। কিন্তু সেই ছবিটা জিও পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। তারা নিজেদের ফাইভ-জি কোর এবং ওএসএস/বিএসএস সিস্টেম— অর্থাৎ যে সফটওয়্যার দিয়ে পুরো নেটওয়ার্ক, বিলিং এবং প্রোভিশনিং নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করেছে। ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে, মাত্র ১৫ মাসের রেকর্ড সময়ে তারা গোটা দেশে ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।

রিপোর্টের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত জিও-র ফাইভ-জি গ্রাহক সংখ্যা ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর তাদের মোট গ্রাহক সংখ্যা এখন ৫২ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি! এই বিপুল পরিমাণ গ্রাহকভিত্তি জিও-র কাছে একটা সুবিশাল 'লাইভ টেস্টিং ল্যাবরেটরি'-র মতো। এখানে তারা নিজেদের তৈরি যে কোনও নতুন প্রোডাক্ট কোটি কোটি মানুষের ওপর অনায়াসে পরীক্ষা করে তাকে আরও উন্নত করে তুলতে পারে, যা বিশ্বের খুব কম টেক কোম্পানির ভাগ্যেই জোটে।

শুধু নেটওয়ার্কের জগতেই নয়, মেধা স্বত্ব বা পেটেন্টের খাতায় চোখ রাখলেও জিও-র এই প্রযুক্তিগত বিপ্লবের আঁচ পাওয়া যায়। ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত জিও প্ল্যাটফর্মস এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলি ফোর-জি, ফাইভ-জি, সিক্স-জি, এআই এবং ক্লাউড প্রযুক্তির ওপর মোট ৬,৮১৭টি পেটেন্ট ফাইল করেছে। এর মধ্যে বিশ্বজুড়ে ১,০০৯টি পেটেন্ট ইতিমধ্যেই মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। এককথায়, পরিকাঠামো চালানোর জন্য আর প্রযুক্তির মুখাপেক্ষী নয় তারা, বরং প্রযুক্তি নিজেই আজ জিও-র আসল 'প্রোডাক্ট' হয়ে উঠেছে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ** : বর্তমান মূল্য-১২২৬.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১১/১২২৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২০০-১২২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৫৯৬৩০, টার্গেট-১৩৮০।
- **জিও ফিন্যান্সিয়াল** : বর্তমান মূল্য-২২৯.৮৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩২১/২২৩, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২১০-২২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫১৭৯৯, টার্গেট-৩২০।
- **সিডিএসএল** : বর্তমান মূল্য-১৩৯০.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৭৩/১১১৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩০০-১৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯০৫১, টার্গেট-১৬০০।
- **অসওয়াল পাম্প** : বর্তমান মূল্য-২৭৮.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮০২/২৬৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-২৬০-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১৭০, টার্গেট-৪২৫।
- **ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া** : বর্তমান মূল্য-২৬৬.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৮৯/১৬৩, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-২৪৫-২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৯৭০, টার্গেট-৩৭০।
- **সিজি পাওয়ার** : বর্তমান মূল্য-৮৯২.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৮০/৫২৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৮২০-৮৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪০৫৩০, টার্গেট-১১৫০।
- **টিএমপিভি** : বর্তমান মূল্য-৩০৩.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৩/২৯৪, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৮০-৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১১৮৮৬, টার্গেট-৪১০।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

আশঙ্কাকে সত্যি করে সুদের হার বাড়াল মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। যার জেরে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে সংশোধন হয়েছে। ভারতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সপ্তাহের চারদিন লেনদেন শেষে সেনসেক্স ৭৪২৯৪.৯৬ এবং নিফটি ২৩৩৪৬.৪০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। চার দিনে দুই সূচক খুইয়েছে যথাক্রমে ৪৮৬.৮০ এবং ৫১.৭০ পয়েন্ট। বিগত কয়েক সপ্তাহের সংশোধনে অনেকটাই নীচে নেমে এসেছে দুই সূচক। প্রথম সারির সংস্থাগুলির দামও আকর্ষণীয় হয়েছে। এমন অবস্থায় আগামী সপ্তাহে পুল ব্যাক র‍্যালি দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

চলতি সপ্তাহে ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার ০.২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৩.৭৫ শতাংশ থেকে ৪.০০ শতাংশ করেছে। ফেড চেয়ারম্যান কেভিন ওয়ার্স জানিয়েছেন, মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ার কারণেই সুদের হার বাড়ানো হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মূল্যবৃদ্ধির হার কমবে এমন সম্ভাবনা কম। তাই বছর শেষে আরও এক দফা সুদের হার বাড়ানো হতে পারে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ঋণনীতির পর্যালোচনায় বসবে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। এতদিন অপরিবর্তিত থাকলেও এবার সুদের হার ০.২৫ শতাংশ বাড়ানো হতে পারে। এই আশঙ্কা বাড়ায় আগামী কয়েকদিন অস্থির থাকবে শেয়ার বাজার। ভারতীয় পণ্যে আমেরিকায় শুল্ক পড়ে ১২ শতাংশের কাছাকাছি। ট্রাম্প ১০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর বিলে সই করেছেন। এবার ট্রাম্প যদি তা কার্যকর করেন তবে বড় ধাক্কা খেতে পারে শেয়ার বাজার।

আরও বড় মাত্রার সংশোধনের আশঙ্কা থাকলেও অশোধিত তেলের দাম সামান্য কমে ব্যারেল প্রতি ১০৩ ডলার হওয়ায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। অশোধিত তেলের দাম আর না বাড়লে শেয়ার বাজারে ক্রেতা বাড়বে। এর পাশাপাশি আমেরিকা-ইরান সংঘাতের তীব্রতা কমলে এবং হরমুজ প্রণালীর বিকল্প পথে জ্বালানি তেল সরবরাহ বাড়লে অস্থিরতা কমবে শেয়ার বাজারে।

সামনে উৎসবের মরশুম। চাহিদা বাড়বে বিভিন্ন পণ্যের। এই মরশুমে কেমন ব্যবসা হয় তার ওপর অনেক সংস্থাই নির্ভর করে। এর পাশাপাশি অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফলপ্রকাশ শুরু হবে। প্রথম সারির সংস্থাগুলি ভালো ফল করলে ফের চাঙ্গা হবে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

চলতি সপ্তাহে সোনা, রুপোর দামে বড় কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে আগামী দিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

টাটা সন্সের আইপিও ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক

বোধিসত্ত্ব খান

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত উত্থানের কারণে ভারতীয় বাজার থেকে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ক্রমাগত মূলধন তুলে নিচ্ছেন। এমন বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মাঝেই ভারতীয় কর্পোরেট জগতে তৈরি হয়েছে এক চরম অনিশ্চয়তা। ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী ও বিশ্বস্ত শিল্পগোষ্ঠী টাটা গ্রুপ বর্তমানে এক অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে সংকটের মুখে পড়েছে।

রতন টাটার পর টাটা গ্রুপকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে এন চন্দ্রশেখরন মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন টাটা কোম্পানি সাফল্যের শিখরে পৌঁছায়। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেছেন যে, ২০২৭ সালের শুরুতে তিনি অবসর নেবেন এবং নতুন করে দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক নন। অন্যদিকে, রতন টাটার প্রয়াণের পর টাটা ট্রাস্টের (যার হাতে টাটা সন্সের ৬৬ শতাংশ মালিকানা রয়েছে) প্রধান হন নোয়েল টাটা। টাইটান, ট্রেন্ট, ওয়েস্টসাইড এবং ভোলটাসকে সুবিশাল লাভজনক সাম্রাজ্যে পরিণত করার কৃতিত্ব তাঁর।

মূল সংঘাতের সূচনা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একটি নির্দেশকে কেন্দ্র করে। আরবিআই টাটা গ্রুপের হোল্ডিং কোম্পানি 'টাটা সন্স'-কে আপার-লেয়ার নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানি (এনবিএফসি) ও কোর ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তাদের এনবিএফসি লাইসেন্স ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন খারিজ করে দেয়। ফলে নিয়ম অনুযায়ী টাটা সন্সকে আইপিও এনে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। এই সিদ্ধান্তের পর টাটা সন্সের এক বৈঠকে বোর্ডের চারজন সদস্য আইপিও আনার পক্ষে সায় দেন এবং এন চন্দ্রশেখরনকে আরও ৫ বছরের জন্য দায়িত্বে রাখার প্রস্তাব করেন।

তবে এই সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি জানান নোয়েল টাটা। তাঁর আশঙ্কা, কোম্পানি লিস্টিং হলে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের চাপে টাটা সন্সের জনকল্যাণমুখী সামাজিক ও সামাজিক প্রকল্পে টাকা ঢালা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি এয়ার ইন্ডিয়ার মতো লোকসানি প্রতিষ্ঠান কেনা, বিভিন্ন স্টার্টআপে বিনিয়োগ এবং এন চন্দ্রশেখরনের মেয়াদবৃদ্ধির বিষয়েও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি প্রস্তাব দেন, লিস্টিং না করিয়ে টাটা সন্স যেন সাপুরজি পালনজি গ্রুপের অংশীদারিত্ব কিনে নেয়।

অন্যদিকে, টাটা সন্সের প্রায় ১৮ শতাংশ শেয়ারের মালিক সাপুরজি পালনজি গ্রুপ আইপিও-র দাবিতে অনড়। লিস্টিং হলে তারা নিজেদের শেয়ার বিক্রি করে প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকা তুলে নিতে পারবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সাপুরজি পালনজি গ্রুপের মালিকের জামাই হলেন স্বয়ং নোয়েল টাটা। অর্থাৎ, শ্বশুরবাড়ির কোম্পানি চায় লিস্টিংয়ের মাধ্যমে নগদ টাকা তুলতে, কিন্তু জামাই হিসেবে নোয়েল টাটা সামাজিক কাজের স্বার্থে লিস্টিংয়ের বিরোধিতা করছেন।

দুই পক্ষের এই অনমনীয় অবস্থান এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় শুক্রবার টাটা গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে বড় ধস নামে। এতে টাটা কেমিক্যালস (-১১.০ শতাংশ), টাটা টেকনলজিস (-৪.৮ শতাংশ), টিসিএস (-৩.৯ শতাংশ), টাটা এলিক্সি (-৩.৪ শতাংশ), টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকল (-৩.৪ শতাংশ), টাটা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (-২.৪ শতাংশ), ভোলটাস (-২.১ শতাংশ) এবং টাটা কনজিউমারের (-১.৭ শতাংশ) শেয়ারদর উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

বর্তমানে কোনও সহজ সমাধানের পথ না দেখায় এবং আরবিআই-এর বাধ্যবাধকতা থাকায় টাটা গ্রুপের এই সংকট আগামী দিনে কোনও নতুন মোড় নেয় কি না, সেদিকেই নজর বাজার বিশেষজ্ঞদের।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

গচ্চার ভয়ে বাড়ছে অনীহা

ইউপিআই-এ 'না'

> লাভ এমনিতে খুব কম থাকে। সেই টাকাতেও যদি হাত পড়ে, তাহলে ব্যবসা লাটে উঠবে।

বেশ চলছিল জীবনযাপন। মাথায় হাত পড়ল কেন্দ্রীয় সরকারের এক সিদ্ধান্তে। কী বিষয়? ২ হাজার টাকার ওপরে ইউপিআই মাধ্যমে লেনদেন হলে ০.৪ শতাংশ হারে মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) মেটাতে হবে বিক্রেতাকে। ব্যাস, তারপর থেকেই ওই কিউআর কোডের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে শুরু করেছে। সরকারি নোটিশ আসেনি। তবুও, যে বিক্রেতারা একদিন হাসিমুখে কোড এগিয়ে দিতেন ক্রেতার দিকে, এখন তাঁরা গম্ভীর মুখে জানিয়ে দিচ্ছেন- এবার থেকে হয় নগদ কিংবা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করতে হবে।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পাঁচ টাকার চিপস থেকে পঞ্চাশ হাজারের স্মার্টফোন, সব কেনাকাটাই সহজ করেছে ইউপিআই অর্থাৎ ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস। স্ক্যান করে পাসওয়ার্ড দিলেই কাজ হাসিল। দোকানদাররাও খুচরো ফেরানোর ঝক্কি এড়াতে অনলাইন পেমেন্টে আগ্রহ বেশি দেখান। পাড়ার মুদির দোকান থেকে ঝাঁ চকচকে শোরুম, ফুচকাকাকুর স্টল থেকে পুরোহিত মশাইয়ের দক্ষিণা আদায়- সর্বত্র কিউআর কোড সাঁটানো একটি বাক্স দেখা যায়।

বেশ চলছিল জীবনযাপন। মাথায় হাত পড়ল কেন্দ্রীয় সরকারের এক সিদ্ধান্তে। কী বিষয়? ২ হাজার টাকার ওপরে ইউপিআই মাধ্যমে লেনদেন হলে ০.৪ শতাংশ হারে মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) মেটাতে হবে বিক্রেতাকে। ব্যাস, তারপর থেকেই ওই কিউআর কোডের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে শুরু করেছে। সরকারি নোটিশ আসেনি। তবুও, যে বিক্রেতারা একদিন হাসিমুখে কোড এগিয়ে দিতেন ক্রেতার দিকে, এখন তাঁরা গম্ভীর মুখে জানিয়ে দিচ্ছেন- এবার থেকে হয় নগদ কিংবা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করতে হবে। সুভাষপল্লির বাসিন্দা কৌস্তভ গোস্বামীর আফসোস, 'মানিব্যাগে আজকাল ক্যাশ খুব কম নিয়ে বের হই। খুচরো নিয়ে খুব ঝামেলা হয়। এখন তো শহরে টোটোচালকরাও কিউআর কোড বসাচ্ছেন। যেখানে সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া স্লোগানে উৎসাহ দিচ্ছে, সেখানে এমন উদ্ভট সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হচ্ছে, বুঝি না।'

শিলিগুড়িতে ইউপিআই মাধ্যমে লেনদেনে ভীষণরকম অভ্যস্ত সাধারণ মানুষ। বিধান মার্কেট এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী উত্তম শা স্পষ্ট করলেন, 'ধরে নিন, আমি পরিষেবা চালু রাখলাম সকলের জন্য। ব্যবসার চাপে তো সবসময় সব দিকে খেয়াল থাকে না। কেউ দুই হাজার টাকার ওপর অনলাইন ট্র্যানজ্যাকশন করলেই চার শতাংশ ট্যাক্স কেটে নেবে। ক্রেতার কাছে সেই টাকা চাওয়া বারণ। তাই, আমি এখন থেকেই ইউপিআই বন্ধ করে দিয়েছি।'

নয়া নিয়ম শেষঅবধি কী হবে, তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট ফল ও সবজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শিব কুমারের বক্তব্য, 'ইউপিআই ট্র্যানজ্যাকশন নিয়ে একেক জন একেক ধরনের কথা বলে যাচ্ছেন। আমরা কোন পথে চলব, বুঝতে পারছি না। অক্টোবরের পনেরো তারিখ থেকে নতুন নিয়ম চালু হওয়ার কথা। আমরা ওই দিনের অপেক্ষায়। ব্যবসায় কতটা প্রভাব পড়বে, তখনই পরিষ্কার বোঝা যাবে।' এই সংগঠন সূত্রেই জানা গেল, রোজ সমস্ত লেনদেনের ষাট শতাংশই ইউপিআই-এর মাধ্যমে হয়। সুতরাং এমডিআর চালু হলে বড়সড়ো প্রভাব পড়া স্বাভাবিক।

এদিন ডন বসকো মোড় সংলগ্ন একটি বড় মুদিখানার মালিক অখিলেশ কুমার ক্রেতাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, 'এবার থেকে দুই হাজার

টাকার ওপর বিল হলে নগদেই দিতে হবে।'

কেন এমন সিদ্ধান্ত? অখিলেশের ব্যাখ্যা, 'অতিরিক্ত চার্জ তো আমার পকেট থেকেই দিতে হবে। কর্মচারীর খরচ, বিদ্যুতের বিল, ইঁদুর প্যাকেট কেটে দিচ্ছে, এক্সপায়ারড হয়ে গেলে কোম্পানি অনেক সময় ফেরত নিতে চায় না। এত কিছুর পর আবার বাড়তি ট্যাক্স দেওয়া সম্ভব নয়। সামান্য লাভ দিয়েই আমাদের চলতে হয়।'

ক্ষোভের সুর দার্জিলিং মোড়ের ফার্নিচার ব্যবসায়ী বীরেন পালের গলায়। বললেন, 'এখন প্রতিযোগিতার বাজার। লাভ এমনিতে খুব কম থাকে। সেই টাকাতেও যদি হাত পড়ে, তাহলে ব্যবসা লাটে উঠবে।' বিধান মার্কেটের পাইকারি চাল ব্যবসায়ী কল্লোল সাহার পালটা প্রশ্ন, 'ইউপিআই আর রাখব কেন বলুন তো? অত চার্জের হিসেব তো সবসময় মনে থাকে না। তারপর গিয়ে দেখব, পঞ্চাশ টাকা আয় হয়েছে। বড় অংশ চার্জ দিতে দিতে চলে গেল।'

কিন্তু, অনলাইন লেনদেনে তো বড় অংশের ক্রেতা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বিকল্প কিছু ভাবা যায় না? বিধান রোডের ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান চালান অজয় রায়। তিনি দাবি করলেন, 'আমার দোকানে সবকিছুর দাম দুই হাজার টাকার ওপরে। সে ক্ষেত্রে হয় নগদ অর্থ দিতে হবে, নয়তো এনইএফটি, কার্ড সোয়াইপ, চেক দেওয়ার বিকল্প থাকছে।'

তবে, শহরজুড়ে থাকা বিভিন্ন নামী ব্র্যান্ডের শোরুম কর্তৃপক্ষ এখনও এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করেনি। সবটাই নির্ভর করছে সংস্থার সিদ্ধান্তের ওপরে। ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে যে বিক্রিবাটা হয়, তাতে ঘুরপথে বাড়তি চার্জ ক্রেতাদের ওপর চাপানোর আশঙ্কা করছেন অনেকে।

আধার কার্ডের ফোটোকপিতে প্রিন্ট হচ্ছে বিল

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ই-কেওয়াইসি, নতুন গ্যাসের সংযোগ বা নাম পরিবর্তনের মতো নানা কারণে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার অফিসে আধার কার্ডের ফোটোকপি জমা দেন গ্রাহকরা। ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত থাকবে, এই বিশ্বাস থেকেই তা জমা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই আধার কার্ডের নিরাপত্তা নিয়েই এবার শিলিগুড়িতে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠল।

শনিবার এনজেপি এলাকার একটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার অফিসে ওভেন পাইপ ও অন্যান্য সামগ্রী কিনতে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। জিনিস কেনার পর তাঁকে যে বিল দেওয়া হয়, তা দেখেই চমকে ওঠেন তিনি। দেখা যায়, অন্য এক ব্যক্তির জমা দেওয়া আধার কার্ডের ফোটোকপির পেছনের সাদা অংশে তাঁর বিলটি প্রিন্ট করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির দাবি, কারণ জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানান যে সাদা কাগজ না থাকাতেই এমনটা করা হয়েছে।

যদিও পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে সুর বদলেছে ওই গ্যাস এজেন্সি। তাদের দাবি, পর্যাপ্ত সাদা কাগজ রয়েছে, ভুলবশত এমনটা হয়ে থাকতে পারে। এজেন্সির ম্যানেজারের সাফাই, 'ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু করা হয়নি। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হবে।'

টোটো আটকাল পুলিশ

ইসলামপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সড়কে টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ নিল ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশ। শনিবার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ধনতলা ও গুঞ্জরিয়ার দিক থেকে আসা টোটোগুলিকে অলিগঞ্জ বাইপাস মোড়ে আটকে দেওয়া হয়। এতে সমস্যায় পড়েন চালক ও যাত্রীরা। তাঁদের দাবি, অভিযানের আগে সচেতন করা প্রয়োজন ছিল।

কয়েকদিন আগেই গুঞ্জরিয়ায় টোটো দুর্ঘটনায় ইসলামপুরের এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়। তাই জাতীয় সড়কে টোটো নিষিদ্ধ করার পুলিশি পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকেই। তবে টোটোচালকদের বক্তব্য, অনেকেই ঋণ করে টোটো কিনে সংসার চালাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পথ নিরাপত্তায় কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নর্থবেঙ্গল ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্ট অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার আয়োজিত হতে চলেছে 'ট্যুরিজম মোবিলিটি অ্যান্ড রোড সেফটি সামিট, ২০২৬'। সকালে মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টির সামনে থেকে ৫০টি গাড়ি নিয়ে একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ৫০টি গাড়িতে রাজ্যের ৫০টি পর্যটন গন্তব্যকে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক, পদ্মশ্রী একলব্য শর্মা সহ অন্যরা। গাড়ির চালকদের প্রশিক্ষণের জন্য 'সারথি' নামে একটি কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হবে।

শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌরব গুপ্তা বলেন, ''আরও পেশাগতভাবে পর্যটন এবং পরিবহণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই উদ্দেশ্য। পাঁচজন গাড়িচালককে 'সারথি সম্মান' দেওয়া হবে।''

কলসেন্টার কাণ্ডে বাড়ল পুলিশ হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : কলসেন্টার কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া সৈকত সিংহ রায়কে আরও দু'দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতে নিল গোয়েন্দা বিভাগ। পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে এদিন তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, ওয়েবেল ফেজ থ্রি-তে ২০১৯ সাল থেকে বিভিন্ন অফিস ভাড়া নিয়ে নিজের কার্যকলাপ চালাচ্ছিলেন সৈকত। যদিও জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীদের হাতে খুব একটা কার্যকর তথ্য আসেনি।

এদিকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন ধৃত সৈকত। তিনি বারবার দাবি করছেন, কলকাতায় থাকার কারণে তিনি নাকি জানতেনই না তাঁর অফিসের অন্দরে কী চলছে। অন্যদিকে দুটি আলাদা মামলায় সব মিলিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া নয়জনের মধ্যে সাতজন জামিন পাওয়ায় তদন্তকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে কমিশনারেটে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পদস্থ কর্তারা। পুলিশ সূত্রে খবর, জামিন পাওয়া সাতজনের মধ্যে চারজনই ওই আইও-র হাতে থাকা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। গ্রেপ্তারির কাগজে ত্রুটির কারণেই তাঁরা ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন বলে মনে করছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'ভুল হওয়া কর্তব্যে গাফিলতির সমান। ওই আইও-কে ডেকে এর কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল।'

প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সরব দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস। শনিবার সন্ধ্যায় হাসমি চকে দলের তরফে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, '২০০৭ সালে নন্দীগ্রাম ভূমিরক্ষা কমিটির আন্দোলনের একটি মামলায় অনৈতিকভাবে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থেই এই গ্রেপ্তার।'

রাধাষ্টমীতে মহাস্নান। শিলিগুড়ির একটি মন্দিরে শনিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

ভাঙা পেভার্স ব্লকে নাজেহাল ক্ষুদিরামপল্লি

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নিকাশিনালার পরিস্থিতি এমনিতেই বেহাল। তার উপর পেভার্স ব্লকের বেহাল দশা। ফলে গোদের উপর বিষফোড়া হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। শিলিগুড়ির গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলির অন্যতম ক্ষুদিরামপল্লি বাজারে সামান্য বৃষ্টিতেই জমছে জল। নিকাশিনালার জল ঠিকমতো বেরোতে না পারায় বাজারের মধ্যেই আটকে থাকছে। তার উপর ভেঙে যাওয়া পেভার্স ব্লকের গর্তে জল জমে বিপত্তি আরও বাড়ছে। গর্তের গভীরতা বুঝতে না পেরে সেখানে পা দিয়ে চোট পাচ্ছেন ক্রেতারাও। এই পরিস্থিতিতে নিকাশিনালা সাফাইয়ের পাশাপাশি পেভার্স ব্লক সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ, জল জমে যাওয়ায় সবজি নষ্ট হচ্ছে। তার উপর ভাঙা পেভার্স ব্লকের কারণে বাজারে চলাফেরাও দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

ক্ষুদিরামপল্লি সবজি ব্যবসায়ী সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য বিকাশ সাহার বক্তব্য, 'ক্ষুদিরামপল্লির এই বাজারে সারাদিনে বহু মানুষের যাতায়াত চলে। উৎসবের এই মরশুমে আরও মানুষের যাওয়া-আসা চলবে। এই ধরনের পরিস্থিতি থাকলে তো ব্যবসাই করা যাবে না।'

ক্ষুদিরামপল্লির ভিতর দিয়ে যাওয়া নিকাশিনালাটি বিধান রোডের নিকাশিনালার সঙ্গে যুক্ত। বাজারের নিকাশিনালার জল বিধান রোডের বড় নালায় গিয়ে পড়ে। যদিও

এবারের বৃষ্টিতে সেই জল বড় নালায় যাওয়ার পরিবর্তে উলটে ক্ষুদিরামপল্লি বাজারের মধ্যেই ফিরে আসছে। ফলে তৈরি হচ্ছে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। ব্যবসায়ী অমল ধরের কথায়, 'আসলে বিধান রোডের নিকাশিনালা দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার হয়নি। আমাদের বাজারের ভেতরের নিকাশিনালাও করোনা পরিস্থিতির পর থেকে সেভাবে পরিষ্কার করা হয়নি। এই কারণে জল জমার এই সমস্যা এভাবে হাতের বাইরে যেতে শুরু করেছে।'

ক্ষুদিরামপল্লি সবজি বাজারের বেশ কিছু ব্যবসায়ী নিকাশিনালার উপরেই বসেন। ফলে দিনেরবেলায় নালাটি খুঁজে পাওয়াও যথেষ্ট কঠিন। এর মধ্যেই এদিন সকালে পেভার্স ব্লকের গর্তে পা দিয়ে মচকে যায় ঐন্দ্রিলা দাসের পা। বাজারের ব্যবসায়ীদের কথায়, 'প্রায়দিনই পেভার্স ব্লকের পরিস্থিতির কারণে মানুষজন চোট পাচ্ছেন। কারও তরফেই অবশ্য এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।' বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ১১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা বর্তমান বিজেপির ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর মঞ্জুশ্রী পালের বক্তব্য, 'বিধান রোডের ফুটপাথের কাজের সময়েই ত্রুটি তৈরি হয়েছে। এই কারণেই ক্ষুদিরামপল্লি বাজার থেকে বিধান রোডে জল ধীরগতিতে যাচ্ছে। আমরা ওই অংশে জল যাওয়ার রাস্তা বড় করে দেব।' পুজোর আগেই ক্ষুদিরামপল্লি বাজারে রাস্তা, পেভার্স ব্লক সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

খাবার চেয়ে বিপত্তি, ধৃত তরুণ

গর্ভবতী নাবালিকা 'বধূ'কে মার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : সামান্য দু'বেলা খাওয়া নিয়ে 'দম্পতি'র মধ্যে ঝামেলা লাগত। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যায়। সেদিন কিশোরী অসুস্থতা বোধ করছিল। তরুণ 'স্বামী'র কাছে খেতে চাইলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শরীরের বিভিন্ন অংশে নীলচে দাগ পড়ে যায়। মেরে বাড়ি থেকে বের করার পর অনেক অনুরোধ করেও সেই রাতে আর ঘরে ঢুকতে পারেনি মেয়েটি।

অগত্যা, প্রায় তিন কিলোমিটার হেঁটে দুর্গানগরের ভাড়াবাড়ি থেকে চলে আসে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে আদর্শনগরে বাবার কাছে। পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার পরিবারের সদস্যরা মেয়েকে নিয়ে আসেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। সেখানে পরীক্ষানিরীক্ষার পর জানা যায়, আক্রান্ত নাবালিকা গর্ভবতী। এরপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কিশোরীকে নিয়ে শিলিগুড়ি মহিলা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন তার মা। অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, মারধরের অভিযোগে পকসো ধারায় তাঁকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। সমাজমাধ্যমে পরিচয়। বছর পনেরোর কিশোরীর পরিবারের দাবি, তাদের মেয়েকে ফুসলিয়ে বিয়ে করেছিল তরুণ। তারই কথামতো কাউকে না জানিয়ে বিয়ে সেরেছিল। তবে, সেসময় পুলিশকে কেন তারা বিষয়টি জানায়নি এবং একজন নাবালিকার বিয়ে মেনে নিয়েছিল, সেই প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, বিয়ের ক'দিন পর থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। সামান্য কথাতেই নাকি গায়ে হাত দিতেন তরুণ। পুলিশ সূত্রে খবর, তরুণের বাড়ি আদতে উত্তর দিনাজপুরে। তবে, বেশ কয়েক বছর ধরে শিলিগুড়ির আদর্শনগরে একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন। নাবালিকার মায়ের কথায়, 'দুজনের মধ্যে সম্পর্কের কথা জানার পরে আমরা মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করি। বকাবকিও করেছি। এ বছরের মার্চ মাসে হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ও।' বিয়ে করেছে জানার পর পরিবার মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল। এদিকে, দিন-দিন অত্যাচার বাড়তে থাকে কিশোরীর ওপর। মহিলা এদিন বলছিলেন, 'বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হঠাৎ করেই মেয়ের ডাক শুনে দরজা খুলি। দেখি, ওর মুখে-হাতে নীলচে দাগ হয়ে গিয়েছে। ভীষণ কান্নাকাটি করছিল।'

নাবালিকার বিয়ে রোধে সম্প্রতি পুলিশ-প্রশাসনকে আরও কড়া হতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি ভক্তিনগর থানার পুলিশ ছোটা ফাঁপড়ি থেকে চাইল্ড হেল্পলাইনের তথ্যের ভিত্তিতে এক নাবালিকা বধূকে উদ্ধার করেছে। সেও গর্ভবতী। ওই ঘটনায় বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও আশিঘর এলাকার চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তবে, অভিযুক্ত চিকিৎসকের নাগাল পায়নি পুলিশ। প্রশ্নের মুখে সেই ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি।

আন্দোলন থেকে সরলেন অপারেটররা

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রশাসনিক আশ্বাসে প্রস্তাবিত ব্ল্যাক আউটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলে কেবল অ্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাসোসিয়েশন অফ শিলিগুড়ি। শনিবার সংগঠনের পক্ষে অতনু সান্যাল বলেছেন, 'শিলিগুড়ি পুরনিগমে সম্প্রতি এই বিষয়ে বৈঠক হয়েছে। সেখানে প্রশাসন জানিয়েছে যে শহরে বিদ্যুতের খুঁটিগুলি তুলে ফেলার কাজ আপাতত বন্ধ থাকবে। প্রশাসনের এই আশ্বাসেই আমরা আপাতত আন্দোলন থেকে সরে আসছি।'

শিলিগুড়ি শহরের ইন্টারনেট এবং কেবল টিভির সমস্ত তার বিদ্যুতের খুঁটি হয়েই বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছেছে। শহরের একটা বড় অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ করার পর ওভারহেড তারগুলি খুলে নিয়ে বিদ্যুতের খুঁটি তুলে ফেলার কাজ শুরু হয়েছিল। আর এতেই বিপাকে পড়েছিলেন ইন্টারনেট ও কেবল টিভি অপারেটররা। কেননা বিদ্যুতের খুঁটি তুলে ফেলায় তাঁদের তারগুলি ছিঁড়ে মাটিতে পড়ছিল। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন কেবল অপারেটররা। তাঁরা ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শহরের সমস্ত ইন্টারনেট ও কেবল পরিষেবা ব্ল্যাক আউট করার ডাক দিয়েছিলেন। এদিন সেই দাবি থেকে সরলেন তাঁরা।

তদন্তে সন্তোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত ভালোভাবেই এগোচ্ছে বলে দাবি করলেন কমিশনের চেয়ারম্যান তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। শনিবার শিলিগুড়িতে তিনি জানিয়েছেন, দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই তাঁরা তদন্তের কাজে নেমে পড়েছেন। কমিশনের সদস্যসচিব আইপিএস কালিয়াপ্পন জয়রামন দফায় দফায় শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

ফিটনেসহীন অ্যাম্বুল্যান্স ছুটছে শহরের পথে

রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিতে শহরের রাস্তায় ছুটে চলে অ্যাম্বুল্যান্স। কিন্তু সেই জীবনরক্ষাকারী গাড়িরই যদি কাগজপত্রের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়, তাহলে নিরাপত্তা কোথায়? কয়েকটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর নতুন করে প্রশ্ন উঠল রোগীর সুরক্ষা নিয়ে।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : কোনওটির বয়স ৩১ বছর। কোনওটির ২৫। অথচ ফিটনেস কবে শেষ হয়েছে, 'এম পরিবহণ'-এ থাকা তথ্য দেখলে চোখ কপালে ওঠে। শহর শিলিগুড়িতে এমন অ্যাম্বুল্যান্সই রোগীদের নিয়ে ছুটছে। অনেক গাড়িরই নেই ফিটনেস। নেই বিমাও। বিভিন্ন সময়ে ফাইন কাটা হলেও সেই টাকা জমা দেওয়ার প্রয়োজনও মালিকরা অনেক ক্ষেত্রে মনে করেননি বলে অভিযোগ। শনিবার পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে এয়ারভিউ মোড়ে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে চারটি অ্যাম্বুল্যান্স বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে এদিন পরীক্ষা করা নম্বর প্লেটগুলির তথ্য বলছে, এমন গাড়ির সংখ্যা আরও অনেক।

এদিন ফাইন করা অ্যাম্বুল্যান্সগুলির মধ্যে ডব্লিউবি৭৩বি ৭৫৭৬ নম্বরের গাড়িটির ফিটনেস সার্টিফিকেট ২০১৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের পর আর নবীকরণ করা হয়নি। বিমার মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৬ সালের ২৫ অগাস্ট। বাজেয়াপ্ত গাড়িগুলির মধ্যে ডব্লিউবি৭৩ই ৩৬৮৪ নম্বরের গাড়িটির বয়স তুলনায় কম। ৯ বছর ৫ মাস। তবে প্রথমবার রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন করে তা নবীকরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। এদিন অভিযান চলাকালীন একটি শববাহী গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়। নির্দিষ্ট অ্যাপে দেখা যায়, ওই গাড়ির বিমা থেকে পলিউশন, সবকিছুর মেয়াদই উত্তীর্ণ। ট্রাফিক পুলিশের পদস্থ এক কর্তা বলেন, 'শববাহী গাড়ি সহ সবমিলিয়ে পাঁচটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই গাড়িগুলোর কাগজপত্রের অবস্থা একেবারেই খারাপ। গাড়িগুলিকে আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের হাতে

নিয়ম ভাঙায় আটক অ্যাম্বুল্যান্স। শিলিগুড়িতে শনিবার।

তুলে দেওয়া হবে।' এ ধরনের অভিযান আরও গুরুত্ব দিয়ে চালানো হবে বলে ট্রাফিক পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

এদিন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গিয়ে একের পর এক অ্যাম্বুল্যান্স পরীক্ষা করা হলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের তদন্তে অনেক তথ্য উঠে আসে। ডব্লিউবি৭৩ এ ১০১৭ নম্বরের একটি অ্যাম্বুল্যান্সের বয়স ৩১ বছর এক মাস। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর। বিমার কোনও তথ্য নেই। গাড়িটির নামে ১৮,৫০০ টাকার চালানও রয়েছে। ডব্লিউবি৭৩ এ ০৫০৯ নম্বরের আর একটি অ্যাম্বুল্যান্সের বিমার মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২১ সালের ২৪ মার্চ। পলিউশন শেষ হয়েছে ২০১৮ সালের ৩০ জুন। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২১ সালের ১৫ মার্চ। হিলকার্ট রোড দিয়ে চলা ডব্লিউবি৭৩ ৬৩৮৮ নম্বরের অ্যাম্বুল্যান্সটির বয়স ২৮ বছর ১ মাস। ফিটনেস শেষ হয়েছে ২০১৩ সালের ৬ মে। বিমার মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১২ সালের ১৭ মে।

এসব দেখে বাসিন্দাদের অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। এয়ারভিউ মোড়ে দাঁড়িয়ে বছর পঞ্চাশের বিপুল বিশ্বাস বলছিলেন, 'অ্যাম্বুল্যান্সগুলোর যদি এই পরিস্থিতি থাকে, তাহলে তো আর কোনও নিরাপত্তাই নেই। কোনও দুর্ঘটনা হয়ে গেলেও আর কেউ দায় নেবে না।' শহরের আর এক বাসিন্দা অনির্বাণ রায়ের কথায়, 'আমরা তো রোগীদের নার্সিংহোম, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভরসা করে প্রথমে অ্যাম্বুল্যান্সেই ওঠাই। তাতে যদি এই পরিস্থিতি থাকে, তাহলে আমরা কোথায় যাব। অ্যাম্বুল্যান্সগুলির ওপর আরও নজরদারি দেওয়া প্রয়োজন।' বিজয় দাস নামের এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক প্রথমে কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও পরে বলেন, 'আমরা তো জরুরি পরিষেবা দিচ্ছি। আমাদের গাড়িরও যদি এতকিছু দেখা হয়, তাহলে মুশকিল।' এক অ্যাম্বুল্যান্সচালকের পালটা প্রশ্ন, 'এখন যদি আমাদের অ্যাম্বুল্যান্স বাজেয়াপ্ত করে রাখা হয়, তাহলে আমরা পরিষেবা কীভাবে দেব?'

পৃথিবীর পাঠশালা

নিউট্রন তারার বিশাল ওজন

মহাকাশে বিশাল কোনও নক্ষত্র যখন ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তার ভেতরের কোর বা কেন্দ্রটি মারাত্মক চাপে সংকুচিত হয়ে নিউট্রন তারায় পরিণত হয়। এই তারাগুলো এতই ঘন হয় যে এর ওজনের কোনও সাধারণ হিসেব করা মুশকিল। আপনি যদি একটি সাধারণ চামচে করে মাত্র এক চামচ পরিমাণ নিউট্রন তারার উপাদান পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারেন, তবে তার ওজন হবে প্রায় ছয়শো কোটি টনের সমান, যা হিমালয় পর্বতের একটি বড় অংশের ওজনের কাছাকাছি।

ওষুধ হিসেবে কেচাপ

টমেটো কেচাপ আজ আমাদের কাছে পিজ্জা বা বার্গারের সঙ্গে খাওয়ার এক সাধারণ সস। কিন্তু উনিশ শতকের তিরিশের দশকে আমেরিকায় এটিকে রীতিমতো দামি ওষুধ হিসেবে বিক্রি করা হত। এক আমেরিকান ডাক্তার দাবি করেছিলেন যে টমেটো তৈরি এই বিশেষ কেচাপ খেলে বদহজম, জন্ডিস এবং পেটের নানা জটিল রোগ জাদুর মতো সেরে যায়। বহু বছর ধরে মানুষ ওষুধের দোকান থেকে এই কেচাপ কিনে খেতেন, পরে এটি সাধারণ খাবারের তালিকায় জায়গা করে নেয়।

জলের তিনটি রূপ

সাধারণত জল একই সময়ে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে না। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে এমন একটি বিশেষ তাপমাত্রা এবং চাপের বিন্দু আছে, যেখানে জল একইসঙ্গে ফুটতে পারে এবং জমে বরফও হতে পারে। একে বিজ্ঞানের পরিভাষায় জলের ট্রিপল পয়েন্ট বা ত্রৈধ বিন্দু বলা হয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ল্যাবরেটরিতে চাপ এবং তাপমাত্রার এক নিখুঁত ব্যালেন্সে জলকে এমন অদ্ভুত অবস্থায় রাখা সম্ভব, যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

পা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ

মানুষ জিভ দিয়ে খাবারের স্বাদ বোঝে, কিন্তু সুন্দর রঙিন প্রজাপতিদের স্বাদ গ্রহণের উপায় সম্পূর্ণ আলাদা। প্রজাপতিদের স্বাদ গ্রহণ করার সেন্সর বা গ্রন্থিগুলো তাদের জিভে নয়, বরং তাদের পায়ের পাতার নীচে থাকে। যখন তারা কোনও ফুল বা পাতার ওপর গিয়ে বসে, তখন পায়ের স্পর্শেই তারা বুঝে যায় যে ওই গাছের পাতা তাদের ডিম পাড়ার জন্য সুরক্ষিত কি না বা ফুলে পর্যাপ্ত মিষ্টি রস আছে কি না।

উপলব্ধি মানিকের, পাহাড়ে ষষ্ঠ তফশিলের সওয়াল

'আস্থা হারাচ্ছে বিজেপি'

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বিধানচন্দ্র রায় থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গে একাধিক নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের মতো কোনও সরকার বাংলায় এত দ্রুত জনপ্রিয়তা হারায়নি—উপলব্ধি ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের। এমন পরিস্থিতির পিছনে বিজেপির গণতন্ত্র বিরোধী মানসিকতা রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির গণতন্ত্রবিরোধী নীতির জন্য এ রাজ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকার সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাবের বিস্তার ঘটেছে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার ক্ষোভকে আন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'বিজেপি একবার ক্ষমতায় এলে আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট করতে চায় না। কিন্তু চাপ সৃষ্টি করে ভোট আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে আদালতে যেতে হবে। যেমনটা আমরা করেছি ত্রিপুরায়। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ায় আদালতের নির্দেশে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরায় ভিলেজ কমিটির ভোট হচ্ছে।'

বঙ্গ রাজনীতি এখন তপ্ত নানা মোড়কের নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরের উপনির্বাচন নিয়ে। দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটকে কেন্দ্র করে প্রতীক থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার, গত কয়েকদিন ধরে নানা নাটক সামনে আসছে। এমন পরিস্থিতির জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তবে সরাসরি বাংলার উপনির্বাচন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করলেও, বিজেপির বিরুদ্ধে 'ভোট-ভয়'-এর অভিযোগ তুলেছেন ত্রিপুরার দুই দশকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের লেখা 'ভারতীয় সংবিধানে স্বশাসন এবং ষষ্ঠ তফসিল'-এর উদ্বোধন করতে শনিবার শিলিগুড়িতে এসেছিলেন মানিক। রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে 'চণ্ডাল বুকস' প্রকাশিত বইটির উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে নন্দীগ্রাম বা রেজিনগর প্রসঙ্গ সরাসরি উত্থাপন না করে মানিক বলেন, 'বিজেপি যাঁকে পছন্দ করবে না, তাঁকে নির্বাচনে দাঁড়াতে দেবে না। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে বিজেপি। কিন্তু মানুষকে আটকে রাখা যায় না। গণতন্ত্রকে হত্যা করে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চিরদিন কায়েম করা যায় না।' এমন শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কথা জানান তিনি।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনজাতি এবং তাঁদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ষষ্ঠ তফশিলের ভূমিকা কতটা, নিজের লেখায় তুলে ধরেছেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক। যথারীতি তিনি বইটিতে দার্জিলিং পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফশিল কার্যকর ভূমিকা নিতে পারত বা পারে বলে মনে করেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক। তিনি বলেন, 'ষষ্ঠ তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত দার্জিলিংকে। তবে লড়াই না করলে সংবিধানের এই স্বীকৃতি পাওয়া যাবে— এই ভাবনা ভুল। রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হবে।' রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার যে ষষ্ঠ তফশিলে সায় দেবে না, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি গুজরাট প্রসঙ্গ টেনে আনেন। বলেন, 'গুজরাটে এক কোটি উপজাতি জনজাতি রয়েছে। কিন্তু সেখানে তফশিল মোতাবেক কোনও জেলা পরিষদ নেই। বিজেপি মুখে উপজাতিদের উন্নয়নের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে তা করে না।' তাঁদের জমানায় ত্রিপুরায় বিভিন্ন জনজাতির কীভাবে উন্নয়ন ঘটেছে, সেই খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি।

নিজের লেখা বইটির প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তার ব্যাখ্যা দেন অশোক। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্সিয়াংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক রোহিত শর্মা ছাড়াও অজয় এডওয়ার্ড, বাইচুং ভুটিয়া প্রমুখ।

বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে মানিক সরকার সহ অন্যরা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

> বিজেপি যাঁকে পছন্দ করবে না, তাঁকে নির্বাচনে দাঁড়াতে দেবে না। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে বিজেপি। কিন্তু মানুষকে আটকে রাখা যায় না।
>
> **মানিক সরকার**
> প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

জালিয়াতি রুখতে বিজ্ঞানকে ঢাল

সুবাসে লুকিয়ে খাঁটি দার্জিলিং চা

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : এক পেয়ালা দার্জিলিং চায়ের সেই মনমাতানো সুবাস আর অতুলনীয় 'মাস্কাটেল' ফ্লেভারের কোনও বিকল্প হয় না। কিন্তু এই পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী চায়ের বাজারে দীর্ঘদিন ধরেই ছায়া ফেলে আসছে সস্তা নেপালি পাতার ভেজাল ও নকলের দাপট। পাইকারি বাজারে লাগোয়া নেপালের কমদামি চা মিশিয়ে দার্জিলিং বলে দেদার বিক্রির এই জালিয়াতি রুখতে এবার পাহাড়ের রুগ্ন চা শিল্পের হাতে এক শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক রক্ষাকবচ তুলে দিলেন ভারতীয় চা গবেষণা সংস্থা বা টিআরএ-র বিজ্ঞানীরা।

টানা দুই দশকের ব্যবধানে দার্জিলিং চায়ের ওপর হওয়া এক আন্তর্জাতিক মাপের গবেষণায় ধরা পড়েছে এর অনন্য রাসায়নিক রহস্য। দার্জিলিংয়ের ৪৫টি সুপরিচিত বাগান থেকে খাঁটি নমুনা সংগ্রহ করে বিজ্ঞানীরা ৩৯৭টি উদ্বায়ী সুগন্ধি যৌগ বা ভোলাটাইল ফ্লেভার কম্পাউন্ড (ভিএফসি) শনাক্ত করেছেন। এই যৌগগুলোই তৈরি করে দার্জিলিং চায়ের সেই মিষ্টি, ফলের মতো সতেজ ঘ্রাণ। প্রকল্পের প্রধান গবেষক ডঃ বাপ্পাদিত্য কানরার জানিয়েছেন, ডুয়ার্স, অসম, হিমাচল, শ্রীলঙ্কা, আফ্রিকা ও নেপাল সহ বিশ্বের আটটি চা উৎপাদনকারী অঞ্চলের প্রায় ৪৯ হাজার যৌগের বিশাল তথ্যভাণ্ডার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর তাতেই মিলেছে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য।

গবেষকদের দাবি, অন্তত ২০ থেকে ৩০টি বিশেষ সুগন্ধি যৌগ রয়েছে যা কেবলমাত্র দার্জিলিংয়ের খাঁটি চায়েই মজুত, নেপালের চায়ে এর অস্তিত্বটুকুও নেই। ঠিক একইভাবে নেপালি চায়ের নিজস্ব কিছু রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, যা দার্জিলিং চায়ে অনুপস্থিত। লিনালুল, জেরানিওল, মিথাইল স্যালিসিলেট কিংবা ট্রান্স-বিটা-আয়নোনের মতো সুগন্ধি অণুগুলোর উপস্থিতি এবার ল্যাব টেস্টেই স্পষ্ট করে দেবে চায়ের আসল জন্মপরিচয়। চা বোর্ডের অধীনস্থ ন্যাশনাল টি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় এই গবেষণাপত্রটি তৈরি করেছেন ডঃ বাপ্পাদিত্য কানরার ও ডঃ বিপ্লব অধিকারী।

দার্জিলিং চা ভৌগোলিক স্বীকৃতি বা জিআই ট্যাগ পেলেও সীমান্ত লাগোয়া নেপালের সস্তার পাতার অনুপ্রবেশ পাহাড়ি অর্থনীতির কোমর ভেঙে দিচ্ছিল। ক্রেতারা ঠকছিলেন, আর আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ড দার্জিলিংয়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। বিজ্ঞানীদের এই নতুন

আবিষ্কারের ফলে ট্রেসেবিলিটি মেকানিজমের পাশাপাশি ল্যাবরেটরি ফিঙ্গারপ্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে নিমেষেই ধরা পড়বে কোন পাত্রে খাঁটি দার্জিলিং আর কোথায় রয়েছে নেপালি ভেজাল। পাশাপাশি, গবেষণার ক্ষেত্রকে আরও সংহত করতে টিআরএ নিজেদের আঞ্চলিক দপ্তর কার্সিয়াংয়ের কেন্দ্রীয় গবেষণাকেন্দ্রে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে পরিকাঠামোগতভাবে দ্রুত পরীক্ষা চালানো যায়। ফলে স্পষ্ট, আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে দার্জিলিং চায়ের সবচেয়ে বড় ভরসা হয়ে উঠছে বিজ্ঞান।

তড়িদাহত ছাত্রী

কিশনগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার বিকেলে তড়িদাহত হয়ে ঝলসে গুরুতর জখম হয়েছে কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকার লৌচা তেঘরিয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী নেহা পারভিন। তড়িঘড়ি তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার চিকিৎসকরা জানান, ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অভিযোগ, ঘটনার দিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর পড়ুয়ারা ছাদে খেলছিল। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

ডাহা ফেল নার্সিংহোম

প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য দপ্তরের দার্জিলিং জেলার আধিকারিকদের নিয়ে সকাল থেকে একের পর এক বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে হানা দেন।

প্রধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে প্রথমেই প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন কমিশনের চেয়ারম্যান। এরপর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে গিয়ে প্রচুর গাফিলতি নজরে আসে। হাসপাতালটি কীভাবে ফায়ার লাইসেন্স পেল, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। দ্রুত হাসপাতালের পূর্ণাঙ্গ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে দমকল আধিকারিক এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে শোকজ করার জন্য দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নির্দেশ দেন তিনি। সেখানেই বলেন, 'দ্রুত এসব ঠিক না হলে হাসপাতাল বন্ধ করে দেব।' সেবক রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালের বেসমেন্টের পার্কিং জোনে এক্স-রে সহ অন্যান্য পরিষেবা চালানো নিয়ে প্রশ্ন তোলে কমিশন। বহির্বিভাগে প্রচুর রোগী ও পরিজন দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলেও সেখানে শৌচালয় এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন কমিশনের সদস্যরা। এই হাসপাতালের বিল্ডিং প্ল্যান, ফায়ার লাইসেন্স সহ অন্য নথিপত্রও দেখতে চান তাঁরা।

হিলকার্ট রোডের একটি নার্সিংহোমের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও কমিশনের চেয়ারম্যান সহ অন্য সদস্যদের স্বস্তি দিতে পারেনি। একটি মার্কেট কমপ্লেক্সের উপরে সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় সেখানে। অগ্নিকাণ্ড বা অন্য দুর্ঘটনা ঘটলে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে সেখান থেকে বের করে আনার ব্যবস্থা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

হাকিমপাড়ার একটি নার্সিংহোমে বেহাল অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং প্রবেশ ও প্রস্থানের পথে সারিবদ্ধভাবে মোটরবাইক পার্কিং দেখে ক্ষুব্ধ হন চেয়ারম্যান। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এভাবে একটি নার্সিংহোম চলতে পারে কি না। সেখানে একটি জীর্ণ অ্যাম্বুল্যান্সের দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটি চালু রয়েছে কি না জানতে চান তিনি। নার্সিংহোমের তরফে জানানো হয়, মাঝেমধ্যে এই অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বলেন, 'এই অ্যাম্বুল্যান্সও চলছে? এর নথিপত্র দেখান।' দেখা যায়, অ্যাম্বুল্যান্সটির রেজিস্ট্রেশন, দূষণের শংসাপত্র ও ফিটনেসের মেয়াদ ২০২১ সালেই শেষ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়ি থানার আইসিকে ডেকে অ্যাম্বুল্যান্সটি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন তিনি। যদিও পরে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষই সেই অ্যাম্বুল্যান্স সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেয়। রোগীদের জন্য পানীয় জলের ফিল্টার চালাতে গিয়েও দেখা যায়, তাতে জল নেই।

কলেজপাড়ার একটি নার্সিংহোমে গিয়ে একজন রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসারের, অর্থাৎ আরএমও-র রেজিস্ট্রেশন নম্বর জানতে চান কমিশনের চেয়ারম্যান। ওই আরএমও জানান, তিনি বাংলাদেশ থেকে পাশ করেছেন। নার্সিংহোমের মালিককে ডেকে তাঁকে কেন সেখানে রাখা হয়েছে, সেই বিষয়ে জানতে চান চেয়ারম্যান। মালিকপক্ষের দাবি, ওই আরএমও-কে চার বছর ধরে রেজিস্ট্রেশনের জন্য বলা হচ্ছে। সেখানকার বেহাল শৌচালয় এবং শৌচালয়ে যাওয়ার পথে পানীয় জলের একটি ফিল্টার বসানো থাকায় অস্বস্তি প্রকাশ করে কমিশন।

শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পরে কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, 'প্রত্যেকটি বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ভীষণ খারাপ। হাসপাতালে বিভিন্ন পরিষেবার জন্য ধার্য মূল্যের বোর্ড, রোগীর অধিকার সংক্রান্ত বোর্ড ঝুলিয়ে রাখার কথা। এখানে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতালেই সেসব নেই। মানুষ চিকিৎসার জন্য আসছেন। অথচ তাঁদের বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, পানীয় জল, শৌচালয় পর্যাপ্ত নয়। আমরা সমস্তটা দেখে কী কী করতে হবে পুরোটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে বলে গেলাম।' পরবর্তীতে এসে একই অবস্থা দেখলে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে বলে তিনি জানান।

গতি আনতে ধমক দিলীপের

প্রথম পাতার পর

একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত টাকা পড়ে থাকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে এদিন।

শিলিগুড়ি মহকুমার রানিগঞ্জ পানিশালিতে জমে থাকা টাকার অঙ্ক সর্বোচ্চ। প্রায় ৮০ লক্ষ। সেই নিয়েও আধিকারিকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে একজন উপভোক্তার বাড়িতে শৌচাগার তৈরির পর ১২ হাজার টাকা দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে দার্জিলিং জেলায়। শনিবার পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব জানতে চান, কে এমনটা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরই তিনি বলেন, আবেদনের ভিত্তিতে যাচাইয়ের পর উপভোক্তাকে যোগ্য বলে মনে হলে কাজ শুরুর আগেই পঞ্চাশ শতাংশ টাকা দিয়ে দিতে হবে। কাজ শেষের পর বাকি পঞ্চাশ শতাংশ মেটাতে বলা হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজে কোনও ধরনের অজুহাত কিংবা গাফিলতি রাজ্য সরকার মেনে নেবে না, সেটা উত্তরকন্যার বৈঠকে জানিয়ে দেন মন্ত্রী। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ করতে না পারলে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। দিলীপের টনিকের পর জেলা স্তরের ছবি কতটা বদলায়, তা বলবে সময়।

অপহরণ মামলায় ফাঁপরে গৌতম

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : এবার নদিয়া জেলার পুরোনো অপহরণ মামলায় কড়া আইনি ফাঁদে পড়লেন উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক গৌতম পাল। করণদিঘিতে একের পর এক অশান্তি ও খুনের চেষ্টার অভিযোগের পর এবার সরাসরি ভিনজেলার কোতোয়ালি থানা থেকে তদন্তে হাজিরার নোটিশ পাঠানো হল তাঁকে। নোটিশ হাতে আসতেই জোর শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও ঠিক কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে এই নোটিশ, তা নাকি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না অভিযুক্ত প্রাক্তন বিধায়ক। অন্যদিকে, তদন্তের গভীরতা নিয়ে মুখে একপ্রকার কুলুপ এঁটেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ৩৫(৩) ধারায় নদিয়ার কোতোয়ালি থানা থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ওই নোটিশ জারি করা হয়েছে। চলতি বছরের ২৬ জানুয়ারির একটি পুরোনো মামলায় (কেস নম্বর ৯২/২০২৫) ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩৭(২), ১৪০(৩) ও ৫(৩) ধারায় তদন্ত চলছে গৌতমের বিরুদ্ধে। নোটিশ পাওয়ার চারদিনের মধ্যে তাঁকে কৃষ্ণনগরে কোতোয়ালি থানায় তদন্তকারী আধিকারিকের মুখোমুখি হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, গ্রাহ্য কারণ ছাড়া হাজিরা এড়িয়ে গেলে করা হবে কঠোর আইনি পদক্ষেপ। তবে মামলার প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কোতোয়ালি থানার এক আধিকারিক বলেন, 'তদন্তের বিষয়ে আগ বাড়িয়ে কেন সংবাদমাধ্যমকে বলব? কোনও ঘটনায় যোগ না থাকলে কি এমনি এমনি নোটিশ পাঠানো হয়?'

এই নোটিশকে পুরোপুরি 'চক্রান্ত' বলেই দাবি করছেন গৌতম। তাঁর বক্তব্য, '২৬ জানুয়ারি নদিয়া জেলায় এমন কোনও ঘটনা আদৌ ঘটেছে কি না, আমার মনেই পড়ছে না। অপহরণের পুরো ঘটনাই সম্পূর্ণ মিথ্যে ও সাজানো। কোনও কিছুর সঙ্গেই আমার ন্যূনতম যোগ ছিল না। অথচ করণদিঘিতে বিডিও অফিসে আমার ওপর হামলা চালানো হল, বাড়িতে চড়াও হয়ে পাথর ছোড়া হল, আর উলটে আমাকেই ফাঁদে ফেলতে থানায় অভিযোগ করা হচ্ছে। আমি দ্রুত আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছি। আইনজীবীদের সঙ্গে সবরকম প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।'

পশু চিকিৎসালয়

প্রথম পাতার পর

স্কুলগুলোকে গোডাউন বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বদলে ফেলার শর্টকাট রাস্তা নিলে তা আদতে শিক্ষা ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাকে প্রকাশ্যে আনবে বলে মনে করা হচ্ছে। শহরাঞ্চলে তো বটেই, মফসসলেও এখন অভিভাবকদের প্রথম পছন্দ ইংরেজিমাধ্যম স্কুল। গ্রামীণ এলাকায় সার্বিক জন্মহার হ্রাস এবং কাজের খোঁজে গ্রামবাসীর শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা কমার অন্যতম কারণ। পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকতে থাকা বাংলামাধ্যম সরকারি স্কুলগুলো অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। রাজ্যে যে ৬৫টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজিমাধ্যম স্কুল রয়েছে, সেখানেও সিবিএসই বা আইসিএসই বোর্ডের মতো পরিকাঠামো বা প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। ফলে অভিভাবকরা মুখ ফেরাচ্ছেন। সরকারের অবশ্য দাবি, পড়ুয়াশূন্য স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়ার ঢালাও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। শিক্ষার অধিকার আইন মেনে জেলা স্তরের কমিটিগুলোকে আগে স্কুল বাঁচানোর পথ খুঁজতে বলা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের ঝকঝকে কর্পোরেট সংস্কৃতির কাছে এই ধুঁকতে থাকা স্কুলগুলোকে বাঁচিয়ে তোলা কতটা কঠিন, বিলক্ষণ জানেন সকলে।

রেজিনগরে কুস্তি

প্রথম পাতার পর

রেখে দিয়ে তৃণমূল নেত্রীর পদক্ষেপ বরং অস্থিরমতির প্রমাণ। নন্দীগ্রামের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে-র পথে হাঁটতে গিয়েছিলেন রেজিনগরের তৃণমূল প্রার্থী। তবে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন বলে জানিয়েও লড়াইয়ে থেকে গেলেন রবিউল। মমতার সঙ্গে ফোনে কথার পর সিদ্ধান্ত বদলান তিনি। যিনি সকালে বলেছিলেন, 'কর্মীদের উপর চাপ আছে। ওঁরা থাকছেন না। ভোট করাব কী করে। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি', তিনিই দুপুরে ১৮০ ডিগ্রি অবস্থান বদলে ফেললেন।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য রওনা হলেও পরে সাংবাদিক বৈঠকে মমতার প্রার্থী বলেন, 'রাজনীতিতে সবকিছু সম্ভব। এটা লড়াইয়ের ময়দান, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমি লড়াই করব। নতুন প্রতীক নিয়ে লড়াই হবে। আমরা আগেও অনেক নির্বাচন করেছি। যতজন কর্মী থাকবেন, তাঁদের নিয়েই লড়ব। কর্মীরা সামলে নেবেন।'

অর্থাৎ রেজিনগরে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হচ্ছে না মমতার দলের। এতে সর্বভারতীয় স্তরেও কংগ্রেস-মমতা জোট সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে গেল। তবে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে তৃণমূলের ভাঙা হাটে বাংলায় পৃথক রাজনৈতিক পরিসর তৈরি করতে মরিয়া কংগ্রেস। বাংলায় দলীয় সংগঠনকে তৃণমূল নির্ভর না রাখতে এই উদ্যোগ। বরং তৃণমূলের দুর্বলতা বা বিভাজনের সুযোগে দলের কর্মী-সমর্থকদের ফের সক্রিয় করার চেষ্টা চলছে।

সেই কারণে বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বকে রাজ্যে রেখে সাংগঠনিক তদারকি এবং একাধিক কেন্দ্রীয় নেতাকে প্রচারে নামানোর প্রস্তুতি চলছে। অধীররঞ্জন চৌধুরী, প্রদীপ ভট্টাচার্য, আবদুল মান্নান সহ বাংলার বর্ষীয়ান নেতাদের উপনির্বাচনের প্রচারে নামানো হবে। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা দেবপ্রসাদ রায় বলেন, 'আমাদের অধীররঞ্জন চৌধুরী জেলে থেকেই নবগ্রাম আসনে জিতেছিলেন। নির্বাচন করায় নেতৃত্ব। প্রচারে খামতি হবে না।'

রেজিনগরে রবিউলের সরে দাঁড়ানোর ঘোষণায় বিরোধী প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু রবিউলকে ফোন করে খোদ মমতা সেই পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলেন। মনে করা হচ্ছে, রেজিনগরে কংগ্রেসকে সমর্থন করলে অধীররঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে মমতার সমঝোতার প্রশ্নও আসত। তা না হওয়ায় অধীরের প্রতি মমতার 'অ্যালার্জি' নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। রবিউলের প্রথম ঘোষণার পর সমাজমাধ্যমে কুণাল ঘোষ লিখেছিলেন, 'ওরা হাঁড়িকাঠ পেতে রেখেছে। আমরা গলা রাখলাম কেন? কেন আমরা পরিস্থিতি অনুধাবন করলাম না?' পদ্ধতি সংশোধন এবং 'অপ্রিয় সত্য' নিয়ে আলোচনার দাবিও তুলেছিলেন। কিন্তু রবিউল সিদ্ধান্ত বদল করায় সেই পোস্ট মুছে দেন কুণাল। রবিউলের অবস্থান বদল নিয়ে রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের বক্তব্য, 'ওরা পালটিবাজ পার্টি। রেজিনগরের মানুষ ওদের পালটি নয়, শিল্পের ধোঁয়া দেখতে চায়। সেটা বিজেপিই দিতে পারে।'

তবে মমতা তাঁর হয়ে প্রচারে আসবেন কি না, জিজ্ঞাসা করা হলে রবিউল স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। রবিউল সত্যিই সরে দাঁড়ালে বাংলার ২৯ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়া এই প্রথম কোনও নির্বাচন হত। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসায় আপাতত সেই সম্ভাবনায় ইতি পড়ল।

না গিয়েই সফর মন্ত্রীদের

প্রথম পাতার পর

প্রশাসনিক আধিকারিকরা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। গঙ্গা ও ফুলহরের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত এলাকার পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। কাহালা সূর্যাপুর ঘাট থেকে লঞ্চে উঠে তাঁরা মহানন্দটোলার পশ্চিম রতনপুর, বিলাইমারির রুহিমারি এবং ভূতনির বাঁধের ভাঙা অংশ সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেন। লঞ্চেই সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার, জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে ভাঙন প্রতিরোধের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মন্ত্রীরা আলোচনা করেন। দুর্গতদের কাছে পর্যাপ্ত ত্রাণ পৌঁছেছে কি না, তারও খোঁজ নেওয়া হয়।

পরিদর্শন শেষে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাঙন প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ডের যৌথ সহযোগিতায় নদীর এমন ভাঙন প্রতিরোধ করা যাবে।' তাঁর দাবি, রতুয়া ও ভূতনি এলাকায় এক লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। রাজ্য ও কেন্দ্রকে একসঙ্গে কাজ করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। মন্ত্রীর আরও দাবি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার দুর্গতদের পর্যাপ্ত ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।

তবে কথা ছিল, ভূতনির বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে জলবন্দি মানুষের কাছে মন্ত্রীরা পৌঁছাবেন। শুনবেন তাঁদের অভাব ও অভিযোগ। জানবেন, দিনের পর দিন জলবন্দি অবস্থায় কীভাবে কাটছে তাঁদের জীবন। তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অন্য ছবি।

মানিকচক মডেল স্কুলের ত্রাণশিবিরে কয়েকজন বন্যার্তের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন মন্ত্রীরা। এরপর ভূতনি ব্রিজের শেষ প্রান্তে কয়েক মিনিট অবস্থান করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসেন। পরে মানিকচক ব্লক অফিসে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। কিন্তু ভূতনির বিভিন্ন প্রান্তে জলবন্দি দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষের কাছে আর পৌঁছানো হয়নি। বাঁধের উপর ত্রিপলের নীচে থাকা মানুষ, জলমগ্ন বাড়ির ছাদে আশ্রয় নেওয়া পরিবার এবং টিনের চালের উপর রাত কাটানো মানুষ ভেবেছিলেন, এবার হয়তো তাঁদের কথা সরাসরি শোনা হবে। কেউ চাইছিলেন খাবার, পানীয় জল বা ওষুধ। কারও বাড়ি জলের তলায়। কারও গবাদিপশু নিয়ে দুশ্চিন্তা। কারও ঘরে ফেরার মতো অবস্থাই নেই। কিন্তু তাঁদের সেই সুযোগ আর হয়নি।

দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলছেন পর্যটনমন্ত্রী ও অন্যরা। শনিবার।

ফলে মন্ত্রীদের সফর ঘিরে বানভাসি ভূতনিবাসীর মনে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তা শেষপর্যন্ত হতাশায় পরিণত হয়। বন্যার্তদের একাংশের প্রশ্ন, যাঁদের পরিস্থিতি দেখতে এত আয়োজন করে মন্ত্রীদের আসা, তাঁদের কাছেই যদি যাওয়া না হয়, তাহলে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হল কোথায়? উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বানভাসি মোহাম্মদ ইলিয়াস বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম এতজন বড় বড় মন্ত্রী এসেছেন, আমাদের কাছে আসবেন। আমাদের কথা শুনবেন। কিন্তু আমরা তো তাঁদের কাছে পৌঁছাতেই পারলাম না।'

অন্যদিকে, পশ্চিম রতনপুরের বাসিন্দা সমর চৌধুরীর অভিযোগ, গ্রামের প্রায় ৭৫০টি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে বাঁধে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। তাঁর দাবি, বহু বছর ধরে পুনর্বাসনের আবেদন জানিয়েও জমি পাওয়া যায়নি। সমরের আরও অভিযোগ, এদিন বহু মন্ত্রী এলাকায় এলেও তাঁদের সঙ্গে দেখা করে সমস্যার কথা বলার সুযোগ পাননি। একই অভিযোগ পশ্চিম রতনপুরের আর এক বাসিন্দা স্বপন চৌধুরীরও। তাঁর দাবি, সকাল থেকেই তাঁরা নিজেদের অভাব ও অভিযোগ জানাতে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কোনও মন্ত্রী বা জনপ্রতিনিধি গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলেননি। তাঁর কথায়, 'বাড়িঘর ও জমি নদীগর্ভে চলে যাওয়ার পর এখন আমাদের একমাত্র দাবি পুনর্বাসন।'

প্রশাসনিক বৈঠক, ত্রাণশিবির পরিদর্শন এবং সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য, সবই হল। কিন্তু বাদ রয়ে গেল দুর্গতদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ। ত্রাণশিবিরে মুরগির মাংসের মেনু একদিনের জন্য বদলেছে। কিন্তু জলবন্দি মানুষের জীবন বদলায়নি। তাঁদের ঘর এখনও জলের তলায়। রান্নার উনুন জ্বলছে না। অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটছে রাত। ত্রাণের নৌকা কখন আসবে, সেই অপেক্ষায় দিন গুনছেন তাঁরা।

মন্ত্রীদের পরিদর্শন ঘিরে একদিকে সরকারি আশ্বাস, অন্যদিকে দুর্গতদের ক্ষোভ, দুই ছবিই স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভাঙন প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এবং পুনর্বাসনের দাবি কবে পূরণ হয়, এখন সেটাই দেখার।

ত্রিনয়ন

দুই চোখে দেখা পৃথিবীটুকুই কি সম্পূর্ণ? মানুষ বরাবরই তার দৃশ্যমান সীমানার বাইরে যেতে চেয়েছে। কখনও পুরাণের কল্পনায়, কখনও বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে, কখনও নিজের মন ও সম্পর্কের জটিল অন্ধকারে। অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানা, আর চেনা সত্যের ভিতরেও অন্য এক সম্ভাবনার খোঁজ—এই তিন ভিন্ন পথেই খুলে যায় দেখার আরও বিস্তৃত দরজা। সেই দরজা পেরোলেই পরিচিত পৃথিবী আলোয় ধরা দেয়, বদলে যায় দেখার অভ্যাসও।

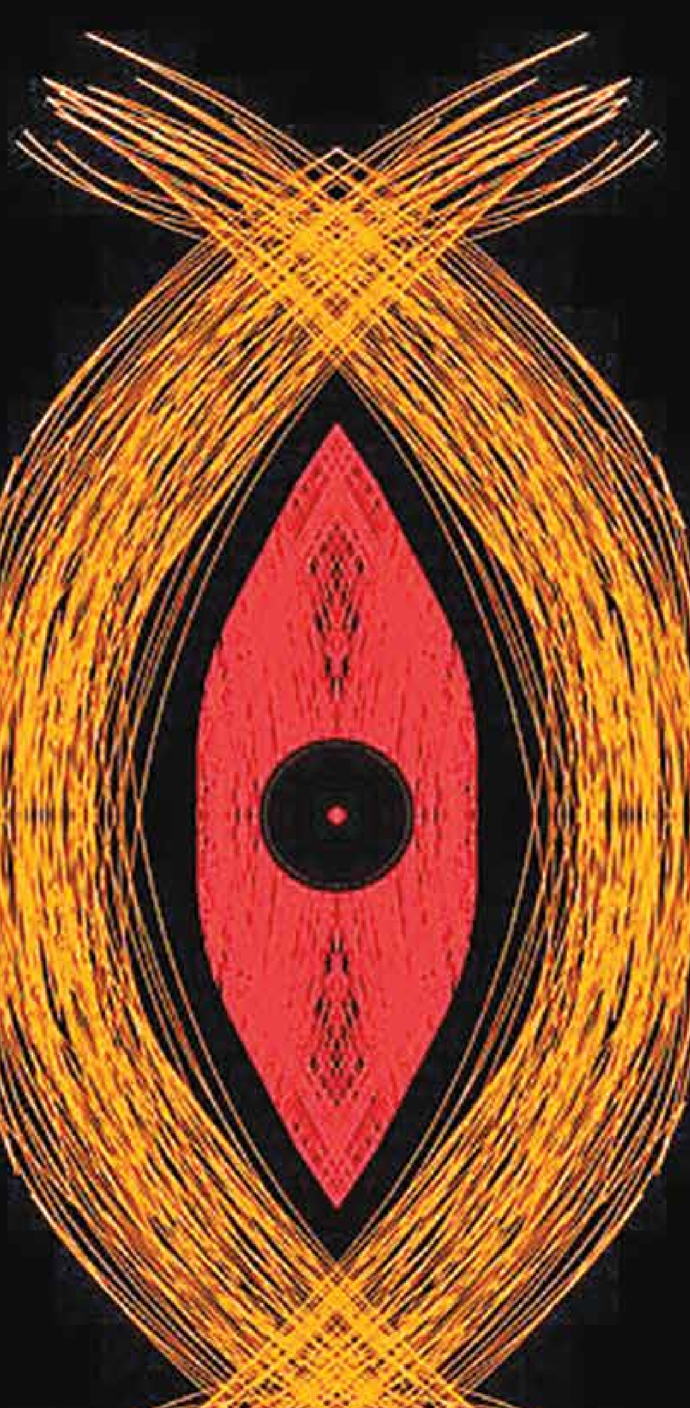

ধ্বংস ও সৃষ্টির তৃতীয় নেত্র

শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ

দেবাদিদেব মহাদেবের তৃতীয় নয়ন উন্মোচিত হল। ত্রিলোক প্রকম্পিত। প্রলয় কি আসন্ন? মহাসমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গে। পর্বতাদি টলমল করছে। নদী, ঊর্ধ্বপানে ছুটছে ধারা পরিবর্তন করে। বিশ্বের সকল প্রাণ আর্তস্বরে জানাচ্ছে কাতর প্রার্থনা, প্রাণ ও বিশ্বরক্ষা চেয়ে। মুহূর্তে বুঝি ছুটে আসবে মহারশ্মিজাল, ওই তৃতীয় নয়ন থেকে? ধ্বংস করে দেবে সর্বলোক? কিন্তু না! ওই রশ্মি পতিত হল কামদেব মদনের অঙ্গে। ভস্মীভূত হয়ে গেলেন তিনি। ঘোরতাপস মহাদেবকে পঞ্চ অনঙ্গ শরে বিদ্ধ করেছেন যে! দেবী পার্বতী এবং দেবাদিদেব যদি রত্যাতুর না হন, স্কন্দদেব কার্তিকেয়র আগমন ঘটবে না যে! সুরবাহিনীর হাতে অসুরের পরাজয় কেমন করে ঘটবে? তাই রতিপতি মদনের অরাতিসূদন মহাদেবের কাছে, এই ভয়ংকর পরিণতি জেনেও আগমন। এরপরে রতি ও মদনের কী হবে, তা আমাদের আখ্যানভাগ নয়। আখ্যানে রয়েছে ওই তৃতীয় নয়নটি।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে রয়েছে এক কাহিনী। একদা কৈলাসে দেবাদিদেবের দুটি চক্ষুকে আবৃত করেন দেবী পার্বতী, ক্রীড়াচ্ছলে। ওই দুই চক্ষু তো শুধু চক্ষু নয়। সূর্য এবং চন্দ্র। ব্রহ্মাণ্ড ঘোর অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল। ত্রাহি ত্রাহি রব চারিদিকে। তখন দেবাদিদেব, তাঁর তৃতীয় নয়নের আবির্ভাব ঘটালেন। 'তূর্যং চ তস্য সংভূতং নেত্রমাদিত্যসংনিভম্।/ যুগান্তসদৃশং দীপ্তং যেন অসৌ মথিতো গিরিঃ॥' অর্থাৎ 'তখন তাঁর কপালে সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় দীপ্তিময় একটি তৃতীয় নেত্র বা চোখের উৎপত্তি হলো, যার তীব্র তেজে সেই পর্বত দগ্ধ ও আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।'

শিব পুরাণেও রয়েছে এ কাহিনী। যা অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয়, তা হল, তৃতীয় চোখেরও জন্ম হয়। আদিরূপে তৃতীয় চোখ নেই। জগতের প্রয়োজনে তার সৃষ্টি। আদিতে যে দুটি চক্ষু, তাদের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা বলা হয়। সূর্য ও চন্দ্রের পাশাপাশিই। দক্ষিণ নেত্র বর্তমান এবং বামনেত্র

একদা কৈলাসে দেবাদিদেবের দুটি চক্ষুকে আবৃত করেন দেবী পার্বতী, ক্রীড়াচ্ছলে। ব্রহ্মাণ্ড ঘোর অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল। ত্রাহি ত্রাহি রব চারিদিকে। তখন দেবাদিদেব, তাঁর তৃতীয় নয়নের আবির্ভাব ঘটালেন।

অতীত প্রকাশক। তাহলে ভবিষ্যৎ কে প্রকাশ করবে? এই ভবিষ্যৎ প্রকাশের জন্য প্রয়োজন হল তৃতীয় নেত্রের। এবং তৃতীয় নেত্র সর্বদা জ্যোতির্ময়।

জন্মমাত্রই মানুষ সব জেনে যায় না। ধীরে ধীরে তাকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। চারপাশের জগৎ থেকে মহাবিশ্বব্যাপ্ত পরিসর - সবই উন্মুক্ত জ্ঞানাহরণের ক্ষেত্র। সকল জ্ঞানেরই অতীত এবং বর্তমান কাল আছে; যার বস্তুগত অস্তিত্ব আছে এবং যা সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞান আহরণ করা চলে। প্রজ্ঞাদ্বারা তার বিশ্লেষণ করা চলে। কিন্তু ভবিষ্যৎ? তার কথা জানার যে ব্যাকুলতা মানুষের ইতিহাসে, সে তো অনন্য। জাদুকর থেকে জ্যোতিষ সব পন্থাই মানুষ অবলম্বন করেছে এবং করে, এ বিষয় জানার জন্য। তবু এ নিছক অনুমান থেকে যায়। এই অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, মৃত্যু ব্যতীত, মানুষের অসহায়তার আরেকটি বিরাট কারণ।

প্রাচীন কালেও, মানুষ জেনেছে, যা প্রকাশিত হয়, তার দ্বারা জ্ঞানের সন্ধান করা চলে। কিন্তু যতক্ষণ না সে আগুনের ব্যবহারকে আয়ত্ত করছে ততক্ষণ তার কাছে, ব্যাপক বস্তুবিশ্বকে প্রকাশ করার একমাত্র মাধ্যম আলো। সে আলো, সেই প্রাচীনের ধারণায় ছিল সূর্য এবং চন্দ্রের। চন্দ্রের আলো যে সূর্যেরই প্রতিফলিত আলো তা সে জেনেছে অনেক পরে। অতএব দুই নেত্র হয়েছে সূর্য এবং চন্দ্র।

সূর্য প্রখর। সমতল, পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মালভূমি কিংবা মরুভূমি ও তাতে বিদ্যমান নানান প্রাণ এবং অপ্রাণকে, তাদের কার্য-কলাপাদিকে বেশি চেনাতে পারে সূর্য। অতএব সূর্য জ্ঞানচক্ষু। তাই কি বৈদিক প্রার্থনা গায়ত্রী মন্ত্র সরাসরি সূর্য বা দেব সবিতৃর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত? এর মূল প্রার্থনা, 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' 'হে সূর্য দেব আপনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বা প্রজ্ঞাকে জাগ্রত ও চালিত করুন।'

আবার যা ব্যস্ততাময় দিনে আহরিত হল তা বিশ্লেষণের কাল প্রয়োজন। সে কাজ চন্দ্রমার মায়ায় আচ্ছাদিত সন্ধেতে বসে করা চলে। অতএব চন্দ্র হল প্রজ্ঞা। এসব অনুমান মাত্র। কিন্তু বেদ-পুরাণও জানাচ্ছে কাছাকাছি কথা। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত, যা প্রক্ষিপ্ত হওয়াই সম্ভব, তাতে বলা হয়েছে ,'চন্দ্রমা মনসো জাতঃ', অর্থাৎ, পরম পুরুষের মন থেকে চন্দ্রের উৎপত্তি। মন, বুদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞার জন্ম দেয়।

কিন্তু তৃতীয় নেত্র আরও জটিল বিষয়। একথা মিশরীয়রাও বুঝেছিল। তাদের পুরাণে তাই দেবতা হোরাসের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ। দেবতার আকৃতিতে মানবশরীরে বাজপাখির মাথা। এই দেবতাও মিশরীয় সূর্যদেব সম্পর্কিত। আবার এই দেবতার চিহ্নও নেত্র। এই নেত্রকে তারা 'ওয়াদজেত' বলত। হোরাস হলেন আকাশ, যুদ্ধ এবং সুরক্ষার দেবতা। ফারাওদের ভবিষ্যৎ শাসন এবং রাজ্যের স্থায়িত্ব হোরাসের আশীর্বাদের ওপর নির্ভর করত।

অন্যদিকে, ওসাইরিস এবং আইসিসের পুত্র হোরাস তাঁর কাকা সেটের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই করে জয়ী হন। সেট ছিলেন বিশৃঙ্খলা ও মরুভূমির দেবতা, আর হোরাস ছিলেন শৃঙ্খলার প্রতীক।

এরপর ষোলোর পাতায়

নিজের চোখের চেয়ে বেশিই দেখার ইচ্ছে

নীলাদ্রি দেব

কুমোরটুলিতে প্রচণ্ড ব্যস্ততা। মুখের আদল ছাঁচে রেখে গড়ে উঠছে একাধিক মুখ। গেঁথে নিচ্ছে কাঠামো শরীরে। এরপর নানা রঙে একই ছাঁচ থেকে অন্য অন্য মুখ প্রকাশ পাচ্ছে। মানুষ-ছাঁচের আড়ালও একই কথা বলে। যে তৃতীয় নয়ন শিল্পীর তুলিতে ফুটে উঠছে, এবং জ্যোতি, তার প্রকাশ মূর্তিতে প্রকট, বাস্তবে প্রচ্ছন্ন। আদৌ প্রচ্ছন্ন! এ তো স্থূল দৃষ্টিতে। সূক্ষ্মতে সব জুড়ে আছে নিরক্ষের আদি রেখায়, তার সরলে, আয়তে।

তৃতীয় নয়ন রক্তমাংসে যেন তৃতীয় সূত্র, তৃতীয় পরিসর। একক মানুষ কিংবা ব্রাকেট পরবর্তী সমগ্র যে সামান্য অংশকে বশে রেখেছে, ধরে ফেলেছে তার সূত্র সমীকরণ, জেনে নিয়েছে কাজ কারণের হিসেব, যতটা তার হাতের মুঠিতে, পরবর্তী অনন্তের দিকেই বাকি দৃষ্টিপাত। একে তৃতীয় ভাবতেই পারি। খোঁজই তাকে স্থূল দৃষ্টির ক্যানভাসে প্রাণ প্রতিষ্ঠা দেয়। খোঁজ ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্যে যতটা জার্নি, চূড়ান্ত শক্তির আধার নির্মিত মনে করলেও মাধ্যম হিসেবে উঠে আসে মানুষই। মিশে যায় প্রকৃতি, পুরুষে।

সমস্ত দেখার ব্যবচ্ছেদ তার গভীর চিহ্নিত করে। দেখা ও দৃষ্টিকে পৃথক করতে শেখে মানুষ। যে পোশাকই হোক, বিজ্ঞান, দর্শন... তা অনির্দিষ্ট অথচ ধ্রুবক চেহারায় গলিয়ে সমস্যা নির্মাণ ও সমাধানের সরলতর পথ খুঁজতে থাকে সে। দূরবীনকে উন্মেষ পর্ব ভাবতে পারি। টেলিস্কোপ, রেডিও টেলিস্কোপ। কিংবা জেমস ওয়েব। বহু কোটি বছর আগের আলো মিশে যায় মানুষের প্রজন্মবাহিত আলোতে। এত দিক ও দিগরকে ভেদ করতে সংখ্যার অধিক ত্রিনয়ন কখনও উদ্ভাবন, কখনও উন্মোচন।

চোখের এই বিস্তার শুধু আকাশের দিকে তাকানোর ইতিহাস নয়। শরীরের ভিতর কী আছে, মাটির নীচে কী লুকিয়ে আছে, অন্ধকারের ওপারে কী চলছে, এমন প্রশ্নও মানুষকে নতুন চোখ বানাতে শিখিয়েছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একসময় অদেখা জীবনের জগৎ খুলে গেল। এক্স-রে শরীরের ভেতরের হাড় দেখাল, রাডার দৃশ্যমানতার বাইরে থাকা দূরত্ব ও গতিবিধির খবর দিতে শুরু করল। অর্থাৎ চোখের কাজ শুধু দেখা নয়, তথ্য সংগ্রহও। যেখানে আলো পৌঁছোয় না, শব্দ পৌঁছোয় না, মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টি থেমে যায়, সেখানেও যন্ত্র কোনও না কোনও ইন্দ্রিয়ের বিস্তার ঘটিয়ে দিয়েছে।

ফরাসি কল্পবিজ্ঞান লেখক জুল ভার্ন চাঁদে যাবার অভিযান নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন 'ফ্রম দা আর্থ টু দ্য মুন', পরের অংশ 'অ্যারাউন্ড দ্য মুন', যার কাহিনীতে বিশেষ যন্ত্রে ফাঁপা গোলকে তিনজনকে চাঁদে

চোখের বিস্তার শুধু আকাশের দিকে তাকানোর ইতিহাস নয়। শরীরের ভিতর কী আছে, মাটির নীচে কী লুকিয়ে আছে, এমন প্রশ্নও মানুষকে নতুন চোখ বানাতে শিখিয়েছে।

পাঠানো হয়। বিস্ময়করভাবে হলেও বাস্তবে নাসার অ্যাপোলো মিশন তার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। যদিও কল্পবিজ্ঞান কখনও ভবিষ্যৎকে স্পর্শ করে না, স্পর্শ করে মানুষের মুহূর্তের ইচ্ছেকে, বিশ্বাসকে। যা শক্তিধর হয়ে ভবিষ্যৎকে ছুঁয়ে দেয়। শুধু কল্পবিজ্ঞান নয়, মহাকাব্যেও এর প্রকাশ আমরা দেখি।

জুল ভার্নের কল্পনায় যন্ত্র যেমন মানুষকে পৃথিবীর সীমানার বাইরে নিয়ে যায়, তেমনই প্রতিটি নতুন প্রযুক্তি মানুষের পরিচিত পরিসরটিকে খানিক অতিক্রম দেয়। যে দূরত্ব একসময় অতিক্রমণযোগ্য ছিল না, তা পরিমাপযোগ্য হয়; যে শব্দ শোনা যেত না, তা সংকেতে ধরা পড়ে; যে আলো চোখে আসত না, তারও উপস্থিতি কোনও যন্ত্র জানিয়ে দেয়।

গত-আজ-আগামীর অক্ষে দাঁড়িয়ে অতীতের অসম্ভব আজ সম্ভব হয়ে উঠছে, আগামী আরও সম্ভাবনাময়। আমরা এমন একটা সময় পেয়েছি, যখন চিঠি টেক্সট হয়ে উঠছে, টেলিগ্রাম ফিকে হয়ে উবে গেছে ঠিকই, হোয়াটসঅ্যাপ এসেছে। এতে ভাষার বদল যেমন হয়েছে, গতিশীল হয়েছে, সংরক্ষণ হয়ে উঠেছে শর্তসাপেক্ষ। রিসিভার বদলে মোবাইল, মোবাইল এরপর বদলে গেছে দ্রুত। সমাজমাধ্যমকে নিয়ে যতটা অভিযোজন, সমান্তরালে জীবনের সঙ্গে যুক্ত সব ও সমস্ত একক ও উপএককেও। স্যাটেলাইট লাইভ, ড্রোন ফুটেজ যতটা সহজ হয়েছে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে থার্মাল স্ক্যানার বা ইনফ্রারেড ক্যামেরার ব্যবহারও। ছেলেবেলাতেও ভেবেছি মানুষের মতো ভাববে রোবটতর কোনও বিষয়। আজ এআই আলোর গতির থেকে দ্রুত ভাবনাকে ওভারটেক করেছে।

উত্তরের পাহাড় থেকে নদী, চা বাগান থেকে বনাঞ্চল, সবটাই তৃতীয় নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তৃতীয় সূত্র, কখনও পরিসর। চোখ বন্ধ রেখে ভরসার যে বিজ্ঞাপনী বাণী, তা সত্যি হয়েছে ওয়েদার রাডার, স্যাটেলাইট মনিটরিং কিংবা ল্যান্ড স্লাইড সেন্সরের ব্যাপ্তিতে। আমরা আবহাওয়া পড়তে চেষ্টা করছি, প্রতিকূলতাকে, প্রকৃতিকে। এককগুলোকে গ্রাফে বেঁধে রাখতে খানিক সফলও হয়েছে মানুষ। যে গ্রাফ প্রয়োজনে সতর্কবার্তা দেয়। বন ও বন্যপ্রাণকে সুরক্ষিত রাখতে এআই বেসড ট্র্যাকিং সিস্টেম, থার্মাল ড্রোন, ট্র্যাপ ক্যাম, বা চা বাগানে ব্যবহার করা মাল্টিস্পেকট্রাল ক্যামেরা যতটা ভরসাযোগ্য হয়ে উঠছে, তাতে আগামীর আলো বড় তীব্র।

এরপর ষোলোর পাতায়

জীবন ও জীবনের মাঝে সরু এক আলপথ

ডঃ গৌতম সরকার

'প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব কবর'— এই কবর থেকে উঠে এল আত্মা আর এক শরীর। দেহ আর মন। অবচেতন আর চেতন।

আমাদের গ্রামের ভবা পাগলা। এলোমেলো কথা বলে। গান গায়। গভীর রাতে যখন সবাই ঘুরেফিরে ঘুম দেয়, তখন ও গাছের মগডালে বসে আস্ত একখানা ঈশ্বর দেখে। ঈশ্বর আসে। নড়েচড়ে মগডালে বসে। দুজনে কথা বলে। গান করে। হাসে। গ্রামের লোক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বকা দেয়। শাপান্ত করে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে...

একদিন বাসে উঠল। মহিপাল থেকে ২২৩০ নম্বর বাস। রুট জানে। তবুও বলে উঠল যতদূর যায় বাস। ততোদূর...

রাস্তা শেষ হয় আবার শেষের শুরুও হয়। মন হালকা হয় না। জালনার সঙ্গে কাচ। কাচের সঙ্গে মানুষ। মানুষের রাস্তার মধ্যে মানুষ। মানুষ ও গাড়ি। এক দেহ-র পর আর এক দেহ। দুই বিষয়ের কোলাহল আর চ্যাঁচামেচি– সবই হচ্ছে। সবই ঠিকঠাক। কারণ কেউ তো মন্দ বলছে না। কেউ হাঁপিয়ে উঠছে না। কারও মাজা বাঁকা হচ্ছে না। সকলে দৌড়ঝাঁপ করছে। ধাক্কা দিচ্ছে। ধাক্কা দিতে পারলে ভালো সিট পাবে।

খারাপ কেউ চায়নি। কিন্তু ভবা চাইছিল একটা দুর্ঘটনা। বা হঠাৎ প্রবল এক ধাক্কা। যাতে নতুন করে দেহ আর মন একত্রে বসবাস করে অথবা প্রবল হয় বাঁচার স্বাদ। দীর্ঘ অপেক্ষা করে; দুইদিন তিনদিন কেটে গেল। ঘুমা আসে না। নিদ্রাহীনতায় বুঝতে পারল শরীর ও মন আলাদা আলাদা।

এরই ফাঁক দিয়ে গলে যায় ঈশ্বর। এখন একত্রে দুজনের বাস।

মাননদীর দু'পাশে দুটো পাড়া। মিলমিশ ছিল। একে অপরের দশ। একে অপরের হাউলিতে যেত। থুকিরি কালীপুজোয় সবাই পাশাপাশি বসত। মেতে উঠত। হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাত জেগে খনগান শুনত। মাইয়াবন্দকি পালা দেখে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করত। পরের দিন ভোরে প্রসাদ খেয়ে বাড়ি ফিরত।

হঠাৎ একদিন সকলে খেপে উঠল। ফুলেফেঁপে উঠল দুই পাড়াগাঁয়ের অসংখ্য শরীর। হানাহানি যুদ্ধবিগ্রহ বাকবিতণ্ডায় ক্রমশ কুঁচকে যেতে থাকল মাননদী। হাড় পাঁজর মড়মড় করে উঠল... কারণের মধ্যে ছিল সরু এক আলপথ। দখলের দখল চেয়ে এই লড়াই। তা থেকে একে অপরে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

এসব ভবা দেখছিল আর হাসছিল। এতে ওর গাঁয়ের লোক খেপে ভূত। গালাগালি করতে থাকল। নানা কথা বলতে থাকল। ভবার অট্টহাসি পাশের গাঁ অবধি পৌঁছে গিয়ে ধাক্কা খেতে থাকল।

পাড়ার লোক ভবাকে ধরে বলল— 'তুই কার পাকায়? হামার না ওমার। কহেক।

তোক কহিবা হবে...'

ভবা শুধুই হাসল। তাকাল মাননদীর দিকে। মাননদীও তাকাল ভবার দিকে।

দুজনে কথা বলে নিল সুখ-দুঃখের। মায়া বাড়ল একে অপরে। এতে পাড়ার লোক আরও খেপে গিয়ে ভবাকে গোটাকয়েক চড়থাপ্পড় কষে দিল। বকবক করতে করতে সকলে ও পাড়ায় গিয়ে গোল পাকাতে থাকল। আর...

হঠাৎ একদিন সকলে খেপে উঠল। ফুলেফেঁপে উঠল দুই পাড়া গাঁয়ের অসংখ্য শরীর। হানাহানি যুদ্ধবিগ্রহ বাকবিতণ্ডায় ক্রমশ কুঁচকে যেতে থাকল মাননদী। হাড় পাঁজর মড়মড় করে উঠল... কারণের মধ্যে ছিল সরু এক আলপথ।

ভেঙে গেল সীমানা। থুকুরি কালীর পূজা। জল জমি। হাউলি। দশ। ভাঙতে থাকল মানুষ।

সুরেশের মাও ও পাড়ায় গেছিল গাভিন ছাগলকে গছা দিতে। সেও ফিরে এল।

ছাগলের সব সাধ মৈথুন ভেসে গেল। ভেঙে গেল সব আর যা যা কিছু ছিল...

এখন ভবা প্রতিরাতে মগডালে বসে। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে। মাননদী আসে। ডুকরে কাঁদে।

ভবা গেয়ে চলে—

"বাঁচিবার হাউস নাই মিটিতে।
আয়ু ফুরি যায়
হায়রে মোর সোনার জীবন আরহ বগল আয়"

গান শুনে ঈশ্বর বাঁশি ধরে। একটা ফুঁ দেয়।

শিরীষ গাছের শুকনো বীজ ঝনঝন করে সঙ্গত দেয়। হাওয়া ওঠে। বাঁশেরা শরীরে শরীর ঘষে মিষ্টি জাদু ছড়ায়। তাল বোল দেয়। আর মাননদীর কোল থেকে আলোর সন্তান উঠে আসে। জোনাকি। আলো করে তুলে মঞ্চখানা।

তোমাকে ওরা বুঝল না ভবা।

তুমি ওদের দলে গেলে না বলে। ওরা এখন রাত-বিরেতে শাপান্ত করে। খুতখুত করে। ঘৃণা বানায়। ওরা জানল ভবা তোমাকে। চিনল না এই মাননদীকে; তার মমতা, স্নেহকে। চিনল না জতগের কলকাঠি। ভবা তুমি তো জানো নদী হতে। জোনাকি হয়ে আলো বানাতে। ছাগলের মৈথুনকে পুনরায় জাগাতে। জল জমি এক করতে।

আমি তোমার সঙ্গে ভবা। ওরা তোমাকে পড়েনি। ওরা শেখেনি। ওরা, ওরা বড্ড অবুঝ। দেখছো? ওরা যখন তোমায় কিলথাপ্পড় মারল তখন মাননদী কী অসীম স্নেহে আলতো ছোঁয়ায় তোমার ঘা মেরামত করে দিচ্ছিল।

আদর করছিল...

তখন পইসানজি। বুড়িতলা হাট থেকে ফিরে গাঁয়ের মাঝায় গোল বসেছে। পাড়ার সবাই এখন তোমার গুজব করবে বলে। একঘরে করবে বলে। ওরা তো তোমার ঘর দেখেনি।

যে উজ্জ্বলতা দিয়ে ছেয়েছ তোর ঘরের চাল। আলোর সন্তানদের দিয়ে বানিয়েছ তোমার প্রাচীর। বন্ধু করেছ যাদের তারা দেখেনি ওদের।

শুনলাম, হাটও ভাগ হয়ে গেছে। এরা ওদের সবজি কিনেনি। ওরা এদের। মুখ দেখেনি। গোপেনের চায়ের দোকানে আজ কোন বিক্রিবাটা হয়নি। অথচ যে জলে ওরা প্রতি সকালে মুখ ধোয় ওতে মিলেমিশে যায় শরীরের ধুলো

আর ময়লা। মাননদী বয়ে নিয়ে চলে ওদের সব কিছু। নদীর জলে ওদের ধুলোময়লা মিশে একে অপরে

কোলাকুলি করে। মিলমিশ করে।

তবে, বড্ড একখানা অভিযোগ এসেছে তোমার বিরুদ্ধে।

ওরা জোরের সঙ্গে বলেছে— 'নিরপেক্ষতাও এক ধরনের পক্ষ আর চালাকি...'

আমার হাসি পেল। আমি হাসলাম। কিন্তু তোমার মতন করে পারছি কই। সেই অট্টহাসি!!! জোনাকিরা কই!! ঈশ্বর কই!! মাননদী সেও নেই। তাহলে আমারও মাঝে কি ফাঁক থেকে গেল!!! যে ফাঁক দিয়ে শয়তান গলে। ঈশ্বর নয়। তাহলে এখন শয়তানের সঙ্গে কি আমার একত্র বসবাস!!!

ভবা জানাইও...

চুলের কেতা

ইথার নাগ

-এআই

তাহেরপুরের একমাত্র উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে নতুন শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিয়েছেন মল্লিকা বসু। স্কুলটি সহশিক্ষামূলক। প্রথম দিন প্রার্থনার সময়ই তাঁর চোখ আটকে গেল কয়েকজন সিনিয়ার ছাত্রের চুলে। কারও মাথার মাঝখানের চুল খাড়া হয়ে রয়েছে। দেখতে অনেকটা ঝাউবনের মতো। চারপাশের চুল আবার একেবারে ছোট করে ছাঁটা। যেন মাথার মাঝখানে আলাদা করে একটা বন তৈরি করা হয়েছে। ক্লাস ইলেভেনের আরও এক ছাত্রের চুল দেখে তো মল্লিকার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। মাথার চারপাশের চুল ছোট। কিন্তু সামনের দিকে বেশ খানিকটা চুল তুলে রাখা হয়েছে। দেখতে মোরগের ঝুঁটির মতো। তার উপর সেই ঝুঁটিতে লাল রং।

মল্লিকা আর চুপ থাকতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'স্কুলে পড়ার সময় এভাবে চুল কাটলি কেন?'

ছাত্রটি বেশ গর্বের সঙ্গেই বলল, 'ম্যাডাম, সামনে তো পুজোর ছুটি, তাই বেশ খরচাপাতি করেই সেলুনে গিয়ে এভাবে চুল কাটিয়ে রং মাখিয়ে এনেছি।'

পাশ থেকে আর একজন তখন আসল কথাটা ফাঁস করে দিল। 'ম্যাম, ক্লাসের মেয়েদের নজর কাড়তেই ও এভাবে চুল কেটেছে! আমরাও অনেকেই এভাবে চুল কাটাতাম, কিন্তু আর হয়তো এরকম চুল কাটা যাবে না। অতনু স্যর বলে দিয়েছেন, স্কুলে কোনও ছাত্র যদি অস্বাভাবিকভাবে চুল কেটে আসে, তবে তিনি নিজে হাতে ওদের চুল কেটে পুরোপুরি ন্যাড়া করে দেবেন!'

মল্লিকা বুঝলেন, তাঁর সদ্য যোগ দেওয়া স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি চুল নিয়েও বেশ চর্চা চলে। প্রথম দিনেই তিনি বুঝে গেলেন, এখানে শুধু বই খুললেই ছাত্রদের সবটা বোঝা যাবে না। মাথার উপরেও অনেক গল্প লেখা থাকে। তিনি অবশ্য ছাত্রদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, 'ছাত্র জীবনে এসব স্টাইল করবার দরকার নেই। এখন বরং পড়াশোনায় মন দে।'

কথাগুলি ছাত্রদের কানে গেল কি না, তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থেকেই গেল। তাদের মুখের ভাব দেখে মল্লিকার মনে হল, উলুবনে মুক্তো ছড়ানোর মতোই হয়েছে ব্যাপারটা।

টিফিনের সময় বিষয়টি নিয়ে স্টাফরুমেও আলোচনা শুরু হল। চুল নিয়ে শিক্ষকদের স্মৃতির ঝাঁপি খুলে গেল। কে কোন সময়ে কীভাবে চুল কাটতেন, কোন নায়ককে দেখে কোন কেতা জনপ্রিয় হয়েছিল, সবই উঠে এল আলোচনায়।

প্রকাশ স্যর বললেন, একসময় ছেলেদের চুল 'পাঁইট করা' ছিল বেশ জনপ্রিয়। তারপর এল উত্তমকুমারের কায়দা। অর্থাৎ ইউকে কাট। তারপর মিঠুন কাট। রাজেশ খান্না কাট। শেষে এল বচ্চন কাট।

কালের নিয়মে সেইসব কেতাই এখন ইতিহাস। একসময় যে চুল কাটাকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা হত, এখন তার নামও হয়তো অনেকে ভুলে গিয়েছেন। এখন মাথার মাঝখানে চুল খাড়া করে রাখার চল। দেখতে ঝাউবনের মতো। নাম নাকি 'গ্রাস কাট'।

কয়েক বছর আগেও আবার স্পাইক কাটের বেশ রমরমা ছিল। চুল পড়তে শুরু করলে পুরো মাথা ন্যাড়া করে ফেলাও এখন অনেকের কাছে একটা স্টাইল। অর্থাৎ চুল থাকলেও স্টাইল। চুল না থাকলেও স্টাইল। টেলিভিশনের সিরিয়ালের নায়করা সামনের চুল এমন ভাবে ফুলিয়ে রাখেন যে, দেখে মনে হয় চুলেরও নিজস্ব আত্মসম্মান রয়েছে।

চুলের কেতার এই বদল দেখে শিক্ষকদের কেউ হাসছেন। কেউ পুরোনো দিনের কথা মনে করছেন। কেউ আবার ভাবছেন, তাঁদের সময়ে যে কেতা দেখে বাবা-মায়েরা বিরক্ত হতেন, সেটাই আজ নস্টালজিয়ার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেখা যাক, এরপর আবার কী ধরনের স্টাইলের প্রচলন হয়।

ছেলেদের চুল নিয়েই যে শুধু চিন্তা, তা নয়। মেয়েদের চুলের কেতাও শিক্ষকদের নজর এড়ায়নি। স্কুলে বেশ কয়েকজন ছাত্রী এখন চুল খুলে আসছে। কারও চুলে আবার নানা রং। বিষয়টি দেখে একদিন অতনু স্যর এক ছাত্রীকে বলেই ফেললেন, 'কীরে, খুব সাহস বেড়েছে তোদের? চুল বেঁধে স্কুলে আসবি। যা স্টাইল করার বাইরে করবি।' ছাত্রীটির মুখ তখন লজ্জায় লাল। সহপাঠীদের সামনেই এমন কথা শুনে সে যে একটু অস্বস্তিতে পড়েছিল, তা বোঝাই যাচ্ছিল। অতনু স্যর অবশ্য সেখানেই থামলেন না। তাঁর বক্তব্য, 'স্কুলে চুল খুলে আসা চলবে না।'

চুলের পরিচর্যায় সমস্যা হলে নন্দিনী ম্যামের মতো ছোট করে কেটে নেওয়া যায়। ছোট চুলে যত্ন কম। সময়ও বাঁচে। সেই সময়টা পড়াশোনায় দেওয়া যায়। অর্থাৎ চুলের দৈর্ঘ্য কমলে পড়াশোনার সময় বাড়বে, এই অঙ্কটিও শিক্ষকদের মাথায় রয়েছে।

স্টাফরুমের এই আলোচনায় তখন যোগ দিয়েছেন অবসরের দোরগোড়ায় থাকা সুমিত্রা ম্যাম। তিনি শুনিয়ে দিলেন আরও পুরোনো দিনের গল্প। তাঁর সময়ে মেয়েদের চুলেরও কত কেতা ছিল। চিনা কাট ছিল। কপালের ওপর দিয়ে চুলের লক ঝুলত। খোঁপারও ছিল নানা ধরন। কোনও খোঁপা মাথার থেকেও বড়। কোনওটা আবার মাথার উপর উঁচু করে বাঁধা। অভিজাত পরিবারের মহিলারা সেই খোঁপায় সোনার চিরুনিও গুঁজে রাখতেন। এখনকার প্রজন্মের অনেকেই হয়তো জানেই না, সোনার পাত বসানো কিংবা হাতির দাঁতের কারুকাজ করা চিরুনিও একসময় খোঁপার সাজের অংশ ছিল।

সুমিত্রা ম্যামের কথায় অবশ্য একটা বাস্তব চিন্তাও উঠে এল। 'এই যুগে সেটা নিরাপদও হবে না। মানুষের রুচি ও সততা কোনওটাই আর আগের মতো নেই। এসব কারণে বিয়েতে সোনার চিরুনি উপহার দেওয়ার চলও উঠে গিয়েছে।'

চুলের কেতা নিয়ে শুরু হওয়া আলোচনা তখন বেশ জমে উঠেছে। পুরোনো দিনের স্মৃতি। নতুন দিনের ফ্যাশন। তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের পোশাক ও আচরণের প্রশ্নও চলে এসেছে।

টিফিনের সময় যে কখন শেষ হয়ে গিয়েছে, অনেকেরই খেয়াল নেই। ফলে কয়েকজন শিক্ষক ক্লাসেও পৌঁছালেন একটু দেরিতে। ছাত্ররা হয়তো তখন বই খুলে বসে আছে। আর শিক্ষকরা ভাবছেন, চুলের ইতিহাসের ক্লাসটাই যেন বেশি জমল। শেষপর্যন্ত অতনু স্যরই যেন আলোচনার একটা দার্শনিক উপসংহার টানলেন। বললেন, 'একদিন হয়তো এসব পুরোনো কেতাই ফিরে আসবে। নিউ নরমাল নয়, সেই ওল্ড নরমালই আমরা ফিরে চাই।'

চুলের ফ্যাশন যে ঘুরেফিরেই আসে, তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। আজকের অদ্ভুত কেতাই কাল পুরোনো হয়ে যায়। এক প্রজন্মের কাছে যা ফ্যাশন, পরের প্রজন্মের কাছে সেটাই হাসির বিষয়। তারপর কয়েক বছর বাদে আবার সেই কেতাই নতুন করে ফিরে আসে।

তাই ঝাউবন হোক কিংবা মোরগের ঝুঁটি, স্পাইক হোক কিংবা বচ্চন কাট, চুলেরও যে নিজের ইতিহাস আছে, তাহেরপুরের ওই স্কুলের স্টাফরুমে বসে সেদিন সেটাই যেন নতুন করে মনে পড়ল। আর মল্লিকার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বলে দিল, স্কুলে নতুন শিক্ষককে শুধু ছাত্রদের নামই মনে রাখতে হয় না। তাদের চুলের কেতাও চিনে রাখতে হয়।

রসরঙ্গ

প্রথম দিন প্রার্থনার সময়ই তাঁর চোখ আটকে গেল কয়েকজন সিনিয়ার ছাত্রের চুলে। কারও মাথার মাঝখানের চুল খাড়া হয়ে রয়েছে। দেখতে অনেকটা ঝাউবনের মতো। চারপাশের চুল আবার একেবারে ছোট করে ছাঁটা।

ঠাকুমার পাকঘর

ভাতের রসগোল্লা

রেশমি দেব
শিলিগুড়ি
কলেজপাড়া

আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা শিলিগুড়িতে। বাবাকে কাজের সূত্রে বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকতে হত। তাই মা-ও বাবার সঙ্গে থাকতেন। আর আমি বড় হয়েছি ঠাকুমার কাছে। রান্নায় ঠাকুমার হাত ছিল অসাধারণ। তাঁর কাছ থেকে শেখা নানা রেসিপি তৈরি করে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের মনও জয় করেছি। সবচেয়ে ভালো লাগত, ঘরে বেঁচে যাওয়া বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে ঠাকুমা কত রকমের পদ তৈরি করতেন। আমাদের খুশি রাখার জন্য তাঁর চেষ্টার কোনও খামতি ছিল না। তখন বাড়িতে মিক্সি গ্রাইন্ডার ছিল না। শিলনোড়ায় বেটে তিনি অসাধারণ সব রান্না করতেন।

সামনে পুজো আসছে। তাই ঠাকুমার কাছ থেকে শেখা বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে রসগোল্লা তৈরির রেসিপি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। খেতে ভীষণ সুস্বাদু। একবার তৈরি করে দেখতেই পারেন।

উপকরণ : এক বড় বাটি ঝরঝরে বেঁচে যাওয়া ভাত, ১ চা-চামচ ময়দা, ২ থেকে ৩ চা-চামচ গুঁড়ো দুধ, ২ চা-চামচ ঘি, ২ কাপ নকুলদানা, ২ কাপ জল, ১ চা-চামচ এলাচ গুঁড়ো এবং এক চিমটি নুন।

প্রণালী : প্রথমে এক বাটি ভাতে এক চিমটি নুন দিয়ে মিক্সি অথবা পাটায় ভালো করে বেটে নিতে হবে। বাটার সময় সামান্য জলের ছিটা দিতে হবে। এ বার ভাতের পেস্টের সঙ্গে এক চা-চামচ ময়দা এবং তিন চা-চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়ে ভালো করে মেখে একটি মণ্ড তৈরি করতে হবে। কড়াই অথবা ফ্রাই প্যানে ঘি দিয়ে ভাতের মণ্ডটি দিতে হবে। কম আঁচে অনবরত নাড়তে হবে। প্রায় ১০ মিনিট নাড়ার পর মণ্ডের জল শুকিয়ে সেটি নরম হয়ে আসবে। অন্য একটি সসপ্যানে ২ কাপ জল ও ২ কাপ নকুলদানা দিয়ে চিনির রস বা সিরা তৈরি করতে হবে। সিরা ফুটে উঠলে সামান্য এলাচ গুঁড়ো দিতে হবে। সবশেষে ভাতের মণ্ড থেকে ছোট ছোট বল তৈরি করে ফুটন্ত চিনির সিরায় দিয়ে দিতে হবে। কম আঁচে ৫ থেকে ৬ মিনিট ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করতে হবে। এই পর্বে সব মিলিয়ে ৩০-৩৫ মিনিট সময় লাগার কথা। এর পর রসগোল্লাগুলি এক ঘণ্টা ঢেকে রাখতে হবে। এক ঘণ্টা পর রসগোল্লাগুলি বড় আকারে ফুলে উঠবে। গরম গরম পরিবেশন করলে এর স্বাদে কেউ বুঝতেই পারবেন না, এটি বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে তৈরি রসগোল্লা।

পুরনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার খবর নিয়ে হাজির 'ঠাকুমার পাকঘর'। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরনো সমস্ত রান্নার খবর ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়। হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে 9474028140 নম্বরে।

ধ্বংস ও সৃষ্টির তৃতীয় নেত্র

পনেরোর পাতার পর

এই জয় মিশরীয়দের কাছে অন্ধকারের ওপর আলোর এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ওপর সুদিনের বিজয়ের প্রতীক। এরই সঙ্গে জড়িত ছিল, পরকাল ও পুনর্জন্মের ভবিষ্যৎ। মৃত্যুর দেবতা ওসাইরিসের পুত্র হিসেবে হোরাস মৃত আত্মাদের পরকালের বিচারে নিয়ে যেতেন। আত্মার বিচার শেষে তাদের অনন্ত জীবনের বা পরকালীন ভবিষ্যৎ-এর নিশ্চয়তা দিতেন হোরাস। এবং হোরাসেরও ডান নেত্রকে সূর্য এবং বাম নেত্রকে চন্দ্র ধরা হত।

মানুষের যে বিশ্ব তা অত্যন্ত অনিশ্চিত। এই অসহায়তায় তার কাছে অসহনীয়। তাই তার দেব-দেবী ছাড়াও, সম্ভবত আরও আদিমকালের তন্ত্র-মন্ত্রেও এসেছে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জনের চেষ্টা। তন্ত্রানুসারে, মানবশরীরে আছে তিন নদী। ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না। আর আছে সাতচক্র। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সহস্রার চক্র।

এর মধ্যে আজ্ঞা চক্র হল তৃতীয় নেত্র, যা সাধনার দ্বারা উন্মোচিত হয়। এর অবস্থান, কপালে, দুই ভ্রূর মাঝখানে। রং, গাঢ় নীল। এটি অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধি, মনোযোগ এবং আধ্যাত্মিক চেতনার কেন্দ্র। একে একে কুণ্ডলিনী জাগরণের মাধ্যমে নীচ থেকে উচ্চস্তরে গমনই হল তান্ত্রিক সাধনা। আজ্ঞা চক্র পার না হলে, সাধনার সিদ্ধি সহস্রার চক্রে পৌঁছোনো যাবে না। সহস্রার চক্রই সেই চক্র, যেখানে, এই সাধনা-পদ্ধতি অনুসারে জাগতিক মোহমুক্তি হয়। অর্থাৎ, অন্যভাবে বললে, এই যে নিত্য অজানা ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত আশঙ্কা, এই আশঙ্কাও দূর হয়। কারণ জগত সম্পর্কে মোহ না থাকলে, মৃত্যু বা পরবর্তী সংকটাদি নিয়েই বা কার মোহ থাকবে?

আজ্ঞা চক্র হল তৃতীয় নেত্র, যা সাধনার দ্বারা উন্মোচিত হয়। এর অবস্থান, কপালে, দুই ভ্রূর মাঝখানে। রং, গাঢ় নীল। এটি অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধি, মনোযোগ এবং আধ্যাত্মিক চেতনার কেন্দ্র।

এর আবার বিপরীতেই রয়েছে মায়াময় পৃথিবীর তৃতীয় নেত্র কল্পনা। স্থানীয় উত্তরবঙ্গীয়, কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, হিমালয় ও ডুয়ার্স অঞ্চলের রক্ষাকর্তা স্বয়ং বুড়া শিব বা মহাদেব। রাজবংশীদের অন্যতম প্রধান বসন্তকালীন উৎসব হল 'মদনকাম পূজা' বা মদন কামারু। সঙ্গে আছে চৈত্র সংক্রান্তির গাজন-গম্ভীরা। এই উৎসবগুলোর লোকগীতি বা পালায় শিবের তৃতীয় নয়নের একটি বিশেষ গল্প গাওয়া হয়। শুরুতে যে কামদেব দহনের কাহিনীটি লিখেছিলাম তা রাজবংশী সমাজ নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন।

শিবের তৃতীয় নয়নের তীব্র তেজে কামদেব ভস্ম হন সেখানেও। কিন্তু তারপরে লোককথা বলে, আগুন যখন ডুয়ার্সের পাহাড়ে আছড়ে পড়ে, তখন বরফ গলে জলঢাকা ও তোর্ষার মতো খরস্রোতা নদীর রূপ নেয়। অর্থাৎ, ধ্বংসের মধ্য দিয়েই শিব উত্তরবঙ্গের জন্য জীবনদায়ী জলধারা তৈরি করেন।

পূর্বোল্লিখিত পার্বতীর নেপথ্য থেকে ক্রীড়াচ্ছলে শিবের নেত্রবন্ধ করার করার মিথ ভেঙে আরেকটি কাহিনীও উত্তরবঙ্গে জন্মেছে। পার্বতীর সেই পরিহাসে শিবের নেত্র থেকে তিনটি ভিন্ন ধারায় অশ্রু তথা শক্তি নির্গত হয়, যা হিমালয় চিরে উত্তরবঙ্গের সমভূমিতে নেমে আসে। শিবের ডান নেত্র বা সূর্য রূপ থেকে জন্মায় তোর্ষা নদী, যা চণ্ড বা উগ্র রূপের প্রতীক। চন্দ্র রূপ বাম নেত্র থেকে তিস্তা নদী, যা শীতলতা ও জীবনের প্রতীক। এবং তৃতীয় নয়ন বা অগ্নি রূপ থেকে জন্ম নেয় গভীর ও প্রচ্ছন্নরূপা জলঢাকা নদী। এভাবেই ধ্বংসের বিপরীতে সৃজনের আখ্যানও হয়ে ওঠে তৃতীয় নেত্র কল্পনা।

নিজের চোখের চেয়ে বেশিই দেখার ইচ্ছে

পনেরোর পাতার পর

তবে চোখ ঝলসে গেলে দৃষ্টি বিঘ্নিত হতে পারে। তাই নিয়ন্ত্রণের কৌশল জরুরি।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিবিস্তার এখন কেবল কল্পনা নয়। পাহাড়ে মেঘ নামলে চোখের সামনে কয়েক হাতের বেশি দেখা যায় না, কিন্তু আবহাওয়ার তথ্য অনেক দূরের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। নদীর জল বাড়ার খবর, ভূমিধসের আশঙ্কা, জঙ্গলের ভিতরে কোনও অস্বাভাবিক চলাচল, সীমান্তের দীর্ঘ বিস্তারে নজর রাখা— সব ক্ষেত্রেই মানুষের চোখের পাশে দাঁড়িয়েছে যন্ত্র। যে বনকে দূর থেকে শুধু সবুজ বলে মনে হয়, তার ভিতরে কত প্রাণের চলাচল, কোথায় তাপের অস্বাভাবিকতা, কোথায় পরিবর্তনের রেখা, বিশেষ প্রযুক্তি তার আলাদা ছবি তৈরি করতে পারে। এইভাবে উত্তরবঙ্গের পরিচিত ভূগোলও ধীরে ধীরে বহুস্তরীয় দৃশ্যে পরিণত হচ্ছে।

আর জরুরি, মানুষের সেই তৃতীয় নয়নটি বহন করার সক্ষমতা। তৃতীয় নয়ন থাকল আর তার দেখার দৃষ্টি থাকল না, তবে তো মিছে সত্য হয়ে রইল ত্রিনয়ন। তার জন্য যোগ্য হয়ে ওঠা প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ যখন আরও উর্বর হবে, আমাদের কাছে সেই বীজধান সংগ্রহ থাকবে তো! ক্লাইমেট চেঞ্জ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়তো বশ মানবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো প্রকট হয়ে উঠবে অগমেন্টেড রিয়েলিটি। যা ভার্চুয়াল জগতে নিয়ে যাবে না, বরং নীলগ্রহকেই নতুন করে দেখতে শেখাবে। দেখা কি খুব ঘন হয়ে আসবে, তথ্যবহুল! হয়তো কোয়ান্টাম সেন্সর সীমাকে শব্দে নয়, ভেঙে দেবে বহুমাত্রিক। মাধ্যাকর্ষণ, চৌম্বকক্ষেত্র, সময় বা তাপের মতো বহু ক্ষেত্রে তর ও তম-এর সামান্যও নিখুঁত বিশ্লেষণ পাবে।

প্রযুক্তি দৃষ্টিকে দূরে নিয়ে যায়, গভীরে নিয়ে যায়, দ্রুততর করে; কিন্তু দৃষ্টির উদ্দেশ্য তৈরি করে না। সেই জায়গাতেই তৃতীয় নয়ন কেবল যন্ত্রের নয়, সভ্যতারও প্রশ্ন হয়ে ওঠে। এমত জ্ঞানের বা সত্যের পাশাপাশি তৃতীয় নেত্র কখনও ধ্বংসেরও প্রতীক।

সমস্যা তাই শুধু আরও বেশি দেখা নয়, কী দেখা হচ্ছে তার অর্থ বুঝে ওঠাও। একটি ক্যামেরা হাজার ছবি তুলতে পারে, একটি উপগ্রহ একসঙ্গে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে নজরে রাখতে পারে, একটি কম্পিউটার বিপুল তথ্য কয়েক মুহূর্তে সাজিয়ে দিতে পারে। তবু সেই তথ্যের মধ্যে কোনটি জরুরি, কোনটি সতর্কবার্তা, কোনটি কেবল কৌতূহল— সেটি ঠিক করার দায়িত্ব মানুষেরই। প্রযুক্তি দৃষ্টিকে দূরে নিয়ে যায়, গভীরে নিয়ে যায়, দ্রুততর করে; কিন্তু দৃষ্টির উদ্দেশ্য তৈরি করে না। সেই জায়গাতেই তৃতীয় নয়ন কেবল যন্ত্রের নয়, সভ্যতারও প্রশ্ন হয়ে ওঠে।

এমত জ্ঞানের বা সত্যের পাশাপাশি তৃতীয় নেত্র কখনও ধ্বংসেরও প্রতীক। তাই তা প্যালেটের ধূসরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারকে চোখ রাঙালে, আশা জাগে। যদি-বা প্রয়োগের ভুলে সময় ও সভ্যতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তবে সত্যিই তা বিপজ্জনক। সেজন্যই হয়তো বাকিটা পটুয়ার হাতে। যে মহালয়ার ভোরে প্রদীপকে আরও খানিক কাছে নিয়ে এসে ত্রিনয়নের তিনটে বৃত্তকে পূর্ণ করে তুলবেন। অন্ধকার সরিয়ে আলোর প্রকাশে।

ছোটগল্প

চোখ

মৌমিতা আলম

-এআই

হাত দুটো বাঁশের খুঁটির পেছনে দিকে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। দড়িটা নতুন নয়। বহু পুরোনো। নাইলনের দড়ি। দড়ির গিঁটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সেখানে কিছু মাছি বসে। মাছিগুলো ঠিক ছোট মাছি নয়। বড় মাছি। যাঁদের পেছনে যেন একটা কেমন গাঢ় সবুজ রঙের ট্যাঙ্কি। মাছিগুলো ঘুরছে... ভন ভন ভন ভন... তবুও দড়িতে বাঁধা হাত দুটো কোনও প্রচেষ্টা করছে না মাছিগুলোকে তাড়ানোর। মৃত ও জীবন্ত মানুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধুই অনুভূতি। অনুভূতিহীন জীবন্ত মানুষ, মৃত ও জীবন্ত মানুষ বাদ দিয়ে আরেক ধরনের মানুষ- ঠিক এই খুঁটিতে বাঁধা মানুষটির মতন। মাছিগুলো যেন আয়েশ করে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে জমানো রক্ত। খাদ্য ও খাদক কারোরই তাতে কোনও রা নেই। দড়ির গিঁট থেকে হাত বরাবর থোক থোক মাছি বসে আছে। অসংখ্য মাছি। হাত থেকে চোখ ফেরালে সামনের দিকে থেতলে যাওয়া ঠোঁটের বেশি ফোলা অংশটায় রক্ত জমে জোঁক রক্ত চুষে খেয়ে ঢোল হয়ে যেমন ফুলে থাকে তেমন ফুলে আছে। সেই অংশটায় দু-একটা মাছি চেষ্টা করছে খুঁটিয়ে জমাট বাঁধা রক্ত যদি বের করা যায়। ঠোঁটের ডানদিকের এই ফোলা অংশটা থেকে একটু সরে এলে দেখা যাচ্ছে দুটো ঠোঁট থেতলে গিয়ে একাকার। এই অংশে গিজগিজ করছে মাছি। দূর থেকে দেখলে মাছির এক চাক মনে হবে। মাথাটা হেলে আছে ঝিমিয়ে পড়া গাছের মতন। পেট আর পিঠের মাঝে প্রায় মিশে যাওয়া পেটের চামড়াটা খানিক বাদে বাদে ওঠা নামা না করলে এক মৃত মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে ভেবে ভ্রম হয়।

মানুষটা পা দুটো ছড়িয়ে বসা। দুটো পায়ের মাঝখানে মাটিতে ঘণ্টাখানেক আগে করা পেচ্ছাব কিছুটা শুকিয়ে আর কিছুটা এখনও জমে এক হলদে মাইটা স্তর তৈরি হয়েছে। পরনের নাইটি হাঁটুর উপরে উঠে। নাইটির রংটা ঠিক কী- ভাবতে হলে রীতিমতো বেগ না পাওয়া ছাড়া উপায় নেই। হতে পারে কোনও এক কালে নাইটিটির রং ছিল পানসে সবুজ, কিংবা সবজে কালো। এখন মাটি, কাদা, ধুলো, আর খিদের রং মেখে নাইটির রং অনেক রং মিলে কিছু একটা যা অনভুব করা যায় কিন্তু শব্দে বর্ণনা করা কঠিন।

মানুষটার পেছনে সারি সারি মহিলার দল। আর সামনে লাইন করা পুরুষ মানুষের বৃত্ত। সবাই উত্তেজিত। সবার বিচার চাই। গ্রামের মানুষের এই এক রোগ, কোথাও ঝগড়া, দ্বন্দ্ব কিংবা পরকীয়ার সালিশির গন্ধ পেলে মাছির মতন সব কাজ ফেলে সেখানে ভিড় করে। থোক ধরা একঘেঁয়ে জীবনে এই ঘটনাগুলো নুন-তেল-মরিচের রোজকার জীবনে এক টুকরো যেন শুঁটকি পোড়া।

মানুষটা যেখানে বাঁধা সেই জায়গা থেকে হাত দশেক দূরে মানুষটার মুখোমুখি একটা ফাঁকা চেয়ার। কেউ সেই চেয়ারে বসে নেই। তাতে অবশ্য চেয়ারের ওজন কমছে না। এত লোক দাঁড়িয়ে তবুও কারও একবারের জন্যও মনে হচ্ছে না ফাঁকা চেয়ারে একটু বসা যায়। মনস্তাত্ত্বিক চেয়ারের ওজন গ্রামের জনজীবনে মারাত্মক। গ্রামের আমজনতা জানে চেয়ারটা রাখা হাসনত প্রধানের জন্য। সেই বসবে। চেয়ারের হাতলেও থোক থোক মাছি। উত্তেজিত জমাট বাঁধা জনতা দূর থেকে আসা গাড়ির শব্দ পেয়ে খুঁটি বাঁধা মানুষটার দিকে চেয়ে থাকা অভিমুখ ছেড়ে পূর্ব দিকে মুখ করল। শব্দটা আবছা থেকে ঘন হতে হতে থেমে গেল ভিড়ের কাছে এসে।

২

'আসি গেইছে, আসি গেইছে। পোধান আসি গেইছে'— কে বলল বোঝা মুশকিল। সমস্ত ভিড় থেকে আওয়াজটা উঠে বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে একটা সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি আর সাদা স্নিকার পরা লোকের চারপাশে এসে থেমে গেল। চারিদিকের আবহে লোকটার শ্বেতশুভ্র পোশাক অশ্লীলরকম পরিষ্কার! লোকটাকে আসতে দেখে হুতু মিয়াঁ নিজের ঘাড়ের গামছাটা দিয়ে মুছে দিল চেয়ারটা। কেউ যে হুতুকে বলল মুছতে তা নয়। হুতু নিজেই মুছে দিল। কিছু রোগ যেমন জিনগতভাবে বংশ পরম্পরায় চলতেই থাকে, তেমন গরিবদের রোগ হল চেয়ারে বসা লোকেদের তাবেদারী করা, সেটাও চলতে থাকে দিনের পর দিন। হুতু দেখেছে তার বাপকে বড়লোকের চেয়ার মুছতে এখন সে মুছছে।

'সরো সরো সরো... সরি যাও। দেউনিয়াক কনেক জায়গা দাও।' ভিড়কে সরে যেতে বলল কেউ একজন। ভিড়ও বাধ্য ছেলের মতন সরে গেল। ভিড় সরে গেলে দেখা গেল হন হন করে আসছেন হাতেম প্রধান। তাঁর পেছনে একদল সাঙ্গপাঙ্গ ঠিক পঙ্গপালের মতন। এসেই খুঁটিতে

অনেকদিন না কাটা নখ দিয়ে হাতেম কিছু বোঝার আগেই আঙুল ঢুকিয়ে দিল তাঁর দুই চোখে। ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়িয়ে গিয়ে জনতা কিংবা হাতেম যেন কিছুটা থমকে গেল। কিছু বোঝার আগেই হাতেমের চোখ দুটো লতা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে ছুড়ে দেয় মাটিতে।

বাঁধা মানুষটার মুখোমুখি কিন্তু দূরে রাখা চেয়ারে, যতটা দূরে রাখলে দেখা যাবে কিন্তু মানুষটার সাথে লেপ্টে থাকা গন্ধ পৌঁছাবে না ততদূরে রাখা চেয়ারে বসল হাতেম।

'তা কী ঘটনা সংক্ষেপে কও। মোর এইটা নিয়া আজি সাতখান মিটিং আছে। তাড়াতাড়ি কও ঘটনা কী।'

মজনু যেন রেডিই ছিল। মনে মনে সে স্ক্রীপ্ট পড়ছিল। হাতেমের বলা শেষ হতে না হতেই সে হাতেমের কথার রেশ ধরে শুরু করল, 'তা বাবু, আপনি তো জানেন আজি অনেক বছর ধরি লতা পাগলির মাথাটা তারকাটা। খায় দায় হামরা কিছু কইনা। নিজের মতন ঘুরি বেড়ায়। তা গত এক মাসখান ধরি গ্রামের দশটা গোরুর চোখ গুতি কানা কইরছে। গোরু কুনোঠে বান্ধি থুলে যায়া কুনো ঝিক (বাঁশের ডাল) বা সিঞ্জা (পাট কাঠি) দিয়া চোখত গুতায়...'

মজনুর কথার শেষ হতে না হতেই হইহই শুরু হল।

'বাবু, মোর দামড়া গোরুটার চোখ কানা করি দিছে ওয়।'

'মোর বাচ্ছি গোরুটার চোখ কানা করি দিছে...'

'বাবু, মোরও, বাবু মোরও...'

মজনু কথা শেষ করতে না পেরে যারপরনাই বিরক্ত হল। সে এই হইচইয়ের মধ্যে সুর চড়িয়ে এক দাবড়ানিতে চুপ করাল সবাইকে। তারপর তাঁর শেষ না হওয়া কথার রেশ ধরে শুরু করল, 'বাবু, গোরু তো তা-ও মানা যায়। গত রাতির শেষ দিকে পুচু মহম্মদ পেছাব করিয়ার জন্য উঠিছিল। তারপর উজু করিয়া ফজরের নামাজের জইন্য যেলা জুম্মার পথ ধরিবে মোড়ের মাথাত কোঠে থাকি আসি লতা পাগলি ওর চোখত দিছে গুতা। একটা চোখ তো পুরায় গেইছে...আরেকট চোখের গ্যারান্টি ডাক্তার দেয় নাই...'

হাত নাড়িয়ে মজনুকে চুপ করিয়ে দিয়ে হাতেম বলল, 'সবই তো বুঝিনু কিন্তু পাগলির বিচার মুই কী করিম! তোমরা তো মারি ওক হাফ ডেড করি ফেলাইছেন।' বলেই হাতেম প্রধান একবার তাকাল লতার দিকে। তাচ্ছিল্য মেশানো অসুস্থ সেই তাকানো লতা খেয়াল করল কি না বোঝা গেল না। তবে লতা যেন নড়ল একটু।

-দড়ি টা খুলি দে। মোর সামনত নিয়া আইস। ওর কথাটাও শুনা দরকার।

হাতেমের কথাটা শুনে অতি উৎসাহী হয়ে কয়েকজন দড়ি খুলতে উদ্যোগী হল। হুতুর বৌ আলজান একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। হুতু ইশারা করতে আরও দুজনের সাথে লতাকে ধরে হাঁটিয়ে আনার জন্য উঠানোর চেষ্টা করতে লাগল। লতাকে উঠিয়ে দাঁড় করানোর কয়েকবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর শেষবার লতা যখন উঠে দাঁড়াল যখন তখন রক্তমাখা কাপড় যেন খুলে পড়ল লতার যৌনাঙ্গ থেকে। সেই দেখে ছিঃ ছিঃ করে পালিয়ে গেল আলজান আর লতাকে ওঠানোর চেষ্টা করা কয়েকজন। তারা হাত ছেড়ে দিতেই মাটিতে ধপ করে বসে পড়ল লতা।

হাতের দড়ি খুলে দিয়ে খুঁটির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল যে লোকটা। লতা ধপ করে বসে পড়তেই সেই লোকটা কষে এক লাথি দিল লতার পিঠে। লতা হেলে গিয়ে মাটিতে থুবড়ে পড়ল। লতা পড়তেই হইহই করে উঠল জনতা।

এই সব হইচইয়ে বিরক্ত দেখাল হাতেম প্রধানকে, 'মোর তো কাম আছে। সারাদিন মুই তো এইঠে বসি থাকিবার পারিবার নাও।' বলেই কি জানি কি মনে করে এগিয়ে গেল মাটিতে থুতনি ঠেকিয়ে উলটে থাকা লতার দিকে। পা দিয়ে থুতনিটা উঠিয়ে হাতেম জিজ্ঞেস করল বিরক্তির সুরে, 'কী রে তুই পুচু মহম্মদের চোখ কানা করিছিত ক্যানে? তুই যদি ঠিক না হইস তবে তোক ডাঙ্গে মারি ফেলাম রে পাগলি...'

হাতেমের কথা লতা বাদ দিয়ে যেন সবাই শুনতে পেল। হাতেম তাঁর সাদা স্নিকার দিয়ে থুতনিটা উঠিয়ে পা দিয়ে জোরে সরিয়ে দিল। যে লাথি খেয়ে লতা থুতনির ভারে মাটিতে পড়ে ছিল। তার উলটো লাথ খেয়ে লতা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসার ভঙ্গিতে পড়ল।

৩

মানুষকে মারার একটা নেশা আছে। এক চুমুক মদ খেলে কিংবা ছিলিমে একটান দিলে যেন পরের চুমুক কিংবা টান দেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তেমনই মানুষকে মারার এক অদ্ভুত নেশা আছে। বর্বর নেশা। এক ঘা মেরে তাই কেউ সন্তুষ্ট হয় না। দুই ঘা, তিন ঘা, চার ঘা মারতেই হয়...

সেই আদিম পুরুষালি নেশার বসেই হাতেম প্রধান লতার কাছে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আরও ক্ষেপে গিয়ে সমস্ত বিটকেল গন্ধ উপেক্ষা করে নীচু হয়ে লতার মুখের কাছে গিয়ে তাঁর চুলের ঝুঁটি দিয়ে বার কয়েক ঝাঁকালেন। ঝাঁকিয়ে দাঁত কিরমিরিয়ে বললেন, 'শালি, আর যদি চক্ষু ফুটাইস কারও, তোক মারি এইটে পুতি দিম...'

কথা শেষ হতে না হতেই কোথা থেকে কোন শক্তি পেয়ে যেন চাগার দিয়ে গোঙরিয়ে উঠল লতা আর তারপরই অনেকদিন না কাটা নখ দিয়ে হাতেম কিছু বোঝার আগেই আঙুল ঢুকিয়ে দিল তাঁর দুই চোখে। ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়িয়ে গিয়ে জনতা কিংবা হাতেম যেন কিছুটা থমকে গেল। কিছু বোঝার আগেই হাতেমের চোখ দুটো লতা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে ছুড়ে দেয় মাটিতে।

এবার একটা গেল গেল রব ওঠে। সেই গেল গেল রবের মধ্যেও স্পষ্ট শোনা যায় লতার স্বর, 'যে চক্ষু মানুষক মানুষ মনে করে না। যেই চক্ষুত প্রেম, পীড়িত নাই। খালি লোভ, লালসা আর ঘৃণা আছে। সেই চক্ষু দিয়া কী হবে। গোরু মোক দিনত ঢিশায় আর মাইনশির মোক হুরায় রাতিত। সেই চক্ষু মুই কানা করিম বারবার...'

একদল লোক এসে আধমরা লতাকে ঘিরে ধরে। লতার কথাগুলো ঘুরতে থাকে সেই ভিড়ে। লতার কথাগুলো কেউ শুনল কি না বোঝা গেল না। সবাই তখন ব্যস্ত হাতেমকে নিয়ে। তাঁর সাদা পাঞ্জাবি রক্তে লাল।

একটু দূরে হাতেম প্রধানের ছেঁড়া দুটো চোখ গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে, ধুলোয়, বালি, কাদায়।

উত্তরের কবিমুখ

গৌরাঙ্গ সিনহা

১৯৬০ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় গৌরাঙ্গ সিনহার জন্ম। পেশায় ইংরেজি সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। আশির দশকে লেখালেখির জগতে তাঁর প্রবেশ। কৈশোর থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত কবিতাই ছিল তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রধান অবলম্বন। পরবর্তী সময়ে প্রবন্ধ, নাটক ও গল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর কলম বিস্তৃত হয়। বর্তমানে কোচবিহারের বাসিন্দা।

সমসাময়িক জীবনের নানা বিষয় তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলাম ও রজনীকান্ত সেনের কাব্যপ্রতিভা এবং সংগীতসাধনা নিয়েও লিখেছেন একাধিক আলেখ্য। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সম্পাদনার কাজেও দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন তিনি। যৌবনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় চার দশক ধরে 'উত্তর ভূমিকা' পত্রিকা সম্পাদনা করে চলেছেন।

তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক বসুমতী, সাহিত্যপত্র নবলিপি, কৈশোর, কোচবিহার সংবাদ, বিবর্তন, আড্ডার মুখ, কোবিদ, দৃশ্যমুখ, পাশাখা, দ্যুতি, খোলা জানালা, তিস্তা তোর্সা, তোর্সা প্রবাহ, শাদ্বল, মোহনা, দৃষ্টিপথ, পাতা বাহার, ব কলম, আজকের অনুভব, সমকাল-সহ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায়।

কবি ও বাচিকশিল্পী হিসেবে ২০১৮ সালে 'কণ্ঠস্বর' বাচিক সংস্থার কাছ থেকে প্রথম সম্মাননা পান। ২০১৯ সালে 'মুজনাই' পত্রিকার তরফে সম্পাদক ও কবি হিসেবে মুজনাই সম্মাননা লাভ করেন। ২০২৩ সালে শাদ্বল ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা সম্মান, মুক্তচিন্তা কবিকৃতি সম্মান এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে বিবৃতি সাহিত্য সম্মান পান। ২০২৪ সালে তিতাস চ্যারিট্যাবেল ট্রাস্টের সাহিত্য সম্মাননা এবং ২০২৫ সালে ইসলামপুর থেকে রাধাবল্লভ রায় স্মৃতি সাহিত্য সম্মানে ভূষিত হন।

দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প ও সম্পাদনার মধ্য দিয়ে গৌরাঙ্গ সিনহা নিজের সৃষ্টির পরিসরকে বিস্তৃত করেছেন। লেখালেখি ও সম্পাদনার সেই নিরন্তর যাত্রা আজও অব্যাহত রয়েছে।

পোস্ট মর্টেম

মর্গে শুয়ে আছে আমার নিথর শরীর
চোখ দুটি কী শান্ত ও স্থির
ঠোঁটে এখনও অতৃপ্ত তৃষ্ণার কণা
সে সব কার ঋণ হল না সব জানা
জীবনের এত দাহ এত জমা ক্লেদ
এখন শুধুই যেন শূন্যতার গড়া মেদ
আহা, কত আত্মীয় প্রিয়জনের ভিড়
চোখের জলে যেন শোক বয় নিবিড়
দু'হাতে দুয়েছে যারা আমার গাভীর বাট
আমারই প্রয়াণে বাজায় দরবারি কানাড়া ঠাট
দেয়নি কিছুই যারা নিয়েছে শুধুই নিলাজে
তাদের কুমীর কান্না আজ বড়ই বুকে বাজে

কবিতা

উপলব্ধ
উত্তম চৌধুরী

বয়স্ক নদীর ডাক ছুটে আসে রোজ, রোজদিন পথ ভাঙে নরম স্বভাব।
অভাব রয়েছে কিছু বোঝার-জানার,
জানার অধিক জেনে রয়েছেন তিনি।

আমি এক গাড়লের সমগোত্র কেউ, কেউ তবু বলছে না— তফাত তফাত
হঠাৎ শ্রাবণ এসে ভিজিয়েছে চোখ, চোখে চোখে নেমে আসে লবণাক্ত লুনি।

রহস্য নদীর মুখে বিলেড়ুর লিপি, লিপিচক্রে বর্ণময় বনেদি শরীর
গভীর করেছে রাত, দেয়ালের কান, কানাকানি গলি থেকে সড়ক অবধি।

আজ যদি ডুবে যাই মেঘের ওপার কাকে ধরে পার হবে উপলব্ধ নদী!

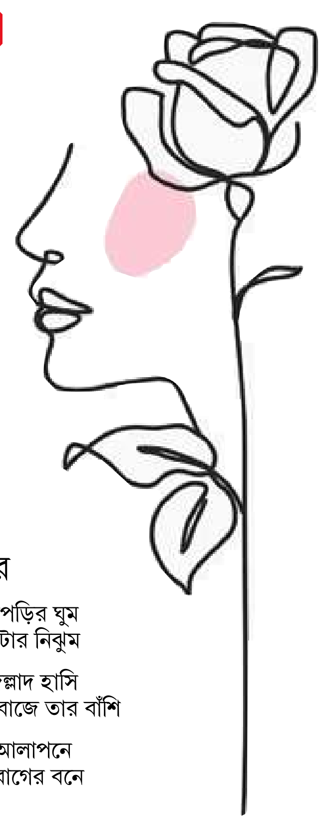

কাঁটাতার
অতীশচন্দ্র ভাওয়াল

কাঁটাতারের ওপারে আমার জন্মভূমি
এপারে আমার স্বদেশ

আমার শৈশব, কৈশোর, হামাগুড়ি
আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে-

হাওয়ায় জলীয় বাষ্প মরচে পড়ে
একদিন নিঃশেষ হবে কাঁটাতারের বেড়া!

প্রতিদিন গলে গলে পড়ে
আমার স্বপ্ন
ভিজে যায় মাটি, বিছানা...

আল ভেঙে একদিন মিশে যাবে
রবিঠাকুর, লালনের বাংলা...

অসুখ
অনুভব সরকার

ফুল ছিঁড়ে ছড়িয়েছ পাপড়ির ঘুম
লজ্জায় নুয়ে আছে বোঁটার নিঝুম

আঙিনা কাঁপায় এক জল্লাদ হাসি
দূরের অচিন কেউ--- বাজে তার বাঁশি

অলীক স্বপ্ন ছুঁয়ে গাঢ় আলাপনে
অভিমান উড়ে যায় পরাগের বনে

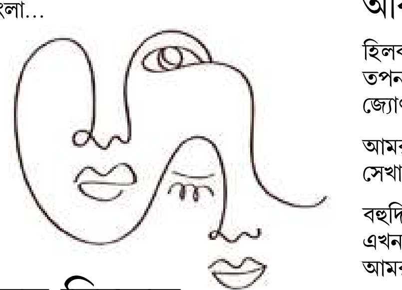

জ্যোৎস্নাঘর
অরিন্দম ঘোষ

হিলকার্ট রোডের একটি গলির ভেতর
তপন নামের একটি ছেলে
জ্যোৎস্নাঘর সাজিয়ে বসত

আমরা কয়েকজন প্রত্যেক রবিবার
সেখানে চুপিচুপি জ্যোৎস্না কিনতে যেতাম-

বহুদিন হল, জ্যোৎস্নাঘর উঠে গেছে
এখন ঠিক তার পাশের চায়ের দোকানে বসে
আমরা উত্তেজিতভাবে গল্প করি

কীভাবে তপনের চাঁদের মতো প্রেমিকাটি
তার সমস্ত জ্যোৎস্না নিয়ে পালিয়েছিল...

জলসংগীতের বিকেল
রানা সরকার

দখিনের আকাশে মেঘেদের তুমুল উৎসব আজ-
জলছাপে রেখেছি পায়ের চিহ্ন, সোনালি বালুতে নামে অলীক দুপুর...
বৃষ্টির সোহাগে স্নানবেলায় ফিরে এল ভিনপ্রদেশের রুপোলি জাহাজ-
জলতরঙ্গের সাথে মৃত মাছের বাজারে হাঁটে অদৃশ্য নূপুর।

আমি আজ কোন দিকে ফেরাব দৃষ্টি আমার?
জলযান অতিদ্রুত এগিয়ে চলেছে শুধু চিরশ্রী সবুজের খোঁজে-
সুন্দরী গাছের শিকড় ধুয়ে নিচ্ছে অবিরাম, পাতার ভাসানে জাগে বিপুল জোয়ার-
সাগরের দ্বীপ ছুঁয়ে পাকদণ্ডি পথমেরু সটান উঠেছে এসে একা, ছায়ার গভীরে।

বৃষ্টির তপস্যায় মেঘেরা শান্ত এখন দ্বীপের আকাশে...
চলেছে দূরের খাঁড়িতে অদৃশ্য ভাটায়, জল টানে ক্লান্ত প্রহরে-
ভয়ের শব্দে কিছু ভুলে আছি, আগন্তুক আমি এখন তোমাদের কাছে!
ভাসানের জলকাব্যে নৌতরী ভেসে আছে, অতলে বৃষ্টি নামে কোরালের দেশে।

মেঘেরা এসেছে ফিরে সুমুক্ত জোয়ারের বেলায় সোহাগি সৈকতে-
অঝোর বৃষ্টির দিনে ভেসে গেছে দ্বীপ পরবাসী, বরষা বৈভবে।

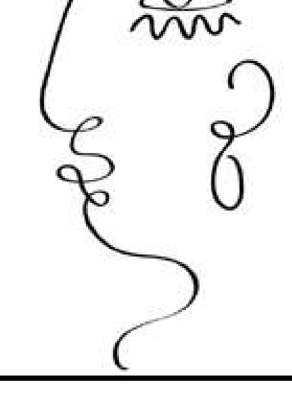

অণুগল্প

উপহার
সুমন্ত বাগচী

একেবারে বড় রাস্তার ধারে স্কুল, স্কুলের সামনে বাস দাঁড়ায় না। ফাটাপুকুর বাসস্ট্যান্ড থেকে স্কুলের দূরত্ব কিলোমিটারখানেক। গ্রামের মধ্য দিয়ে গেলে প্রায় দুই কিলোমিটার। হাতে সময় থাকলে তমাল গ্রামের পথই ধরে। বেশিরভাগ দিন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র বা অভিভাবক তমালকে বাইকে তুলে নেয়। গ্রামাঞ্চলে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব।

শিক্ষক দিবসে প্রার্থনায় উপস্থিত না থাকতে পারলে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। তাই তমাল ব্যাগ হাতে দ্রুত হাঁটা শুরু করল। আজকে রোদের তীব্রতা খুব বেশি। ভাদ্র মাসে তিনটি ঋতুর মধ্যে লড়াই চলে। খাতাকলমে শরৎকাল। মাঝে মাঝে বর্ষাকাল ফিরে আসে। আর ভাদ্রের তালপাকা গরমের কথা কে না জানে! তমাল মজুমদারের ছাতা ব্যবহারে একটা অনীহা আছে। তুমুল বর্ষা ছাড়া ছাতা সেভাবে ব্যবহার করে না।

স্কুলের কাছে পৌঁছে গেলেও আজকে কোনও পরিচিত বাইক জুটল না। তমাল ঘেমে একশা। মাস দুয়েক আগে মাতৃবিয়োগ ঘটায় তমালের মাথায় গুঁড়ি গুঁড়ি চুল। একটু দূর থেকে ন্যাড়াই লাগে। বাবা অনেক আগেই গত হয়েছেন। তখন অনেক দ্রুত চুল গজিয়েছিল। মায়ের বেলায় অনেক সময় লাগছে। মাঝে প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধান। সামনে দিয়ে কয়েকটা স্কুলের ছাত্রী যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে। হঠাৎ একটি মেয়ে তমালের দিকে এগিয়ে এল, 'স্যর, আপনি এই ছাতাটা নিন। আমি আর দীপ্তি এক ছাতাতে চলে যাব।'

মেয়েটি ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। অবসরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া তমাল মজুমদার অনেক শিক্ষক দিবস পেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু এই উপহার কোনওদিন পাননি।

সমান্তরাল
জয় দাস

ছোট থেকেই দেখেছে বাবা সারাদিন ব্যস্ত, কাজ, অফিস যাওয়া আর আসা। সুশীলের স্কুল, হোমওয়ার্ক, টিউশন, সারাদিন পর রাতে বাবার সাথে যখন দেখা হয়, হাজারটা প্রশ্ন নিয়ে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বাবা নিজেই তখন সারাদিনের হাজার চিন্তা, প্রশ্ন মাথায় নিয়ে ক্লান্ত। সুশীলের প্রশ্নের জবাব, বাবার আদর কোনওটাই আর পাওয়া হয় না।

বড় হতে হতে বুঝতে শুরু করে বাবার ব্যস্ততা। সুশীলও ধীরে ধীরে নিজের জীবন, নিজের কাজে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। সময়-বছর স্রোতের মতো ভেসে যায়।

একসময় বাবার কাজ ফুরোয়। রোজকার ব্যস্ত রোজনামচা কাজের চাপ, বদলে যায় সবটা। সময়ের গতি এখন শ্লথ, ছোট্ট সুশীলকে পাশে পেতে ইচ্ছে করে খুব। ওর প্রশ্ন ভরা চোখের দৃষ্টিটা মনে পড়ে। মনে হয় হাজার কেন লাখ প্রশ্নের জবাব দিতেও তিনি প্রস্তুত।

কিন্তু ওই ছোট্ট প্রশ্নভরা উজ্জ্বল চোখগুলো আর খুঁজে পান না, তার বদলে দিনশেষে দেখতে পান ক্লান্ত দুটো পরিণত চোখ। মনে মনে জানতে চান কী ছিল সুশীলের ওই প্রশ্নগুলো? সুশীলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, তাঁর চোখেও ফুটে ওঠে হাজারটা প্রশ্ন, ঠিক ছোট্ট সুশীলের মতো।

বাবা-ছেলের সম্পর্কটা ঠিক যেন মহাকাশে পাশাপাশি ভাসতে থাকা দুটো গ্রহের মতো দেখায়। কীসের অসীম টানে ওরা একে অপরের পাশাপাশি নিজস্ব কক্ষপথে সমান্তরাল ভেসে বেড়ায় কিন্তু কোনও এক অজানা বিকর্ষণে এক হতে পারে না। সময় বদলায়, স্থান বদলায়, মাঝের দূরত্বটা একই থেকে যায়।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান।
কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com)

এশিয়াডে অশনিসংকেত?

চলতি এশিয়ান গেমস আয়োজন করতে গিয়ে আর্থিক সমস্যার মুখে জাপান। ফলাফল, অংশগ্রহণকারীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে জাহাজ এবং শিপিং কনটেনারে। এদিকে ২০৩০-এ কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসতে চলেছে ভারতে। প্রশ্ন উঠছে, জাপানের মতো দেশ যদি এইভাবে আর্থিক সমস্যায় পড়ে, তাহলে ভারতের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করা কতটা সম্ভব হবে।

শিপ অফ এশিয়ান গেমস

রোদ্দুর মিত্র

একাধিক শিপিং কনটেনার। প্রকাণ্ড যে-সমস্ত ট্রাক অথবা কার্গো জাহাজ-এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এই শহর থেকে সেই শহরে পৌঁছে দেয় 'হেভি গুডস'; সেগুলোই থরে থরে সাজানো। তবে, কাঠের তৈরি। ওজনে হালকা। রয়েছে এক কিঞ্চিৎ জানলা। এইবার ভেতরে প্রবেশ করা যাক। দুটো বিছানা। ছোট্ট রান্নাঘর। ফ্রিজ। ওয়াশরুম। এসি। সবমিলিয়ে অস্থায়ী ঘর অথবা ঘরেরই মতো। দৈর্ঘ্যে, ১৩ মিটার। প্রস্থে, মাত্র ৩। মধ্যখানে চলাচলের সরু রাস্তা। সেইসব ঘরই ব্যবহৃত হবে এবছরের এশিয়ান গেমসে। যা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, জাপানের নাগোয়া শহরে। এশিয়ার তাবড় তাবড় সমস্ত অ্যাথলিট সেখানেই থাকবেন। শুনে আশ্চর্য লাগছে কি?

এতকাল আমরা দেখেছিলাম, একটা তথাকথিত গেমস ভিলেজ। যেখানে অ্যাথলিট, ট্রেনার, কোচ এবং যারা টিম অফিশিয়াল-সকলেই একসঙ্গে থেকেছে। থেকেছে অ্যাপার্টমেন্টে, ডর্মেটরিতে, ছোট ছোট স্থায়ী ঘরে। কিন্তু চলতি এশিয়ান গেমসে থাকার জায়গা বলতে, মূলত শিপিং কনটেনার। যেগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে, কনটেনার হোটেল। বিষয়টা অভিনব ঠেকলেও, আদতে দুর্বিষহ। যেমন দক্ষিণ কোরিয়ার বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশানের ভাইস প্রেসিডেন্ট জং জে-ইয়ং বলছেন, যে অ্যাথলিটের উচ্চতা ২ মিটারের বেশি অর্থাৎ সাড়ে ছ'ফিট প্রায়, ঘুমোনোর সময় দুটো পা কুঁকড়ে রাখতে হচ্ছে। স্বাভাবিক পশ্চার থাকছে না। পারফর্ম্যান্সে প্রভাব পড়বে অবধারিতভাবেই। দক্ষিণ কোরিয়ান বাস্কেটবল খেলোয়াড় বিয়ুন জুন-হিয়ুং সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। যেখানে আমরা দেখছি, শিপিং কনটেনারের ভেতরে যে বাথরুম, তার বেসিন থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে ক্রমশ। ফলস্বরূপ, ঘরের গোটা মেঝেতে থইথই জল। আগামী দু'সপ্তাহ সেইসব ঘরেই থাকতে হবে তাঁদের। এছাড়া কোনও উপায় নেই। জং জে-ইয়ং বলছেন, জঘন্যতম ম্যানেজমেন্ট।

অর্থাৎ, অব্যবস্থা সীমাহীন। ফলাফল, একজন অ্যাথলিটের যে অপরিসীম অধ্যাবসায়, প্রস্তুতি এবং কনসেন্ট্রেশান-সেসব নিমেষে চুরমার। অথচ এশিয়ান গেমস। নামের আশেপাশে কতশত রোশনাই! তবে শুধু এশিয়ান গেমস বলে নয়, যে কোনও ক্রীড়া-ইভেন্ট মাত্রই প্রত্যেক খেলোয়াড়ের প্রাপ্য-উপযুক্ত বাসস্থান, স্বাচ্ছন্দ্য ও সহযোগিতা। নইলে তো খেলাধুলোর বিজ্ঞানটাই ভেস্তে যায়! আপনাকে মশাই খেলা শুরুর আগেই যদি বলি চার পা পিছিয়ে আসুন, তাহলে আর কীসের গোল্ড মেডেল? কীসের ইকুয়ালিটি?

এখন প্রশ্ন হল, ২০০০ অ্যাথলিটের জন্য তৈরি হয়েছে কন্টেনার হোটেল। কিন্তু অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটের সর্বমোট সংখ্যা, ১৫০০০। অবশ্য সেই সংখ্যাটা বর্তমানে বেড়ে হয়েছে, ১৭০০০। অবশিষ্ট অ্যাথলিটদের জন্য কী ব্যবস্থা? কোথায় থাকবে তারা? ভৌগোলিকভাবে, নাগোয়া বন্দর জাপানে সর্ববৃহৎ এবং ব্যস্ততম। তাই, সে-বন্দরে নোঙর করা হয়েছে একটা ইতালীয় ক্রুজ শিপ। নাম, কোস্তা সেরেনা। সেই জাহাজই ৪০০০ অ্যাথলিটের আস্তানা। একটা ভাসমান গেমস ভিলেজ! সেখানেও কিন্তু ঘরগুলো ছোটই। এরপরেও যারা ঘর পেল না, তাঁদের উদ্দেশ্যে এশিয়ান গেমসের আয়োজকদের তরফে হিদেআকি ওমুরা জানিয়েছেন, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিক। আমরা কোনও দায় নিতে অপারগ।

অথচ এই জাপানেই, ফুটবলের নামে কী উন্মাদনা!

নাগোয়া বন্দরে নোঙর করা ইতালীয় এই ক্রুজ শিপে আস্তানা গেড়েছেন এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়া ৪ হাজার অ্যাথলিট।

পৃথিবীবিখ্যাত জাপানি মাঙ্গা সিরিজ-ক্যাপ্টেন সুবাসা, এ-দেশেই নির্মিত। লিওনেল মেসি থেকে আন্দ্রে ইনিয়েস্তা যে সিরিজের ভক্ত! জাপানে অগুনতি শিশুর ফুটবল-অনুপ্রেরণা ক্যাপ্টেন সুবাসা। সেই শিখিয়েছে ফুটবল প্রেম। ধ্যান। ঘুম। অর্থাৎ যে দেশের পপুলার কালচার, ফুটবলকে ছড়িয়ে দিল প্রতি ঘরে, যে দেশের হাইস্কুল ফুটবল ম্যাচগুলো সম্প্রচারিত হচ্ছে বিভিন্ন টেলিভিশান চ্যানেলে, সেই দেশ এশিয়ান গেমসের মতো একটি মাল্টি-স্পোর্টস ইভেন্টের আয়োজনে এতখানি উদাসীন ও অবহেলাপ্রবণ? এই পরিস্থিতি উদরস্থ করতে কষ্ট হয়। বিস্মিতও হই।

যেমন ফিলিপিন্সের প্রতি অ্যাথলিট ঘর পেয়েছেন ঠিকই; কিন্তু কোচ, অফিশিয়াল আর সাপোর্টিং স্টাফ-তাদের কী হবে? ফিলিপিন্সের অলিম্পিক কমিটি, নাগোয়া শহরের বিভিন্ন এয়ারবিএনবি আর হোটেল ভাড়া নিয়েছে। সেখানেই আপাতত থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। এই পথেই হেঁটেছে বিসিসিআই। নাগোয়া শহরের কাছাকাছি হোটেল ভাড়া নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য। যদিও সেগুলো পাঁচতারা হোটেল নয়, তবে চলনসই। অন্তত পা গুটিয়ে ঘুমোনোর প্রয়োজন পড়বে না।

আপনাদের নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে, ভারতের অন্য অ্যাথলিটকেও কী সইতে হবে এমন অব্যবস্থা? আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু, ভারতীয় অ্যাথলিটরা সেই প্রতিকূল অবস্থাতেও সদাপ্রস্তুত। কেন? স্পোর্টিস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার দুটি সেন্টার—পাতিয়ালা ও বেঙ্গালুরুতে সাজানো হয়েছে একাধিক শিপিং কনটেনার।

পাতিয়ালা ও বেঙ্গালুরুতে এরকম একাধিক শিপিং কনটেনারের ব্যবস্থা করেছিল সাই।

ভেতরে রাখা হয়েছে তুলনায় ছোট বিছানা। স্পেস কম। সেখানেই অ্যাথলিটরা রাতে ঘুমোচ্ছেন, সকালে উঠে প্র্যাকটিস। অর্থাৎ, অব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যস্থ হয়ে যাওয়া। পারফর্ম্যান্সে কোনও বিচ্যুতি যেন না ঘটে। যেন দমবন্ধ না হয়ে আসে কখনও। এ-ও খেলারই অঙ্গ!

দু'বার এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জয়ী, তেজেন্দারপাল সিং টুর-ভারতীয় শট পুট খেলোয়াড় জানিয়েছেন, এই বছরের এশিয়ান গেমসের ঘরগুলো দেখে তিনি হতাশ। তাই পূর্বপ্রস্তুতি অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যে টিম, জাপানে গিয়েছিল ওই ঘরগুলো পরিদর্শনে, তাদের কাছে তাঁরা কৃতজ্ঞ। এখানে বলা প্রয়োজন, তেজেন্দারপালের উচ্চতা ৬ ফিট ৪ ইঞ্চি। তিনি বলছেন, আমরা আসলে নাগোয়া শহরে পৌঁছে, প্রথমবারের জন্য শিপিং কনটেনার দেখে চমকে যেতাম। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমাদের সময় লাগত অন্তত দুটো দিন। ফোকাস পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেত। রক্তচাপ বেড়ে যেত। অতএব, ঘেঁটে ঘ। আমাদের মস্তিষ্ক তেমনভাবেই তো তৈরি!

তাই বলে কি একটা ব্যর্থ ম্যানেজমেন্টকে বলছি স্বাভাবিক, সহজাত? কক্ষনও নয়। যেটুকু শেখার, চার পা পিছিয়ে খেলা শুরু অবৈজ্ঞানিক অখেলোয়াড়সুলভ হলেও, মূল উদ্দেশ্য যেন স্থির থাকে প্রত্যেক ভারতীয় অ্যাথলিটের। এটুকুই আশার কথা। নাগোয়া শহরে শেষ ১১ দিনে, প্রতি ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০৪.৫ মিলিমিটার। নাগোয়া শহরের একাধিক শিপিং কনটেনার থেকে, প্রায় ৪০০ জন অ্যাথলিটকে সরিয়ে আনা হয়েছে ইতিমধ্যেই। এই অবস্থায় ঘরের ঘাটতি আর এক আকাশ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শুরু হল, এশিয়ান গেমস ২০২৬। আশা করি, ভারতীয় অ্যাথলিটদের ফোকাস অটুট থাকবে তবু। জয় হে!

এশিয়ান গেমসে ২ হাজার অ্যাথলিটের থাকার জন্য এরকম শিপিং কনটেনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য ১৩ মিটার, প্রস্থ মাত্র ৩।

খেলেগা ইন্ডিয়া?

স্বস্তিক চৌধুরী

নাগোয়া। জাপানি শব্দ 'নাগোয়াকা' থেকে উৎপত্তি। অর্থ প্রশান্তির স্থান। কিন্তু এহেন প্রশান্তির স্থানেই কিনা লেগেছে গোলযোগ। সইতে না পারার ঐশ্বরিক প্রতিভা না থাকলেও ইহা এশিয়ান গেমস কিনা। নিউজপ্রিন্ট খরচ হচ্ছে বিস্তর। প্রাচ্যের প্রথমসারির দৈনিকগুলোর শেষ পাতার শিরোনাম অধিগ্রহণ করেছে জাপান বৃত্তান্ত। বিপুল আয়োজন। তিন দশকে প্রথমবার দায়িত্বে মিয়াজাকির দেশ। এর আগে টোকিও অলিম্পিক আয়োজন করেছে সফলভাবে। তারাই কিনা হাত তুলে দিচ্ছে দিব্যি। ৪৫টা দেশ, ৪৩ ধরণের খেলা। আইচিকে সঙ্গে নিয়ে এই শহরই মূল কেন্দ্রবিন্দু। উদ্দেশ্য ছিল নগরীর পুনরুজ্জীবন। সঙ্গে ক্রীড়াতে বসতে লক্ষ্মী উপার্জন। কিন্তু বর্ধিত খরচের বহর দেখে, খানিক নাভিশ্বাস। বিপুল আগ্রহ নিয়ে যাদের এই আয়োজনে এগিয়ে আসা, তারাই বার করলো হিসেব লেখার খাতা। লিখলো তাতে - 'শোন রে জগাই, ভীষণ লড়াই হল, পাঁচ ব্যাটাকে খতম করে জগাইদাদা মোলো।' মস্করা নয়, শেষ মুহূর্তে আত্মহত্যা! আইচি-নাগোয়ার যৌথ সমন্বয়ে প্রস্তুতি ছিল তুঙ্গে, সঙ্গে ছিল অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়া নামক সংস্থাটিও। কিন্তু সবমিলিয়ে খরচ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭০ বিলিয়ন ইয়েনের কাছাকাছি। অক্টোবরে অনুষ্ঠিত প্যারা এশিয়ান গেমসের খরচও অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক অনুমান যা করা হয়েছিল ব্যয়িত অর্থের পরিমান দেখা গেল প্রায় তার তিনগুণে গিয়ে ঠেকছে। আর্থিক সংকটের বিষয়টি যে এশিয়ান গেমসে প্রথমবার আলোচনায় এসেছে, তা কিন্তু নয়। ২০১৯ সালে আয়োজনের দায়িত্বে থাকা ভিয়েতনাম আর্থিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে নাম প্রত্যাহার করে। যদিও সেই বার হাতে সময় ছিল, ২০১৮-তে ইন্দোনেশিয়া দ্রুত আয়োজনে এগিয়ে আসে। কিন্তু এই বছর এহেন পরিস্থিতি একদম অন্তিম লগ্নে। বিকল্প ভাবনা চিন্তার সময়টুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অ্যাথলিট'স্ ভিলেজ তৈরীকে কেন্দ্র করে আর্থিক সমস্যার সূচনা। খরচ বাড়তে থাকায় এই বিষয় থেকে পিছিয়ে আসে জাপানি ক্রীড়ামহল। কিন্তু খরচের তারতম্য কতটাই বা হচ্ছিল? নির্মাণ সামগ্রীর খরচ বিশ্ববাজারে আকাশছোঁয়া। প্রায় ১৫০০০ ক্রীড়াবিদ ও স্পোর্টস অফিসিয়ালদের জন্য উপযুক্ত থাকার ব্যবস্থা তৈরীর ব্যয় দাঁড়ায় ৩০ বিলিয়ন ইয়েন বা প্রায় ১৯২.১৮ মিলিয়ন ডলার। পরবর্তীতে সেটি আরও বাড়তে থাকে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ায় উল্লিখিত অর্থের প্রায় দ্বিগুণ। অগত্যা ভাসমান হোটেল। শিপ কন্টেনারকে ব্যবহারযোগ্য বানিয়ে ফেলা হল। বিতর্কও হল, সঙ্গে সমাধানও। কিন্তু এরফলে যেটা হল, পিছিয়ে এল শীর্ষ ক্রীড়াবিদদের একাংশ। কস্ট কাটিং ও অব্যবস্থার প্রভূত নমুনা প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্ত নিল অংশগ্রহণ না করার। ভারতের মতো যারা অংশ নিল, দীর্ঘসময় অপেক্ষারত রইলেন বিমানবন্দরে। ১২ ঘন্টারও বেশি সময় খাবার পৌঁছলো না ক্রীড়াবিদদের কাছে। ভারতীয় রোয়িং টিমের ২২ জনের মধ্যে অধিকাংশরই থাকার ঘর মেলেনি। 'ভুলবশত' মহিলা অ্যাথলিট প্রণতি নায়েক ও তাঁর পুরুষ প্রশিক্ষক অশোক মিশ্রকে ক্রুজের একই ঘর বরাদ্দ করা হয়। ভারতীয় শুটারদের যাতায়াতে দু'ঘন্টা সময় ব্যয় হচ্ছে। হোটেল ও শুটিং রেঞ্জের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। এমএমএ ফাইটার বরুণ স্যান্যালকেও পৌঁছে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ কিনা চূড়ান্ত অব্যবস্থা!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এশীয় দেশগুলির মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বের বার্তা প্রসারের লক্ষ্যে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল শুধুমাত্র ক্রীড়া উদযাপনের উৎসব হিসাবে, তাও হয়ে দাঁড়ালো বাণিজ্যিক উপকরণ। আর বাণিজ্যে গুরুত্ব পাবেই লাভ লোকসানের হিসেব! ঢাকার চেষ্টা হয়েছিল বহু, কিন্তু কালো একটুকরো ছোপ প্রগাঢ় হয়ে থেকে গেল। এ তো গেল উদীয়মান সূর্যের দেশের আখ্যান। কিন্তু ইহাই যদি মানচিত্র পেরিয়ে পাড়ি দেয় সাড়ে তিনহাজার মাইল। ক্রীড়া ও বাণিজ্য যে দেশে সমান্তরাল গতিতে বিদ্যমান। কয়েকমাসে আগে যেখানে ফুটবলের বিজ্ঞাপনী প্রচারে এসেছিলেন মেসি। যদিও সেখানে অব্যবস্থার নিত্যনতুন সংজ্ঞা ও রাজনৈতিক সমীকরণ দিব্যি মিশে গিয়েছিল সবুজ ঘাসে। তারপর ভোট মিটেছে, আবার ভোট আসছেও। বর্ষশেষে ফেডারেশনের নির্বাচন আসন্ন। অগত্যা আসিয়ান না খেললেও চলবে, ফ্রেন্ডলি হোক রাফিনহা-ভিনিদের সঙ্গে। পুঁজির কি অমোঘ মহিমা। আর ব্যবস্থা? ৯৯৯ টাকার যে সিট অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে, টিকিট বিক্রয়কারী অ্যাপে তার প্রিভিউটুকুই যথেষ্ট, 'ব্যবস্থা' নামক শব্দের পূর্বে প্রয়োজনীয় স্বরবর্ণটুকু জুড়ে দেওয়ার জন্য।

আচ্ছা! ধরে নিলাম মেসি কান্ড থেকে শিক্ষা নিয়েছে সবাই। যেকোনো আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু তারপরেই মনে পড়ে সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে আয়োজিত ব্রিকস সম্মেলনের কথা। যেখানে অন্য দেশের পাশাপাশি উপস্থিত মিশরের প্রতিনিধি দলকে থাকতে দেওয়া হয় সাকেতে। শহর জুড়ে ১৫০০০ পুলিশ মোতায়েন করেও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়নি। অতিরিক্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় মিশরের প্রতিনিধি দলকে। শেষে দিল্লী ট্রাফিক পুলিশরা বিকল্প রুট তৈরী করেন। এসকর্ট পরিকল্পনা করা হয় সময়ে পৌঁছতে। ব্রিকস প্রতিনিধিদের ব্যবহার্য রাস্তায় গর্ত, অচল স্ট্রিট লাইট ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে চিঠি পৌঁছোয় পুরসভার দপ্তরে। দু'দিনব্যাপী আয়োজনে যে নিদারুণ দৃষ্টান্ত দেখা যায়, আমরা বিশ্বাস রাখি কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনে আগ্রহী ভারত সেটুকু প্রতিবন্ধকতা ভবিষ্যতে দিব্যি কাটিয়ে উঠবে। স্পনসর নামক বস্তু তো আছেই প্রয়োজনে আয়োজনে! পুঁজির শক্তিতে বলিয়ান হয়ে ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। নয়তো বস্তি সরিয়ে মাস্তি করতে, দীর্ঘ দেওয়াল তো আছেই! আগেও হয়েছে এসব। খেলা বন্ধ করা যায় নাকি! 'খেলা হবে' থুড়ি 'খেলেগা ইন্ডিয়া!'

২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের পতাকা পরবর্তী আয়োজক দেশ ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার পর।

২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের জন্য তৈরি হচ্ছে আহমেদাবাদ।

২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের স্থান হিসেবে আহমেদাবাদ নির্বাচিত হওয়ার পর।

এগিয়ে গিয়েও হার মহমেডানের

আট বছর পর কলকাতা লিগ বাগানের

ম্যাচ জেতানো গোলের পর সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের। ছবি : ডি মণ্ডল

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩
(সাহাল ২ ও সায়ন)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২
(রেমসাঙ্গা ও মহিতোষ-পেনাল্টি)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

বারাসত, ১৯ সেপ্টেম্বর : শংকরলাল চক্রবর্তীর পর বাস্তব রায়। মোহনবাগান থেকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সমর্থকদের দুর্গাপুজোয় উপহার মরশুমের প্রথম ট্রফি। ৩৮ মিনিট ১০ জনে খেলেও ৩-২ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে দীর্ঘ আট বছর পর কলকাতা লিগ সবুজ-মেরুনের ঘরে।

ডুরান্ড কাপ হারানোর পর স্বাভাবিকভাবেই যা বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। কিন্তু সত্যিই কি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো ফুটবল খেলেছে মোহনবাগান? বিশেষ করে সুপার সিক্সের তিন ম্যাচে নামানো এই তারকাখচিত দলটা কি আদৌ মন ভরাতে পেরেছে সমর্থকদের? রাজ বাসফোরকে ধরলে মোহনবাগানের প্রথম একাদশে এদিন মোট আটজন ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলা ফুটবলার প্রথম একাদশে। যাঁরা সুপার সিক্সে তুললেন সেই রিজার্ভ দলের বেশিরভাগই বাদ সুপার সিক্সে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত কি রিজার্ভ ফুটবলারদের মনোবল তলানিতে পাঠানোর জন্য যথেষ্ট নয়, এই প্রশ্ন করা হলে আগেরদিন কোচ বাস্তব রায় বলেছিলেন, শেষ ম্যাচের জন্য উত্তরটা তুলে রাখছেন। এদিন উত্তরটা তাঁর সপক্ষেই গেল মহমেডানের অনভিজ্ঞতার জন্য। চ্যাম্পিয়নশিপ বহু ত্রুটি ঢেকে দেয়। নাহলে তাঁর তারকাদের পারফরমেন্স নিয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত। এদিনও কিন্তু বাগানে ফুল হয়ে ফুটলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ মালিক, রবিলাল মান্ডির মতো তরুণরা। যদিও ২ গোল করে সাহাল আব্দুল সামাদই ম্যাচের সেরা হলেন।

> **মোহনবাগান**
> দীপ্রভাত, রাজ, ভেকে, শুভাশিস, রবিলাল, ছাঙ্গতে, সন্দীপ, টাংরি (সূর্যবংশী), কিয়ান (সায়ন), সাহাল (সুহেল) ও মনবীর (সাজি)।
>
> **মহমেডান**
> নিখিল, অর্পিত, দীনেশ, জুয়েল, রাহুল, হিরা (আকাশ), মহিতোষ, ট্যাংভা (সাকা), লালথানকিমা, ইসরাফিল ও লালরেমসাঙ্গা (অ্যাডিসন)।

এদিন প্রথমার্ধে মোহনবাগানের খেলা ছিল অসম্ভব এলোমেলো। গোলের সামনে গিয়ে মনবীর সিংয়ের খেই হারিয়ে ফেলা, কিয়ান নাসিরির বিভ্রান্তের মতো দৌড়োদৌড়ি কী দীপক টাংরির ব্লক না করতে পারা এই মরশুমে রোজকার ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বিরতির পরে পরেই গোলমুখে দাঁড়িয়ে মনবীরের বাইরে শট মারা, কিয়ানের সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হেড না করে বল তোলা এবং সাহালের হেড মিসের ব্যাখ্যা অবশ্য জয়ী কোচ কোনওদিনই দেন না। এদিন বাস্তবও দিলেন না। ৫৯ মিনিটে মোহনবাগান ১০ জন হয়ে যায়। গোলরক্ষক দীপ্রভাত ঘোষের বক্সের মধ্যে একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে উপায়ান্তর না দেখে লালরামসেঙ্গাকে টেনে ফেলে দেন। ৬৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন মহিতোষ রায়। দীপ্রভাত লাল কার্ড দেখায় লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেকে তুলে নিতে হয়। এই সময়ে সায়নকে নামানোটা সঠিক সিদ্ধান্ত। দুই স্টপার রাহুল ভেকে ও শুভাশিস বসু এখন নিজেদের ছায়ামাত্র। বিশেষ করে শুভাশিস আজকাল তরুণ ফুটবলারদের গতির সামনে অসহায় বোধ করেন।

এদিন পাঁচটা দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জায়গায় ছিল। তবে সবথেকে সুবিধাজনক পরিস্থিতি ছিল মোহনবাগান ও মহমেডানের। জিতলেই চ্যাম্পিয়ন। এই পরিস্থিতিতে নেমে শুরুতে খানিক নড়বড় করলেও প্রথমার্ধে মহমেডান অনেক বেশি গোছানো ফুটবল খেলছিল। বিশেষ করে নম্বর ১০ পজিশনে লালথানকিমা। তবু অভিজ্ঞতার জোরেই প্রথম গোল মোহনবাগানের। সন্দীপ মালিকের তোলা বল ধরে ছাঙ্গতের ক্রস প্রথম পোস্টে দাঁড়িয়ে হেড সাহালের। কিন্তু এই অগ্রগমন ধরে রাখতে পারেনি মোহনবাগান। ৪২ মিনিটে রেমসাঙ্গার গোলশোধে সুদূর ইস্টবেঙ্গল মাঠে তখন উচ্ছ্বাস। বিরতির পরেই ইস্টবেঙ্গলের গোলসংখ্যা বাড়তে থাকে একের পর এক। সবুজ-মেরুন গ্যালারিতে শোকের ছায়া নামে কারণ পেনাল্টি থেকে তখন মোহনবাগান পিছিয়ে ১-২ গোলে। কিন্তু ১০ জন হয়ে যাওয়ার সময়ে নামা সায়নই দলের মধ্যে এদিন শুরুতে না থাকা লড়াকু মেজাজটা ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর ছটফটানিতেই পরপর দুই গোল ৭০ আর ৭৪ মিনিটে। রবিলালের তোলা বল বক্সে দাঁড়িয়ে ফলস দেন সায়ন। হেড করেন সাহাল ও পরেরটায় সন্দীপের থ্রু থেকে সায়ন ৩-২ করেন।

এই নিয়ে ৩১ বার কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান।

দশজনের তাগিদ ম্যাচ জিতিয়েছে : মনবীর

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

বারাসত, ১৯ সেপ্টেম্বর : আট বছর পর কলকাতা ফুটবল লিগের রং সবুজ-মেরুন। ঘরোয়া লিগ জয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জন্য শাপমুক্তিও বটে।

মোহনবাগান-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজতেই সবুজ-মেরুন আতশবাজির রোশনাই বারাসত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারিজুড়ে। সেই রেশ বজায় রইল শুভাশিস বসু, সাহাল আব্দুল সামাদরা মাঠ ছাড়ার আগে পর্যন্ত। টিম বাসে ওঠার আগে চ্যাম্পিয়ন ফুটবলারদের ছেঁকে ধরে তাদের সবুজ-মেরুন আবিরে রাঙালেন বাগান জনতা। সমর্থক হোক বা ফুটবলার, মুখের চওড়া হাসিটাই বলে দিচ্ছিল এই সাফল্য মোহনবাগানের জন্য কতটা প্রয়োজনীয় ছিল। আসলে ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে লজ্জার হার, লিগ ডার্বি ড্র-এর পর সবুজ-মেরুন শিবিরে যে চাপের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল এই সাফল্যের সুবাদে সেই পরিস্থিতি থেকেও শাপমুক্তি হল বোধহয়।

খেতাবি ম্যাচে জোড়া গোল করে নায়ক সাহাল আব্দুল সামাদ। এবার মরশুমের শুরু থেকেই ছন্দে রয়েছেন কেরালাইট তারকা। এদিন ম্যাচ শেষে মাঠে দাঁড়িয়েই সাহাল বলছিলেন, 'খেতাব জয়ের অনুভূতি সব সময়ই আলাদা। পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়িনি আমরা। লড়ে গিয়েছি। সেই পরিশ্রমের ফসলই এই ট্রফি। এই সাফল্য আমাদের আরও প্রেরণা জোগাবে।' মোহনবাগানের প্রথম গোলে পরোক্ষভাবে অবদান রয়েছে মনবীর সিংয়ের। তাঁর পা থেকেই লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে বল পেয়েছিলেন। ছাঙ্গতের সেন্টার হেডারে গোলে পাঠান সাহাল। ম্যাচের পর সেই মনবীর বললেন, 'এর আগে মহমেডানের হয়ে কলকাতা লিগ খেলেছি। তবে খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল সেবার। ট্রফি পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার সেই মহমেডানকে হারিয়েই কলকাতা লিগ জিতলাম। এই ট্রফি জয়ের সুবাদে আমার কেরিয়ারে একটা বৃত্ত পূর্ণ হল।'

এদিন শুরু থেকে মোহনবাগান যেভাবে খেলছিল তাতে একটা সময় তাদের জয়ের আশা ক্রমশ কমতে শুরু করেছিল। তারমধ্যে দীপ্রভাত ঘোষ লাল কার্ড দেখায় দশজন হয়ে যাওয়া, পেনাল্টি থেকে গোল হজম। তবে পিছিয়ে পড়ার পর যেন বাড়তি তাগিদ দেখাল মোহনবাগান। তা অস্বীকার করছেন না মনবীরও। পাঞ্জাবি স্ট্রাইকার বলছিলেন, 'দশজন হয়ে যাওয়ার পর বোধহয় আমরা আরও বেশি তাগিদ দেখিয়েছি। আসলে এর আগেও ডার্বিতে লাল কার্ড দেখেছে মোহনবাগানের ফুটবলার। দশজনে খেলেছে। ম্যাচও জিতেছে। সেটা ডুরান্ড কাপ ফাইনাল ছিল। এবারও একইভাবে লড়ে জিতলাম আমরা।' ম্যাচ শেষে ফুরফুরে মেজাজে বাগান কোচ বাস্তব রায়। একঝাঁক অভিজ্ঞ ফুটবলার নিয়ে বড় ম্যাচে পয়েন্ট নষ্টর পর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল তাঁর রণকৌশল। এদিন ম্যাচ শেষে বাস্তবের স্বীকারোক্তি, 'মোহনবাগানে কাজ করেছেন, অথচ সমালোচিত হতে হয়নি এমন উদাহরণ ময়দানে বিরল। ওই চাপটাই আমাদের আরও উন্নতি করতে সাহায্য করেছে।'

> ### শিল্ডের মঞ্চেই লিগের ট্রফি প্রদান
>
> **নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত, ১৯ সেপ্টেম্বর :** আইএফএ শিল্ডের মঞ্চেই কলকাতা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার। অঙ্কের হিসেবে সবুজ-মেরুন ঘরোয়া লিগের খেতাব নিশ্চিত করে ফেললেও লিগ কমিটি বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করবে। তারপরই ট্রফি দেওয়া হবে মোহনবাগানকে। আগামী দুইদিনের মধ্যেই সেই বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা করছে আইএফএ। সেক্ষেত্রে শিল্ডে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচের দিনই তাদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হতে পারে। একান্তই তা না হলে শিল্ডেরই অন্য কোনও ম্যাচের দিন লিগের ট্রফি প্রদান করা হবে মোহনবাগানকে।

জোড়া গোলের জন্য সাহাল আব্দুল সামাদকে অভিনন্দন সতীর্থের।

ভারত সিরিজে অনিশ্চিত রাচিন

অকল্যান্ড, ১৯ সেপ্টেম্বর : ভারতের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজে অনিশ্চিত রাচিন রবীন্দ্র। বুধবার অকল্যান্ডে একটি প্রোমোশনাল শুটিংয়ের সময় গুরুতর চোট পান নিউজিল্যান্ডের এই তারকা অলরাউন্ডার। শুটিংয়ে শরীর ছুড়ে দিয়ে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাজেভাবে ছিটকে পড়েন। সেফটি ম্যাট থাকলেও যার জেরে ডান কাঁধ সরে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ড দলের পারফরমেন্স ম্যানেজার মাইক স্যান্ডেল।

বিভিন্ন পরীক্ষাও করা হয় রাচিনের। কিছুটা স্বস্তির কথা, শুক্রবার হাতে আসা রিপোর্টে দেখা গিয়েছে হাড় ভেঙে যাওয়ার মতো কিছু হয়নি। তবে কাঁধ সরে যাওয়ার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নির্ভর করবে রাচিনের শরীর চিকিৎসায়, রিহ্যাব প্রক্রিয়ায় সময় কীভাবে সাড়া দেয়, তার ওপর।

২২ অক্টোবর ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ শুরু হচ্ছে। হাতে মাস খানেক সময়। তার মধ্যেই রাচিন ম্যাচ ফিট হয়ে উঠবেন কিনা, নিশ্চয়তা দিতে পারেননি চিকিৎসকরা। পারফরমেন্স ম্যানেজার স্যান্ডেল বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। দলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ও। আশা করি, সময়ের আগেই ফিট হয়ে মাঠে ফিরবে রাচিন। এই ধরনের বাণিজ্যিক শুটিংয়ে প্লেয়াররা অংশ নিয়ে থাকে। নিরাপত্তার দিকও যেখানে সুনিশ্চিত করা হয়। তারপরও চোট দুর্ভাগ্যজনক।'

হেড কোচ রব ওয়াল্টার কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ। জানান, ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজের পর টানা টেস্ট রয়েছে নিউজিল্যান্ডের। রাচিনকে টেস্টেই বেশি প্রয়োজন। তাই তাড়াহুড়ো করতে রাজি নন তাঁরা। সবদিক খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হলেই ফেরানো হবে স্পিন-অলরাউন্ডার রাচিনকে। ২২ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বরের লম্বা কিউয়ি সফরে ভারতীয় দল ৫টি করে টি২০, ওডিআই খেলার পাশাপাশি জোড়া টেস্টেও অংশগ্রহণ করবে।

'ইস্টবেঙ্গলের জন্য সম্মান! আমার বর্তমান মোহনবাগান'

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

বারাসত, ১৯ সেপ্টেম্বর : এবার দলবদলের বাজারে মিগুয়েল ফিগুয়েরার সঙ্গে তরুণ তুর্কি সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ইস্টবেঙ্গল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কলকাতা ফুটবল লিগে একঝাঁক অভিজ্ঞ ফুটবলারের মাঝেও সবুজ-মেরুন জার্সিতে আলাদা করে নজর কেড়েছেন সায়ন। হয়তো খুব বেশি গোল করতে পারেননি, তবে যে ম্যাচে যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, চেষ্টা করেছেন নিজেকে উজাড় করে দিতে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচেও জয়সূচক গোল এল তাঁর পা থেকেই। ম্যাচ শেষে মাঠে দাঁড়িয়েই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্তে সময় দিলেন সায়ন।

জয়সূচক গোল করে মোহনবাগানকে কলকাতা লিগ এনে দিলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক

ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে পরপর দুইবার কলকাতা লিগ জিতেছি। এবার মোহনবাগানে এসেও চ্যাম্পিয়ন হলাম। যে কোনও সাফল্যই আরও ভালো খেলতে প্রেরণা জোগায়। এবার আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়ল। এখানে আসার পর প্রথম দিন থেকে কোচ, সতীর্থ, সিনিয়ার ফুটবলারদের থেকে যেভাবে সমর্থন পেয়েছি তা আরও ভালো খেলতে সাহায্য করেছে।

জয়সূচক গোল

আমি যে সময় মাঠে নেমেছি, তারপরই এক গোলে পিছিয়ে পড়া। তখন আমরা দশজনে খেলছি। আর হারানোর কিছু ছিল না। সেই সময়ও জয় ছাড়া অন্য কথা মাথায় আসেনি। মাঠে নামার সময়ই ঠিক করে ফেলেছিলাম, যেভাবেই হোক গোল করতে হবে। দলকে জেতাতে হবে। সেটা পেরেছি, সমর্থকরাও খুশি। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। তবে দশজনে খেলেও সবাই একসঙ্গে লড়েছি বলেই সাফল্য এসেছে।

দলবদলের সিদ্ধান্ত

ইস্টবেঙ্গল থেকে অনেক সমর্থন পেয়েছি। ওদের আমি এখনও সম্মান করি। লাল-হলুদ জার্সিই আমাকে মঞ্চটা তৈরি করে দিয়েছিল। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ময়দানে পরিচয় দিয়েছিল। মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর অনেক ইস্টবেঙ্গল সমর্থকের হয়তো খারাপ লেগেছে। তবে ওখানে সেভাবে সুযোগ পাচ্ছিলাম না। যে কারণে এই সিদ্ধান্তটা আমাকে নিতেই হত। মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পরও এখানে দারুণ সমর্থন পাচ্ছি। তাই এখন যে সবুজ-মেরুন জার্সিতে খেলছি, এই নিয়েই ভাবতে চাই।

লক্ষ্য সিনিয়ার দল

জীবনে ওঠা-নামা থাকেই। এক-দুটো ম্যাচে খারাপ ফল হতেই পারে। আমাদের দলের ক্ষেত্রে, আমার ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। তবে নিজে গোল করতে না পারলেও চেষ্টা করেছি অন্যদের দিয়ে গোল করাতে। কোচেরও তেমন নির্দেশ ছিল। আমার ধারণা দল আমার থেকে যা প্রত্যাশা করেছিল তার কিছুটা হলেও পূরণ করতে পেরেছি। এবার লক্ষ্য আইএসএল শুরুর আগে সিনিয়ার দলেও জায়গা করে নেওয়া। তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে তৈরি।

ছবি : ডি মণ্ডল

কোল ইন্ডিয়াকে ৭ গোলেও আক্ষেপ ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৭
(বিজয়-২, আকাশ-২, বিলাল, তন্ময়, উত্তম)
কোল ইন্ডিয়া-০

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ম্যাচের পর বিধ্বস্ত শরীরে ডাগআউটে বসেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। লিগ খেতাব হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ স্পষ্ট তাঁদের চোখেমুখে।

অঙ্কের বিচারে কলকাতা লিগ জয়ের দৌড়ে কোনওক্রমে টিকেছিল ইস্টবেঙ্গল। খেতাব জয়ের ক্ষেত্রে অনেক যদি-কিন্তুর দিকে তাকিয়ে থাকতে হত তাদের। তবুও প্রায় সব অঙ্কই মিলে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। ভাগ্যদেবী আর একটু সঙ্গ দিলে লিগ জয়ের হ্যাটট্রিকটাও হয়ে যেত। কিন্তু তা আর হল না। তাই শেষ ম্যাচে কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ৭-০ গোলে জিতলেও রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল লাল-হলুদ শিবিরকে।

লিগ জয়ের সম্ভাবনা অনেক কম। তারপরেও ক্ষীণ আশা বুকে নিয়ে মাঠে হাজির বেশ কিছু সমর্থক। গ্যালারিতে বসেই সমর্থকদের চোখ মুঠোফোনে। প্রতি মুহূর্তে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ভবানীপুর-ইউনাইটেড ম্যাচের আপডেট নিতে ব্যস্ত তারা। একইসঙ্গে মাঠে তখন চলছে লাল-হলুদ ঝড়। ম্যাচের ১১ মিনিটের মধ্যে মহম্মদ বিলাল ও বিজয় মুর্মুর গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। তবে গ্যালারির পরিবেশ মোহনবাগান-মহমেডান ম্যাচের গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী বদলেছে। মোহনবাগান গোল করতে যেমন চুপ করে যায় ইস্টবেঙ্গল জনতা, আবার মহমেডান গোল শোধ করতেই উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন তাঁরা।

দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ মিনিটে আকাশ হেমরম তৃতীয় গোলটি করেন। ৬০ মিনিটে চতুর্থ গোলটি আসে বিজয় মুর্মুর পাস থেকে। মিনিট কয়েক পরেই তন্ময় পেনাল্টি থেকে পঞ্চম গোলটি করে যান। এরপরেই বাঁধভাঙা উল্লাস গ্যালারিতে। সেই উল্লাস দ্বিগুণ হল মোহনবাগানের গোল শোধের খবরে। কারণ, ইস্টবেঙ্গলের লিগ জয়ের অঙ্ক সবটাই মিলে গিয়েছিল। তবে মোহনবাগান জয়সূচক গোলটি করার পর অদ্ভুত নীরবতা ছেয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে। এরপর সংযোজিত সময়ে আকাশ ও উত্তম আরও দুইটি গোল করলেও তেমন উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়নি লাল-হলুদ জনতাকে। বরং ম্যাচের গ্রুপ পর্বের প্রাপ্ত পয়েন্ট যোগ না করার নিয়ম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সমর্থকরা। কারণ, গ্রুপ পর্ব ও চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বের অর্জিত পয়েন্ট যোগ করলে মোহনবাগানের থেকে ২ পয়েন্টে এগিয়ে লাল-হলুদ শিবির। ইস্টবেঙ্গল অবশ্য অপরাজিত থেকেই এবারের লিগ শেষ করেছে। এদিন চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বের অপর ম্যাচে ভবানীপুর ও ইউনাইটেডের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়।

৭ গোলে জিতেও কলকাতা লিগ হাতছাড়া। হতাশ ইস্টবেঙ্গল ডাগআউট। শনিবার।

এদিকে, ২২ তারিখ আইএফএ শিল্ড অভিযান শুরু করার কথা ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু ওইদিন প্রথম ম্যাচটি খেলতে নারাজ সিনিয়ার কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ফলে আইএফএ-কে প্রথম ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছে লাল-হলুদ শিবির। ম্যাচের তারিখ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, ভিসা সমস্যা মিটেছে নাইজিরিয়ান তারকা সুঙ্গুসি এফিয়ংয়ের। খুব শীঘ্রই তিনি ভারতে আসছেন।

আইসিসির দ্বারস্থ রিজওয়ান

লাহোর, ১৯ সেপ্টেম্বর : মহম্মদ রিজওয়ান, ইমাম-উল-হকের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য গড়াপেটা নিয়ে বিতর্ক এবার আইসিসি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ রিজওয়ান দ্বারস্থ হলেন জয় শা-র নেতৃত্বাধীন বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার। কার্যত হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে ম্যাচ গড়াপেটা সংক্রান্ত তদন্তে গাইডলাইন জানতে চাইলেন। দীর্ঘ কেরিয়ারে জাতীয় দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলেছেন রিজওয়ান। যদিও চলতি বিতর্কে রিজওয়ানকে নিয়ে টানাটানি চলছে। ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তলব করা হয় পাকিস্তানের সাইবার ক্রাইম এজেন্সির সদর দপ্তরেও।

লাহোর হাইকোর্টে রিজওয়ান যার বিরুদ্ধে আবেদন করলেও বৃহস্পতিবার তা খারিজ হয়ে যায়। এরপরই আইসিসি-র কাছে আবেদন তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটারের। জানতে চেয়েছেন বর্তমান তদন্ত প্রক্রিয়ায় আইসিসি-র দেওয়া নির্দেশিকা আদৌ পিসিবি মানছে কি না। পিসিবি এখনও রিজওয়ানকে গড়াপেটা বিতর্কে সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত করেনি। কিন্তু প্রাক্তন অধিনায়কের আশঙ্কা ঘটনাক্রম সেদিকেই এগোচ্ছে। তাই আইসিসি-র কাছে আগাম আবেদনের সিদ্ধান্ত। এখন দেখার জয় শা-র সংস্থা রিজওয়ানের আবেদনে কী পদক্ষেপ করে।

শতবর্ষে ভারত বনাম বিশ্ব একাদশ

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর : ভারত বনাম অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ। ২০২৮-এ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শতবর্ষ পূরণের ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে এমনই পদক্ষেপের ভাবনা বিসিসিআইয়ের। সারা বছর ধরেই নানারকম অনুষ্ঠান চলবে। যার অঙ্গ হিসেবে থাকছে অভিনব যে ক্রিকেট ম্যাচ। শতবর্ষ উদযাপনের রূপরেখা তৈরিতে বিশেষ কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে ভারত বনাম বিশ্ব একাদশের ম্যাচ। অতীতে কখনও আইসিসি বিশ্ব একাদশের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পায়নি ভারতীয় দল।

টেস্টের চাপে রাতে ঘুমই হত না : রোহিত

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর : লক্ষ্য ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ।

লক্ষ্যপূরণে এখনও পড়ে রয়েছেন বাইশ গজে। ভালোবাসার ক্রিকেটকে আঁকড়ে থাকার মাঝেই পা রেখেছেন টিভিতেও। 'ফ্যামিলি ফুল হাউস উইথ রোহিত শর্মা' শীর্ষক যে শোয়ে সঞ্চালক খোদ হিটম্যানই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ও পরিচিত মুখদের নিয়ে পারিবারিক শো। যার সুবাদে হিটম্যান ইমেজের বাইরে সঞ্চালক হিসেবেও ঢুকে পড়েছেন দর্শকদের ড্রইংরুমে।

চিরকাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সেরই

ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক সঞ্চালনায় নজরও কেড়েছেন রোহিত। তার সঙ্গে প্রাপ্তি রোহিতের ক্রিকেট কেরিয়ার ঘিরে নানারকম মজাদার কাহিনীও। অতিথি হিসেবে শোয়ে হাজির বন্ধু ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের বর্তমান হেড কোচ অভিষেক নায়ারের মজার প্রশ্নে বুঝিয়ে দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া-কাণ্ডে সম্পর্কে কিছুটা চিড় ধরলেও তার হৃদয়জুড়ে মুম্বই, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

মজা করে অভিষেক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, গায়ে কি এবার হলুদ জার্সি (চেন্নাই সুপার কিংস) চাপাতে চলেছ? তোমাকে কিন্তু পার্পল, মানাবে? দর্শক গ্যালারিতে তখন গোল্ড রং (কেকেআর) দারুণ 'মুম্বই, মুম্বই চিৎকার'। প্রত্যুত্তরে রোহিতের ছোট্ট জবাব 'চিরকালের জন্য' মন জিতে নেয়। একইসঙ্গে ভাগ করে নিলেন টেস্ট ম্যাচের চাপে নিদ্রাহীন রাতের কথা।

> জেগে থাকলে কিছু না কিছু খেতে ইচ্ছে হয়। আমার সঙ্গে সবসময় কিছু না কিছু হালকা খাবার রাখতাম। মা নিজের হাতে বানিয়ে দিত। এরমধ্যে সবথেকে পছন্দের ছিল কলা দিয়ে বানানো চিপস। অভিনব পদ্ধতি ছিল মায়ের। ভাজতেন না। সেঁকে দিতেন। আমি যা কাছে রাখতাম। মন চাইলে খেতাম।
>
> -রোহিত শর্মা

'ফ্যামিলি ফুল হাউস উইথ রোহিত শর্মা' শীর্ষক টেলিভিশন শোয়ে শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে সঞ্চালক রোহিত শর্মা।

২০১৩-২০২৪, এক যুগের টেস্ট কেরিয়ারে ৬৭টি ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু টেস্ট নিয়ে উদ্বেগ বরাবরই তার পিছু নিয়েছে। রোহিতের অকপট স্বীকারোক্তি, 'মিথ্যা বলব না। টেস্ট ম্যাচের সময় মনের ভিতরে উদ্বেগ কাজ করত। টেস্ট আমার সবথেকে পছন্দের ফরম্যাট। সবসময় গুরুত্ব দিয়েছি। কোনও ফরম্যাটই সহজ নয়। কিন্তু টেস্টে আলাদা চ্যালেঞ্জ থাকে। আমি বরাবর উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতাম। রাতে তো ঠিকমতো ঘুম হত না। জেগে থাকতাম।'

আর নিদ্রাহীন রাতে চাপ কমাতে রোহিতের সঙ্গী মায়ের তৈরি খাবার। 'জেগে থাকলে কিছু না কিছু খেতে ইচ্ছে হয়। আমার সঙ্গে সবসময় কিছু না কিছু হালকা খাবার রাখতাম। মা নিজের হাতে বানিয়ে দিত। এর মধ্যে সবথেকে পছন্দের ছিল কলা দিয়ে বানানো চিপস। অভিনব পদ্ধতি ছিল মায়ের। ভাজতেন না। সেঁকে দিতেন। আমি যা কাছে রাখতাম। মন চাইলে খেতাম,' বলেছেন রোহিত।

বিতর্কের মধ্যেই বর্ণাঢ্য উদ্বোধন এশিয়ান গেমসের

ভারতীয় অ্যাথলিটদের সেরাটা দেওয়ার আবেদন মনুর

নাগোয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : কখনও থাকার জায়গা নিয়ে অভিযোগ তো কখনও অনুশীলন কেন্দ্রে পৌঁছানোর সমস্যা। ৪০তম এশিয়ান গেমস শুরুর সপ্তাহখানেক আগে থেকেই একের পর এক বিতর্ক তাড়া করছে। সব কিছু থেকে কিছুক্ষণের জন্য নজর ঘুরিয়ে নাগোয়ার পালোমা মিজুহো স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য উদ্বোধন হয়ে গেল এশিয়াডের। আতশবাজির ছটা আর আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় দর্শকদের। উদ্বোধনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও নজর কেড়ে নিয়েছেন শিল্পীরা।

গেইশা, কাবুকি নৃত্য তো মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। ছিল জাপানের ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্ট দলের প্রদর্শন। পিছিয়ে ছিল না বিমান নিয়ে জাপানের সেলফ ডিফেন্স বাহিনী ব্লু ইমপালসের কেরামতিও। অ্যাথলিটদের স্বাগত জানানোর সঙ্গে বিশেষ বক্সে বসে যা উপভোগ করলেন জাপানের সম্রাট নারুহিতো, সম্রাজ্ঞী মাসাকো, ক্রাউন প্রিন্স আকিশিনো ফুমিহিতো ও ক্রাউন প্রিন্সেস কিকো। এশিয়াড শুরুর ঘোষণা করেন নারুহিতো। জাপানের জাতীয় সংগীত ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে চলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাপানের সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়।

এবারের এশিয়ান গেমসে ৪৩ ইভেন্টে ১১ হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছে। যা প্যারিস অলিম্পিকের থেকে ৩০০ বেশি। ৩৬টি ইভেন্টের জন্য ভারত প্রায় ৫০০ জনের দল পাঠিয়েছে। মার্চ পাস্টে জাতীয় পতাকা হাতে হাঁটার জন্য অলিম্পিকে জোড়া পদক জয়ী মনু ভাকেরের সঙ্গে শটপাট খেলোয়াড় তাজিন্দার পাল সিং তুরের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষমুহূর্তে টেকনিকাল কারণ দেখিয়ে মনুর সঙ্গে পতাকা নিয়ে হাঁটেন পুরুষ কাবাডি দলের অধিনায়ক পবন শেরাওয়াত। ভারতীয় পুরুষ অ্যাথলিটরা প্যান্ট-ব্লেজার আর মহিলারা ব্লেজারের সঙ্গে পরেছিলেন শাড়ি।

> আইচি-নাগোয়ায় এশিয়ান গেমস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রতিটি অ্যাথলিটই কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং প্রশংসনীয় নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখিয়েছেন। ভারত আপনাদের জন্য গর্বিত। প্রত্যেকেই যেন নিজেদের সেরাটা দেয়, ভালো খেলে ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। **-নরেন্দ্র মোদি**

মনু ভারতীয় অ্যাথলিটদের বিতর্ক ভুলে যে কাজের জন্য ভারতীয় অ্যাথলিটরা জাপানে এসেছেন তাতেই মনোযোগ রাখার আবেদন রেখেছেন। ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রকাশিত এক ভিডিওয় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমাদের অ্যাথলিটদের উদ্দেশে বলতে চাই, কিছু সমস্যা হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে দুই-একটা সমস্যা আমারও চোখে পড়েছে। অনেকে আমাকেও সমস্যার কথা জানিয়েছেন। তবে সমস্যা যা-ই থাক না কেন, আমাদের কাছে এটা এমন একটা সুযোগ বা অভিজ্ঞতা যা জীবনে হয়তো একবারই আসবে। তাই অভিযোগ জানানোর বদলে আমাদের সময়টা উপভোগ করতে হবে।' সঙ্গে বলেছেন, 'আমরা সেরাটা তুলে ধরার প্রস্তুতি নিয়েছি, সেটাই যেন উজাড় করে দিতে পারি। এখানে আসার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি। তাই এটা ঠিক নয়, ওটা ঠিক নয় বলে শক্তি অপচয়ের অর্থ নেই। পদক আসুক বা না আসুক। এটা জীবনের অন্যতম সেরা গল্প হতে চলেছে।'

এশিয়ান গেমসের মার্চ পাস্টে জাতীয় পতাকা হাতে মনু ভাকের ও পবন শেরাওয়াত।

গেইশা নৃত্যে এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মাতালেন জাপানের শিল্পীরা।

ক্রিকেটের কিটস নিয়ে সমস্যার সমাধান

মুম্বই ও নাগোয়া (জাপান), ১৯ সেপ্টেম্বর : ২০২৫ পুরুষ এবং ২০২৬-এর মহিলাদের এশিয়া কাপ। চ্যাম্পিয়ন হয়েও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে দুই ভারতীয় দলকেই। তবে শীঘ্রই মহসিন নকভিদের কবজা থেকে জোড়া ট্রফিই ভারতে ফিরছে। এমনই আশ্বাস দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া। গতকাল বোর্ডের ৯৫তম বার্ষিক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়। জোড়া এশিয়া কাপ ফেরানো নিয়ে আলোচনাতে এমনই দাবি করেন বোর্ড সচিব।

জোড়া ট্রফিই ফিরবে ভারতে : সইকিয়া

ভারতীয় দল এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলের বর্তমান সভাপতি পাকিস্তানের নকভির থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করে। ট্রফি না নিয়েই মাঠ ছাড়ে। দুটি ট্রফিই রয়েছে দুবাইয়ে এসিসি-র সদর দপ্তরে। সইকিয়া জানিয়েছেন, শীঘ্রই তা ফিরিয়ে সাজিয়ে রাখা হবে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারতীয় বোর্ডের সদর দপ্তরে। অবশ্য নির্দিষ্ট করে কোনও 'সময়সীমা' বলতে পারেননি সইকিয়া।

মুম্বইয়ে বোর্ডের বার্ষিক সভা শেষে বোর্ড সচিব বলেছেন, 'কোনও নির্দিষ্ট সময় বলছি না এখন। কিন্তু নিশ্চিত করে আপনাদের বলতে চাই, শীঘ্রই দুটি এশিয়া কাপ ট্রফি ফেরানো হবে এবং বোর্ডের হেডকোয়ার্টারে শোভা পাবে। নকভির হাত থেকে ট্রফি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই এসিসি-কে আমরা জানিয়েছিলাম। এই অবস্থান থেকে সরে আসার কোনও কারণ নেই।'

এদিকে, এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের কিটস নিয়ে সমস্যা মিটল অবশেষে। জাপানের বিরুদ্ধে ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় ঐতিহাসিক টি২০ ম্যাচে বিসিসিআইয়ের জার্সি পরে খেলবে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন দল। পাশাপাশি এশিয়ান গেমসের জন্য অফিশিয়াল কিটসও ক্রিকেটারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, 'কিটস নিয়ে সমস্যা মিটে গিয়েছে। জাপানের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে বিসিসিআইয়ের জার্সি পরেই খেলবে ক্রিকেট দল। এই ম্যাচের সঙ্গে এশিয়ান গেমসের কোনও সম্পর্ক নেই। টুর্নামেন্টের জন্য এশিয়ান গেমসের অফিশিয়াল কিটসও পেয়ে গিয়েছে ক্রিকেট দল। পোশাকের মাপ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। তারও সমাধান হয়ে গিয়েছে।'

১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত জাপানের আইচি-নাগোয়াতে চলবে ২০তম এশিয়ান গেমসের আসর। ক্রিকেট সহ মোট ৩৬টি ইভেন্টে অংশ নেবে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। টুর্নামেন্টের আগে জাপান-ভারত ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে।

জোড়া ব্রোঞ্জের সামনে কুইমসি

নাগোয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর : সাড়া জাগিয়েও টেকবলে সেমিফাইনালে হেরে গেলেন কুইমসি ডি'সুজা। রুপো বা সোনার আশা শেষ হলেও ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে নামার সুযোগ পাবেন মুম্বইয়ের ২৪ বছরের তরুণী। শনিবার প্রথম গেম জিতেও তিনি ১২-৭, ৯-১২, ৭-১২ পয়েন্টে হেরে যান ইন্দোনেশিয়ার ইমা সুমায়ার কাছে। রবিবার ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে কুইমসির প্রতিপক্ষ জাপানের যুইনা সাকামোতো। একইসঙ্গে রবিবার মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জয়ের লক্ষ্যে মহম্মদ আনাস ইমরান বেগের সঙ্গে নামবেন তিনি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

স্নেহের **সপ্তপর্ণা দাস (রিমি)** : আজ তুমি অষ্টাদশীতে পরিপূর্ণা। আজকের এই শুভদিনে তোমার জন্য রইলো অফুরান স্নেহভালোবাসা ও প্রাণভরা আশীর্বাদ। তোমার জীবন আনন্দ, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যে ভরে উঠুক এই প্রার্থনা করি। – **দাদু ও দিদন। শিবরামপল্লী (শিলিগুড়ি)।**

আর্সেনালকে ৩ গোল ব্রাইটনের

লন্ডন, ১৯ সেপ্টেম্বর : চলতি ইংলিশ প্রিমিয়ার টানা চার ম্যাচ জেতার পর শনিবার আর্সেনাল ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হল ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনের কাছে। অ্যাওয়ে ম্যাচে আর্সেনাল ৩১ মিনিটে পাসকাল গ্রসের গোলে পিছিয়ে পড়ে। বিরতির আগে ২-০ করেন চারালাম্পোস কোস্টৌলাস। ৫৭ মিনিটে চিমা আন্দ্রেস ব্যবধান বাড়ান।

হার চেলসি, টটেনহামের

প্রথম দুইটি ম্যাচ জিতে ভালো সূচনা করা চেলসিও আচমকাই ছন্দহীন। লিগের পঞ্চম ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডের কাছে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে জাভি অলন্সোর দল। ব্রেন্টফোর্ডের হয়ে গোল করেন জাইডন অ্যান্থনি, ইগর থিয়াগো ও ফাবিও কার্ভালহো।

টটেনহামের খারাপ সময় কাটছেই না! অ্যাস্টন ভিলার কাছে তারা ৩-২ গোলে হেরেছে। টটেনহামের হয়ে গোল করছেন কনর গ্যালাঘার ও জাঁ পল ভ্যান হেকে। অ্যাস্টন ভিলার হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন জোহান মানজাম্বি, নিকোলাস জ্যাকসন ও এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া।

৭ গোল নীলমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে শনিবার সুকান্ত মহাবিদ্যালয় ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে সোনাদা সালেসিয়ান কলেজকে। জোড়া গোল করেন অনিরুদ্ধ রায়। সুকান্তর বাকি গোল তুহিন রায় ও রোহিত দাস রায়ের। পরে সেন্ট জোসেফ কলেজ ৭-০ গোলে চূর্ণ করেছে মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজকে। ডাবল হ্যাটট্রিক সহ ৭টি গোলই করেন সেন্ট জোসেফের নীলম ভুজেল। ময়নাগুড়ি কলেজ ৩-০ গোলে জিতেছে এপিসি রায় গভর্মেন্ট কলেজের বিরুদ্ধে। গোল করেন অনিকেত খারিয়া, বিজয় বেপারি এবং প্রসেনজিৎ রায়। অন্যদিকে, কার্সিয়াং কলেজ উপস্থিত না হওয়ায় ওয়াক ওভার পেয়েছে জলপাইগুড়ির এসি কলেজ।

ফাইনালে লেজেন্ড

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : টাউন ক্লাবের অশোকপ্রসাদ রায়, অমিত রায় এবং জয়শ্রী গুপ্ত ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ির লেজেন্ড এফসি। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৩-২ গোলে হারিয়েছে জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবকে। লেজেন্ডের গোলস্কোরার এলেনসো লামা, সৌভিক মিঞ্জ ও অনিত ছেত্রী। টাউন ক্লাবের গোল অনীশ কেরকেট্টা এবং কৃষ্ণ মুন্ডার। ম্যাচের সেরা লেজেন্ডের অর্ণব ছেত্রী। রবিবার ফাইনালে লেজেন্ডের প্রতিপক্ষ জলপাইগুড়ির জেএফএ।

কামিন্সের কাছে কঠিন প্রতিপক্ষ পূজারা

ইরফানের তুরুপের তাস যশস্বী

সিডনি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা নন, ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে কঠিন প্রতিপক্ষ হিসেবে চেতেশ্বর পূজারাকে বেছে নিলেন প্যাট কামিন্স। দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল কেরিয়ারে একাধিক বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে খেলেছেন। সামলেছেন নেতৃত্বের দায়িত্ব। মুখোমুখি হয়েছেন বিরাটের স্পেশাল কিছু ইনিংসের। কখনও পথের কাঁটা রোহিত-শো। যদিও ভারতীয় ক্রিকেটের একদা 'ক্রাইসিসম্যানকে' সবার আগে রাখলেন।

এক প্রচারমূলক ভিডিওতে কামিন্সকে বিভিন্ন দেশের কঠিন প্রতিপক্ষ বেছে নিতে বলা হয়। ভারতের ক্ষেত্রে কিছুটা ইতস্তত করলেও শেষপর্যন্ত পূজারাতেই সিলমোহর। অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক বলেছেন, 'ভারতীয় কঠিন প্রতিপক্ষ হিসেবে পূজারার কথা বলব। ওকে আউট করা সত্যিই কঠিন ছিল। অনেকটা ছোট ছোট আঁচড়ে তিলে তিলে মৃত্যুর মতো। চাইলে অনায়াসে ১০০টা ডট বল খেলে দিতে পারত বোলারদের কোনও সুযোগ না দিয়েই!'

পরিসংখ্যানও কামিন্সের সেই দাবির পক্ষেই কথা বলে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৫টি টেস্টে ৪৯.৩৮ ব্যাটিং গড়ে ২০৭৪ রান করেছেন পূজারা। এরমধ্যে ৩টি শতরান, ৫টি হাফ সেঞ্চুরি সহ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৯৯৩ রান। মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডদের সামলে ২০১৮-'১৯, ২০২০-'২১, জোড়া অজি সফরে ঐতিহাসিক জয়ের অন্যতম কান্ডারিও ছিলেন। সবমিলিয়ে কেরিয়ারে ১০৩টি টেস্টে ৭,১৯৫ রান করেছেন।

নিউজিল্যান্ডের কঠিন প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্রেন্ডন ম্যাককুলামকে বেছে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে টপ অর্ডারে ম্যাককুলামের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের কথা তুলে ধরেন। একইভাবে সইদ আজমল (পাকিস্তান), অ্যালাস্টেয়ার কুক (ইংল্যান্ড), এবি ডিভিলিয়ার্স (দক্ষিণ আফ্রিকা), তিলকরত্নে দিলশান (শ্রীলঙ্কা), ক্রিস গেইলকে (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) পূজারার সঙ্গে কঠিন প্রতিপক্ষের তালিকায় রেখেছেন কামিন্স।

২০২৩ সালে শততম টেস্ট খেলার আগে চেতেশ্বর পূজারাকে অস্ট্রেলিয়ার সতীর্থদের সই করা জার্সি উপহার দিয়েছিলেন প্যাট কামিন্স।

এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে যশস্বী জয়সওয়ালকে তুরুপের তাস ধরলেন ইরফান পাঠান। ওপেনিং জুটিতে শুভমান গিল-রোহিত শর্মা প্রথম পছন্দ। যশস্বী সেখানে ব্যাকআপ ওপেনার। যদিও ইরফানের বিশ্বাস, ২০২৭ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে তরুণ বাঁহাতি ওপেনারকে সুযোগ দেওয়া হবে ক্যারিবিয়ান সিরিজে।

কিছুটা অবাক করেই ইরফান বলেছেন, 'ভারতীয় দলে এমন একজন আছে, আসন্ন সিরিজে যার দিকে চোখ রাখব আমি। যশস্বী। সুযোগের সদ্ব্যবহার ও কীভাবে করে, তা দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। জানি ও এখন ব্যাকআপ ওপেনার। অর্থাৎ তৃতীয় ওপেনার। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা ওডিআই বিশ্বকাপের আগে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ব্যাকআপ তকমা ঘুচে যাবে না কে বলতে পারে।'

সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের জন্য দলবদল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের জন্য দলবদল শনিবার শুরু হল। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে দলবদলের প্রথমদিনে ৮টি ক্লাবে ১৪০ জন সই করেছে। রবিবার শেষদিনে দুপুর ৩টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত দলবদল চলবে। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ডনিল দত্ত, মহম্মদ ফইজ আহমেদ জিটিএস ক্লাব থেকে সই করেছেন অগ্রগামী সংঘে। আকাশ তরফদার বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব থেকে গিয়েছেন রবীন্দ্র সংঘে। দীপ সরকার, আকাশ পোদ্দার জিটিএস থেকে নবীন সংঘে নাম লেখালেন। তুফান রায়কে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন থেকে তুলে নিয়েছে নবীন।

সুপার ডিভিশনের জন্য ক্রিকেটারদের সইপর্ব চলছে।

সারা বাংলা দাবা সংস্থার নির্বাচন শেষে দিব্যেন্দু বড়ুয়ার সঙ্গে বাবলু তালুকদার। কলকাতায় শনিবার।

সারা বাংলা দাবায় উপদেষ্টা বাবলু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বয়সের কারণে সারা বাংলা দাবা সংস্থার যুগ্ম সচিব পদ সরতে হলেও প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পেয়ে গেলেন শিলিগুড়ির বাবলু তালুকদার। শনিবার দুপুরে কলকাতায় বাংলা দাবার নির্বাচন হল। যেখানে আগামী চার বছরের জন্য সভাপতি থেকে গেলেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া। পরে কলকাতা থেকে বাবলু বলেছেন, 'আমার বয়স ৭০ পেরিয়েছে। তাই সংস্থার প্রোটোকল অনুযায়ী যুগ্ম সচিব পদ থেকে সরে গেলাম। কার্যনির্বাহী সমিতিতে রাখার সঙ্গে আমাকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই রাজ্যে দাবার প্রসার ও প্রচারে আমি কাজ করে যেতে পারব। নতুন দায়িত্বের জন্য আমাকে আজ শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া।'

এসআইটি-র দৌড়ে প্রথম মুকেশ, সোনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (এসআইটি) ১০ কিলোমিটার 'রান ফর গ্রিন' দৌড়ে পুরুষদের বিভাগে প্রথম হয়েছেন মুকেশ কুমার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে অর্জুন টুডু এবং সুরজকুমার পাল। মহিলাদের বিভাগে প্রথম সোনি দেবী। সকাল ৬টায় বাঘা যতীন পার্কে দৌড়ের সূচনা করেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। দৌড়টি শেষ হয় এসআইটি চত্বরে। উপস্থিত ছিলেন এসআইটি-র প্রিন্সিপাল জয়দীপ দত্ত, ভাইস প্রিন্সিপাল অরুন্ধতী চক্রবর্তী, এসআইটি ডিপ্লোমা কলেজের প্রিন্সিপাল-ইন-চার্জ অনিন্দ্য বসু প্রমুখ। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশকে আরও সবুজ ও পরিষ্কার রাখার বার্তা দিতেই এই দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মকর্তাদের সঙ্গে পতাকা দেখিয়ে ১০ কিলোমিটার দৌড়ের সূচনায় হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো (ডানদিক থেকে ৪ নম্বরে)।

টেস্টের চাপে রাতে ঘুমই হত না : রোহিত
-খবর উনিশের পাতায়